493/B/3G.T.Road, South Howrah, (033)2641 4514,9830086733/ 9433387953

www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

সাপ্তাহিক

আলিপুর বার্তা

গিরীশ ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস ৪৯৩/ বি /৩, জিটি রোড, দক্ষিণ হাওড়া
ফোন (০৩৩) ২৬৪১-৪৫১৪, ৯৮৩০০৮৬৭৩৩/ ৯৪৩৩৩৮৭৯৫৩

কলকাতাঃ৪৮ বর্ষ,৩৬ সংখ্যা, ১৩ আষাঢ়-১৯ আষাঢ় ,১৪২১ঃ ২৮ জুন-৪ জুলাই,২০১৪, Kolkata : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.36, 28 June-4 July, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

আতস কাঁচে

বাঁধ ভাঙছে

প্রতিবারের মতো এবারেও বাঁধ ভাঙছে সুন্দরবনের নদীগুলিতে। আয়লার পর বন্যা বয়ে গিয়েছিল প্রতিশ্রুতির। সুন্দরবনের বাঁধ নাকি বাঁধা হবে অন্য ভাবে। নতুন করে দফতর হল। সম্প্রতি জানা গিয়েছে, বামফ্রন্টের আমলে তৈরি পরিকল্পনা নাকি বাতিল হয়েছে ত্রুটির কারণে। নতুন করে পরিকল্পনা হবে। ইতিমধ্যে চারটি বর্ষা চলে গিয়েছে। আয়লার পর এবার পঞ্চম বর্ষার মুখোমুখি সুন্দরবনবাসী।

বাঁধ ভাঙার খবর তিনের পাতায়।

ঈশ্বর ভাবনা

ছাত্রদের শিক্ষাবিদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিন্তা-ভাবনা আজও প্রাসঙ্গিক। পড়ুয়াদের চাপহীন শৈশব উপহার দিয়েছিলেন তিনি। আমরা আধুনিক হয়েছি বলে গর্ব করি, অথচ আমরা অসুস্থ প্রতিযোগিতায় সামিল।

পোস্ট এডিট দেখুন চারের পাতায়। সঙ্গে রয়েছে মন মাতানো যাওয়া আসার পথে পথে।

রাসমেলায়

কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ রাস মেলায় মিলিয়েছিলেন জাত-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের হৃদয়। সে এক অনন্য কাহিনী।

ছয়ের পাতায় এবারের ভ্রমণকে সঙ্গী করে ঘুরে আসুন কোচবিহারের রাসমেলায়। আরও আছে, বর্ষায় কৃমির হাত থেকে বাঁচার সহজ উপায়।

বর্ষা নিয়ে

বর্ষা নিয়ে আবহাওয়াবাবুদের কথাবার্তার ঠিক নেই। আজ বলে আসছে তো কাল বলে আসছে না। ফলে মার খাচ্ছে চাষবাস, বদলে যাচ্ছে মানুষের জীবন। মূল্যবৃদ্ধির কোপ পড়ছে নাগরিক জীবনে।

বিস্তারিত সাতের পাতায়। সঙ্গে রয়েছে মাঙ্গলিকীর সুর আর ছন্দ।

বিশ্বকাপ মাতাচ্ছে

৬) বিশ্বকাপে ভারত নেই, তাতে কি! দেশজুড়ে উন্মাদনার শেষ নেই। বিশ্বকাপের নানা খবর নিয়ে এবারের

আটের পাতা অন্যরকম। সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে ভারতের ক্রিকেটসফর। এছাড়াও ছোটদের মনের খেয়াল দেখতেই হবে।

সাবর্ন রায়চৌধুরীদের রথযাত্রা ২৯৬ বছরে পড়ল

কুনাল মালিক • বেহালা

বেহালা সাবর্ন রায়চৌধুরী পরিবারের রথযাত্রা এবার ২৯৬ বছরে পদার্পন করছে। বেহালা সখেরবাজার স্টপেজে নেমে একটু পিছন দিকে হেঁটে এলেই

গলির মধ্যে জমিদার পরিবারের বড় বাড়ির সন্নিকটে সদর পুকুরের পাশে রথের মন্দিরে এখন চলছে রথ রং করার কাজ। কিছুটা দূরেই সন্তোষ রায় রোডে জগন্নাথ মন্দিরে কৈলাশ পাণ্ডা এখন ব্যস্ত রথের দিনের পুজোর আয়োজনে।

এরপর পাঁচের পাতায়

রেলঃ ছিদ্র না সারিয়ে আয় বাড়ানো বৃথা

ওঙ্কার মিত্র

কেন্দ্রে নতুন সরকার আসার পর বাজেট পেশের আগেই যাত্রীভাড়া ও পণ্যমাশুল বাড়িয়ে ভারতের রেলমন্ত্রী আমাদের বিশ্বমানের বা আধা বিশ্বমানের রেল পরিষেবার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। বলেছেন দীর্ঘদিন রাজনীতি করতে গিয়ে রেলভাড়া না বাড়ানোর ফলে আয় কমেছে। ধুঁকছে রেল। ফলে উন্নত যাত্রী পরিষেবা দেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন আয় বাড়ালেই কি অসুস্থ ভারতীয় রেলকে চাঙ্গা করা সম্ভব? একবাক্যে প্রায় একশ শতাংশ ভারতীয় যাদের সামান্যতম রেলযাত্রার অভিজ্ঞতা আছে তাদের উত্তর হবে—না। কারণ, দুর্নীতি আর অপচয়ের ঘুন পোকা ভারতীয় রেলের সর্বাঙ্গে যে অসংখ ছিদ্র তৈরি করে, এমন একটি আধারে পরিণত করেছে যাতে যতই আয় ঢালা যাক না কেন সবই বৃথা যাবে।

একজন সাধারণ নাগরিক যিনি কোনও একটি যাত্রার জন্য স্থির করেছেন ভারতীয় রেলে সওয়ার হবেন তাঁর অভিজ্ঞতা কেমন? প্রথমেই টিকিট বুক করতে গিয়ে ঠোক্কর। কাউন্টারের জানলা খোলার আগেই টিকিট শেষ। পাশে একজন হাতছানি দিয়ে ডাকছেন টিকিট পাইয়ে দেবার প্রস্তাব নিয়ে। অর্থাৎ বুকিং সেন্টারগুলোতে দালালদের রাজত্ব। আপনি নিজে অনলাইনে টিকিট বুক করতে গেলেও সেই একই ব্যাপার। সব টিকিটই 'বুকড্'। অনলাইনের সেন্টারগুলোতে যান বেশি পয়সা দিলেই পেয়ে যাবেন টিকিট। এরপর কামরায় উঠে যাত্রা শুরু হলে আর এক জ্বালা। যাত্রাপথে কিছু রাজ্যের কিছু জায়গায় সংরক্ষিত কামরাতেও নিত্যযাত্রীদের দৌরাত্ম্য চরমে উঠলে খুঁজে পাওয়া যায় না কোনও নিরাপত্তা রক্ষীকে। এরপর আছে টিটিদের দ্বারা নানা রকমের হয়রানি। রাত্রি যাপনেও রক্ষা নেই। দু'একবার রাইফেলধারী পুলিশ টহল দিয়েই সারারাত উধাও। ঘটে যাচ্ছে চুরি, ডাকাতি, লুঠ, খুন সবকিছুই। এর উপর লাইন খারাপ। লেভেল ক্রশিং-এ গণ্ডগোল, ট্রেনের যন্ত্র বিভ্রাট তো আছেই। এ তো গেল দুরপাল্লার যাত্রা। নিত্যযাত্রাতেও যন্ত্রনার শেষ নেই। যেমন ট্রেনের অবস্থা তেমনি ট্রেনের পরিবেশ।

রেলযাত্রার এই অবস্থা কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে উঠে আসবে রন্ধ্রে-রন্ধ্রে দুর্নীতি ও অপচয়ের রোজনামচা। কাঠগড়ায় উঠবে দালাল রাজ, টিটি ও রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্বে থাকা কর্তা ব্যক্তিরা। এ তো গেল দুর্নীতির কাহিনী। এছাড়া আছে কারশেড ও কারখানায় চুরির গল্প। অপচয়ও কম হয় না। ডিআরএম অফিসে যারা যাতায়াত করেন তারা জানেন অপচয়ের বহর। ডিআরএম সাহেবদের মর্জিমাফিক চলে তাদের বিলাস ব্যসনে ভাঙাগড়ার খেলা।

রেলমন্ত্রীর উচিত ভাড়া বাড়িয়ে আয়ের চিন্তা করার আগে দুর্নীতি আর অপচয়ের ফুটোগুলো বন্ধ করা। তা না হলে তার বিশ্বমানের স্বপ্ন তার জীবদশাতেও পূরণ হবে কিনা সন্দেহ। জনগণের পকেটে চাপ দেওয়ার আগে নিজের ঘরের দিকে তাকানো উচিত রেলমন্ত্রীর। রেল বোর্ড থেকে শুরু করে রেলকর্মীরা যেভাবে রেলের সম্পত্তি ভোগ করছেন তাদের চরিত্র বদলাতে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরী। তা না হলে জনগণকে বলির পাঁঠা করে লাভ নেই।

কাঠগড়ায় অভিযুক্ত যারা

- টিকিট কাউন্টারের কর্মীরা, যাদের সঙ্গে দালালদের ওঠাবসা
- টিকিট চেকার, যাদের পকেট ভরে যাত্রী হয়রানিতে
- জি.আর.পি'র নিরাপত্তারক্ষীরা, যাদের সঙ্গে দু'পাইসের সম্পর্ক চোর-ডাকাতের
- রেল কারখানার কর্তা-ব্যক্তিরা, যাদের বাড়বাড়ন্ত মালের এধার-ওধার করে
- ডি .আর.এম-এর মতো উচ্চপদস্থ আধিকারিক, যাদের বিলাসব্যাসনে অপচয়ের শেষ নেই

ফেসবুকের যোগাযোগই কেড়ে নিল কিশোর প্রাণ

বৈশালী সাহা • হাওড়া

ফেসবুক বর্তমানে এক অনন্য যোগাযোগ মাধ্যম। বহু দূরের মানুষ প্রতিদিন নিকট আত্মীয় হয়ে উঠছে ফেসবুকের মাধ্যমে। বহু ভাবনার আদানপ্রদানও ঘটেছে। অথচ এই ফেসবুকের যোগাযোগই প্রাণ কেড়ে নিল দশম শ্রেণির এক ছাত্রের। মর্মান্তিক এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ হাওড়ার কদমতলা।

ঘটনাটি হাওড়া এনএস রোডের উপর অবস্থিত রামকৃষ্ণ শিক্ষালয়কে ঘিরে। এই বিদ্যালয়ে রয়েছে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের মূর্তি। দশম শ্রেণির এক ছাত্র ওই মূর্তির মাথায় টুপি, চোখে সানগ্লাস এবং গলায় স্কার্ফ দিয়ে সাজিয়ে ছবি তুলে ফেসবুকে আপলোড করে বন্ধুদের ট্যাগ করে। ফেসবুকের কল্যাণে এই ছবি পৌঁছে যায় অসংখ্য মানুষের কাছে, পৌঁছে যায় বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যেও। তারা ছবিটা রামকৃষ্ণ মিশনে পাঠাতেই বেলুড়মঠ রামকৃষ্ণ মিশন আদালতের দ্বারস্থ হয়। এই খবর রটে যায় বিদ্যালয়সহ এলাকায়। ছড়াতে থাকে আতঙ্ক। যদিও রামকৃষ্ণ মিশনের তরফ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

আতঙ্ক ছড়ায় ঠাকুরের মূর্তির সাজসজ্জার দায়িত্বে থাকা ১০ জন ছাত্রের মধ্যেও। বাড়ি বাড়ি পুলিশ যাবে, এই চাপা আতঙ্কে ওই ১০ জনের মধ্যে স্বাগত দাস নামে

এক ছাত্র আত্মহত্যা করে স্কুল খোলার আগেই। মর্মান্তিক এই মৃত্যুতে হাওড়ার কদমতলা, শ্যামাশ্রী পল্লী ও বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।

বহুকষ্টের পর শৌচাগার পেল ব্রতচারী স্কুলের মেয়েরা

আলিপুর বার্তার খবরের জের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: গত ১৪ জুন সংখ্যায় আলিপুর বার্তা পত্রিকায় জোকা ব্রতচারী বিদ্যাশ্রম গালর্স হাইস্কুলের নানা সমস্যা ও বঞ্চনা নিয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল। সাড়ে সাতশ ছাত্রীদের পর্যাপ্ত ঘর না থাকায় ছেলেদের স্কুলে সকালে ক্লাস করতে হত। মেয়েদের জন্য পৃথক শৌচাগার ও বৈদ্যুতিক পাখার কোনও ব্যবস্থা ওই বিদ্যালয়ে নেই।

বিদ্যালয়ের নিজস্ব জায়গা থাকা সত্ত্বেও জেলা সর্বশিক্ষা মিশন নানা টালবাহানায় সরকারি অর্থও বরাদ্দ করছিল না। আমরা কথা বলেছিলাম জেলার সর্বশিক্ষা মিশনের প্রকল্প আধিকারিক সুজিত মাইতির সঙ্গে। তিনি বলেছিলেন, ওই বিদ্যালয়ের জায়গা নিয়ে সমস্যা ছিল, ওটা মিটে গিয়েছে। শীঘ্রই ওই বিদ্যালয় ঘর নির্মাণের টাকা পাবে। জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুন রায় বলেছিলেন, তাঁর দফতরে আবদন করলে, তিনিও বিদ্যালয়ে শৌচাগার নির্মাণের ব্যাপারটা মানবিক দিক দিয়ে ভাববেন। সম্প্রতি বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা উমা আচার্য্য জানালেন, জেলা সর্বশিক্ষা মিশন থেকে জানানো হয়েছে, তাঁদের বিদ্যালয়ের জন্য মাইনোরিটি স্কীম থেকে চার লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা এবং ছাত্রীরা এই সংবাদে অত্যন্ত খুশি। আমরাও খুশি।

জেলা প্রকল্প আধিকারিক সুজিত মাইতি তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছেন বলে।

সাগর যাওয়ার পথে হেনস্থার শিকার হচ্ছে পুণ্যার্থীদের দল

মেহবুব গাজী • ডায়মন্ড হারবার

রাজ্যের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্ব বাড়ছে গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি মন্দিরের। বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় সেজে উঠছে এই বেলাভূমি। পুরোপুরি সেজে উঠলে পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দুতে চলে আসবে গঙ্গাসাগর। কিন্তু বর্তমানে সাগরে আসা বেশ কিছু ভিন রাজ্যের পর্যটকদের হেনস্থা হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সাগরে আসার পথে কাকদ্বীপের লট নম্বর ৮ ও সাগরের কচুবেড়িয়াতে প্রতিদিন একদল যুবকের হাতে হেনস্থা হওয়ার অভিযোগ উঠছে। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি অভিযোগ জমা পড়েছে সাগর ও কাকদ্বীপ থানায় অভিযোগ এসেছে কাকদ্বীপ মহকুমা শাসক থেকে জেলা শাসকের কাছেও। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ সাগরের বেশকিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার। সব মিলিয়ে প্রশাসন যদি হেনস্থার ঘটনায় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করতে পারে তবে আগামী দিনে পর্যটকদের কালো তালিকায় চলে যেতে পারে গঙ্গাসাগর। প্রতিবছর মকরসংক্রান্তির পূণ্য লগ্নে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী সাগর স্নান সেরে কপিলমুনির মন্দিরে পুজো দেন। এছাড়া মাঘী পূর্ণিমাতেও কয়েক লক্ষ পুণ্যার্থী ভিড় জমান এখানে। এই বিশেষ দুটি যোগ ছাড়াও সারা বছর ধরে ভিন রাজ্যের বহু পর্যটকরা এখানে আসেন। মেলার সময় বিশেষ যানবাহনের ব্যবস্থা থাকলেও অন্যসময় পর্যটকদের যানবাহনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই বলে অভিযোগ তীর্থযাত্রীদের। গত মে মাসে ভিন রাজ্যের দুটি দল সাগরে এসে চরম হেনস্থার মুখোমুখি হয়। বিষয়টি নিয়ে দলটি স্থানীয় থানায় অভিযোগও করে। ৮ মে মহারাষ্ট্রের ১৫ জনের একটি দল সাগরে আসে। দলটি লট নম্বর ৮-এ পৌঁছানো মাত্র ১৫ জন যুবক ঘিরে ধরে। দলের সদস্য নন্দকিশোরের অভিযোগ, গাইড দেওয়ার নাম করে দলটিকে হুমকি দিতে থাকে। জোর করে ভয় দেখিয়ে মাথা পিছু ২০০ টাকা করে আদায় করে দলটি। বিষয়টি তোলাবাজির পর্যায়ে পৌঁছে যায়। প্রথমে স্থানীয় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাহায্য নেয় এবং পরে পুলিশকে অভিযোগ জানায় দলটি। স্থানীয় বাসিন্দা এরা। কারও কারও রাজনৈতিক পরিচয়ও আছে। ভিন রাজ্যের তীর্থযাত্রী নামা মাত্র ঘিরে ধরে চলে বোঝানোর পালা। কথায় রাজি হয়ে গেলে ভাল। না হলে চলে হুমকি ও ভয় দেখানো। বাধ্য হয়ে মেনে নেয় পর্যটকরা। কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে ঝামেলাও বেধে যায়, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিদের সাহায্য নেয় দলগুলো। ফলে রক্তচক্ষুর সামনে পড়তে হয় সংস্থার প্রতিনিধিদের। লট নম্বর ৮-এ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের একটি আশ্রম আছে। এখানে পর্যটকদের সহায়তা করা হয় এই আশ্রমের দায়িত্বপ্রাপ্ত রতিকান্ত মহারাজ বলেন, সারা বছর লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী এখানে আসে। আসার পর তাদের এই দলের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। ভিন রাজ্যের পুণ্যার্থীরা ভয়ে বেশি টাকা দিয়ে দেন। প্রতিবাদ করলেই গণ্ডগোল বেধে যায়। আমরা গিয়ে সামাল দিই। পুলিশ থেকে মহকুমা শাসক, জেলা শাসককে জানিয়েছি আমরা। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। আমাদের ওপরও আক্রমণ হয়েছে অনেক সময়। তবে জেলার পুলিশ সুপার প্রবীণকুমার ত্রিপাঠি বলেন, এরকম ঘটনা ঘটলে স্থানীয় থানাকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের অর্থের পরিমাণ বাড়ল

নিজস্ব প্রতিনিধি: আরও ১৪০০০ কোটি টাকা বাড়ল সুইস ব্যাঙ্কে। অবশ্য ভারত থেকে যাওয়া এই অর্থ কোন পথে গিয়েছে তা বের করতে গেলে হয়ত কেঁচো খুড়তে গিয়ে কেউটে বেরিয়ে পড়বে। যদিও এই সুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের অর্থ জমা নিয়ে নতুন সরকার অনেক রকম প্রশ্ন তুলেছে ক্ষমতায় আসার আগে, এমনকী শোনা গিয়েছে, যে ভারতীয়রা অসৎ উপায়ে তাদের টাকা ভারত থেকে সুইস ব্যাঙ্কে জমা রাখছেন, তাকে চিহ্নিত করে সেই টাকা ফেরত নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করা হবে। আর চেষ্টা করাবে যাতে ভারত থেকে এই

ধরনের উদ্যোগ আর কেউ নিতে না পারে।

২০১৩-তে ভারতীয়দের অর্থের পরিমাণ সুইস ব্যাঙ্কে ৪০ শতাংশ বেড়ে ছিল। যেখানে দেখা গিয়েছে, সারা বিশ্ব থেকে ধীরে ধীরে সুইস ব্যাঙ্কে টাকা রাখার পরিমাণ কমছে। তার বিপরীতে ভারতীয়দের অর্থ জমানোর পরিমাণ সুইস ব্যাঙ্কে বাড়ছে। আপাতত জানা গিয়েছে সুইস ব্যাঙ্কে রাখা ভারত থেকে ব্যক্তিগত এবং সংঘবদ্ধভাবে অর্থের পরিমাণ ১.৯৫ বিলিয়ন সুইস ফ্রা। যদিও ভারত সরকার উদ্যোগ নিয়েছে একটি নির্দিষ্ট তদন্তকারী টিম তৈরি করে এই বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার। যাতে ভারত থেকে অসৎ উপায়ে টাকা পাঠানো না হয়।

নতুন সরকার আসার পর যে অসাধু ব্যবসায়ীরা দেশের অর্থ বিদেশে জমানোর কথা চিন্তা করছেন সেই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেছে। তবে মূলত, বিশাল পরিমাণ অর্থ সুইস ব্যাঙ্ক ছাড়াও অন্যান্য জায়গায় বিনিয়োগ হয়ে থাকে। দেখা গিয়েছে, সারা বিশ্ব জুড়ে সুইস ব্যাঙ্কে অর্থ জমানোর পরিমাণ আগের তুলনায় কমেছে দৃষ্টান্তমূলকভাবে। আপাতত যে তথ্য হাতে এসেছে, তাতে ২০১৩ সালের শেষের দিকে ভারত ছাড়া অন্যান্য দেশের বিভিন্ন ব্যক্তির সুইস ব্যাঙ্কে বিনিয়োগের পরিমাণ কমে দাঁড়িয়ে পৌঁছেছে ৯০ লক্ষ কোটি টাকায়। ভারতীয়দের বিনিয়োগের পরিমাণ ১ বছরের মধ্যেই বেড়েছে ১৪০০০ কোটি টাকা।

অর্থনীতি-বাণিজ্যের আরও খবর দুইয়ের পাতায়।

কর না দিলে বহু বাড়ির দখল নেবে পুরসভা

বরুণ মণ্ডল • কলকাতা

২০০৬ সাল থেকে রয়্যাল ক্যালকাটা গলফ ক্লাবের প্রায় ৮ কোটি টাকা পুরকর বাকি রয়েছে। নড়েচড়ে বসেছে কলকাতা পুরসভা। নোটিশ পড়েছে ক্লাবের গায়ে। ১৫ দিনের মধ্যে পুরো সম্পত্তিকর না মেটালে আইনী ব্যবস্থা নেবে পুরসভা। মেয়র জানান, এক কোটি টাকার উপর কর বাকি এরকম আরও ১৪টি সংস্থার তালিকা তৈরি করা হয়েছে। আগামী দিনে এইসব সংস্থায় অভিযান চালানো হবে।

২০০৬ থেকে কর বাকি থাকলেও এতদিন বাদে কেন ব্যবস্থা নেওয়ার কথা মনে হল? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে জানা গিয়েছে অন্য তথ্য। ক্লাবের ঐতিহ্য ও গরিমায় প্রভাবিত হয়ে কর মকুবের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল পুরসভা। আধিকারিকরা মহানন্দে ক্লাব পরিদর্শনে যেতেই চক্ষু চড়কগাছ। ক্লাব চত্বরে চলছে দেদার বব্যসা, দোকানপাট। সিদ্ধান্ত বদল হয়। নোটিশ যায় ক্লাবে। এ থেকে পরিষ্কার এতদিন পুরকর্তারা ক্লাব পরিদর্শনে যাওয়ার প্রয়োজনই বোধ করেননি। ফলে বাকি বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে।

আরও খোঁজ নিয়ে জানা গেল ১০ লক্ষ টাকার উপর কর বাকি কলকাকতায় এমন বাড়ি ৩০০ জনের। তাদেরও তালিকা প্রস্তুত হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে কলকাতার বহু পুরনো বাড়ি। এর আগে পুরসভা যে ওয়েভার স্কিম চালু করেছিল তার সুবিধাও এইসব করদাতারা নেয়নি। পুরসভা মনে করছে এরা কোনওভাবেই কর দিতে ইচ্ছুক নয়। ফলে পুরসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যারা শেষ নোটিশেও সাড়া দিয়ে কর দেবে না তাদের সম্পত্তির দখল নেবের পুরসভা। সম্পত্তিগুলি বিক্রি করে পুরকর মেটানো হবে। বাড়তি যা টাকা পড়ে থাকবে তা এক বছরের মধ্যে ফেরত না দিলে পুরসভার তহবিলে চলে যাবে ওই অর্থ। এক্ষেত্রে পুরসভা পুর আইনের ২২১ ধারার ক ও খ-এর আশ্রয় নিচ্ছে পুরসভা।

অর্থাৎ পুরকর নিয়ে খোঁজ খবর করলে দেখা যাবে বহু কোটি টাকা পুরকর অনাদায়ী পড়ে রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তা আদায়ের কোনও জোরদার উদ্যোগ নেই পুরকর্তাদের। সামনে পুর নির্বাচন। প্রশ্ন হল নির্বাচনের আগে এমন কঠোর সিদ্ধান্ত কি কার্যকর করবে পুরসভা নাকি সবটাই আবার রাজনীতির ধামায় চাপা পড়ে যাবে।

Alipur Barta : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.36, 28 June - 4 July, 2014, Page-2

শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি

ইরাক সংকটে অস্থির ভারতের আর্থিক বাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি: আবার কি কমবে টাকার দাম? এই প্রশ্ন এখন সবার মনে ধীরে ধীরে নাড়া দিতে শুরু করেছে। ৬০ টাকার উপরে ডলারের বিনিময়ে টাকার মূল্য পৌঁছে যাওয়ায় চিন্তায় ফেলেছে অনেককেই। মনে হয়, আবার কোনও ইঙ্গিত দিতে শুরু করেছে ডলারের দাম। মূলত, ইরাক সংকটের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতিরও মোড় ঘুরতে শুরু করেছে। আর তা থেকেই কোনও মতে বাঁচার আপাতত মনে হচ্ছে উপায় নেই। যুদ্ধ যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হলে সমস্যা তো সৃষ্টি হবেই। আর তার জের পড়বে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে। মূলত, তেলের দামের ওঠা-নামাতেই ঘুরতে শুরু করবে অর্থনীতির বিভিন্ন দিকগুলি। ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে যে শুভ সংকেতগুলি এতদিন ধরে কাজ করে আসছিল, তা যেন হঠাৎ করে উধাও হয়ে যেতে শুরু করেছে। অবশ্য এর মধ্যেই ভারতের আর্থিক বাজারে প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। কারণ ডলারের দাম বেড়ে যাওয়া মানে সমস্যার সূত্রপাত হওয়া। যে সমস্ত বিদেশি বিনিয়োগকারীরা সস্তার বাজারে ভারতে বিনিয়োগ করেছিল তারা যদি ডলারের দাম বেশি বলে তাদের বিনিয়োগ উঠিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তবে কিন্তু ভারতীয় বাজারে সংকট শুরু হবে। ৭০ টাকার কাছাকাছি ডলার পৌঁছে যাওয়ায় সেবার চিদম্বরমকে অনেক কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। কারণ, আমদানি-রফতানির ঘাটতি ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছিল সেই সময়ে। আর এরজন্য দায়ী ছিল তেল ও সোনা আমদানি। এখন যদি পর্যাপ্ত তেল আমদানি করতে গিয়ে বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার থেকে অতিরিক্ত বিদেশি মুদ্রা বেরিয়ে যায় তাতে সংকটে পড়তে পারে ভারতের কোষাগার। আর তারই প্রভাব পড়বে জাতীয় অর্থনীতিতে। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে আমদানি-রফতানির ঘাটতির পরিমাণ কিছুটা কমে ৪.২ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে ছিল। কিছুদিন আগেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সোনা আমদানির ক্ষেত্রে কিছু ছাড় দিয়েছিল। মূলত, বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ার ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কও কিছুটা নিয়মের দিক দিয়ে শিথিলতা অবলম্বন করেছিল।

বর্তমানে ভারতের বিদেশি মুদ্রা ভারতের কাছে রয়েছে ৩১২ বিনিয়ন ডলার। যা গত বছরের সেপ্টেম্বরে সর্বনিম্ন ২৭৫ বিলিয়ন ডলার থেকে মাত্র ১৩ শতাংশ বেশি। অর্থাৎ এই মুদ্রা জাতীয় অর্থনীতিতে চালানোর পক্ষে খুব বেশি নয়। ২০১১ সালের অগাস্টে যে সর্বোচ্চ বিদেশি মুদ্রা সংগ্রহ ছিল ৩২০ বিলিয়ন ডলার, বর্তমানে তাকেও টপকাতে পারেনি। সম্প্রতি দেখা গিয়েছে, ইরাক সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার পর টাকার মূল্য ১.৭৫ শতাংশ পড়েছে। যেভাবে পেট্রোলিয়ামের চাহিদা দেশে বাড়ছে, তাকে যদি মেটাতে হয়, তবে ডলারের দাম বেড়ে গেলে খরচের পরিমাণ আরও বাড়বে। জুন মাসের ১১ তারিখে ব্রেন্ডক্রুডের (অপরিশোধিত তেল)দাম ১০৯ ডলার প্রতি ব্যারেল ছিল। যা বর্তমান ১১৪ ডলার প্রতি ব্যারেলের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। অর্থাৎ ডলারের দাম যদি ক্রমাগত বাড়তে থাকে আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যদি অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ে, তবে কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে সংকট ঘনিয়ে আসবে। যদিও প্রধানমন্ত্রী চেষ্টা করেছন আসন্ন বাজেটের মধ্য দিয়ে সংস্কার কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। তার মূল উদ্দেশ্য ভারতবর্ষকে বিদেশিদের কাছে বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে তুলে ধরা। অবশ্য তার জন্য জাতীয় উৎপাদন বাড়াতে গেলে খরচের পরিমাণকেও কমাতে হবে। তাই আমদানি-রফতানি ঘাটতির সঙ্গে সঙ্গে বাজেট ঘাটতিকেও কমিয়ে নিয়ে আসা তার কাজ। কিন্তু ডলারের দাম যদি বেড়ে যায়, তবে অযাচিতভাবেই জাতীয় অর্থনীতি সমস্যায় পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে ভারতীয় আর্থিক বাজারেও সমস্যা তৈরি হতে পারে। যেভাবে ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষ আর্থিক বাজারে আস্থা রেখে বিনিয়োগ করতে শুরু করেছে, তা যদি হঠাৎ করে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তবে আবার সাধারণ মানুষ আর্থিক বাজার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। সম্প্রতি দেখা গিয়েছে পাইকারি মূল্যের পরিমাণও বাড়তে শুরু করেছে। এই নেতিবাচক সংকেতও জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে খারাপ। তাই অবশ্যই টাকার মূল্য কমে যাওয়া আগামী দিনে চিন্তায় ফেলতে পারে।

আগামী বছরে রিলায়েন্সের বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়বে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৪০তম বার্ষিক সভায় মুকেশ ধীরুভাই আম্বানি ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে নিজেকে অন্যভাবে তুলে ধরতে চাইলেন। ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানের মেলবন্ধন ঘটিয়ে দেখাতে চাইলেন যে রিলায়েন্স বাণিজ্যক্ষেত্রে এক নতুন দিশা দেখাতে পেরেছে সারা পৃথিবীকে। তাই নিজেদের কীভাবে ভারতীয় বাণিজ্যের সু-উচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে পারেন তারই কিছু ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন। বিগত ৩৭ বছরে তাদের বিনিয়োগের পরিমাণ ২,৪০,০০০ কোটি টাকা। দু-তিন বছরের মধ্যে আরও ১,৮০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবেন। মুকেশ শুধু তেল ব্যবসার মধ্য দিয়ে আগামী দিনে নিজেকে সীমিত রাখতে চাননি। পরিকাঠামো থেকে শুরু করে টেলিকম প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তার সংস্থা রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রি ভারতীয় শিল্পে নতুন দিশা দেখাবে। রিলায়েন্স জিও-এর মাধ্যমে তিনি যেমন বাণিজ্যকে অন্য পথে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন, তেমনই পেট্রোকেমিকেল এবং তেল পরিশোধনের ক্ষেত্রে আগামী দিনে রিলায়েন্সকে অন্যমাত্রায় নিয়ে যাবে। কেজি বেসিনের ডি-সিক্স-এ বিগত পাঁচ বছর যাবৎ বেশ সফলতার সঙ্গে তারা কাজ করেছে। সেখান থেকে ২৫ মিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস সারা দেশকে দিয়েছে। এছাড়াও মধ্যপ্রদেশের সোহাগপুরে যে মিথেন গ্যাসের সন্ধান তারা পেয়েছে, তা নিয়েও আগামী দিনে এগিয়ে যাবে। এছাড়াও মধ্যপ্রদেশের সাধোল থেকে উত্তরপ্রদেশের ফুলপুর পর্যন্ত যে গ্যাস পাইপলাইনের ছাড়পত্র তারা পেয়েছে সেই কাজও তারা আগামী দিনে সাফল্যের সঙ্গে করবে।

রিলায়েন্স রিটেল ৩৬৭টি নতুন দোকান করেছে। তাদের বাণিজ্যের পরিমাণও বিগত দিনের তুলনায় অনেক বেড়েছে। যে রিলায়েন্স বাণিজ্যের বিভিন্ন দিকগুলিকে তুলে ধরেছে, তা হয়ত আগামী দিনে নতুন দিশা দেখাবে। তবে রিলায়েন্সের ফল ঘোষণা হওয়ার পর শেয়ার বাজারে ২৩ টাকা করে রিলায়েন্সের দাম বন্ধ হয় ১০৬৬.৮০ টাকায়। তবে বিগত ৫২ সপ্তাহের মধ্যে রিলায়েন্সের দামের উচ্চতা ছিল ১১৪২.৫০ টাকা।

বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতা করতে চিনি শিল্পে সরকারি সাহায্যের প্রয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি: চিনি ছাড়া তো জীবনটাই তেতো হয়ে যাবে। কিন্তু বেশি মিষ্টত্ব ডায়াবেটিস ডেকে আনতে পারে। তবুও খাদ্যে চিনি ছাড়া যেন অচল। তবে সারা বিশ্বেই চিনির বাজার রয়েছে। ব্রাজিলের মতো দেশে চিনি শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ভারতে যেমন কয়েকটি রাজ্যে চিনি উৎপাদন হয়। তেমনই নানা কারণে চিনি নিয়ে সারা বছর ধরে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা। তাই চিনি শিল্পের জন্য প্রয়োজন যথার্থ পরিকল্পনা এবং পরিকাঠামো। কারণ, আখ থেকে যেমন চিনি তৈরি হয় তেমনি তৈরি হয় ইথানল নির্ভর জ্বালানি এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে তৈরি হয় বিদ্যুৎ। ব্রাজিলে এই আখ থেকে বিদ্যুৎ তৈরি হয় যা তাদের চাহিদার ৩ শতাংশ। ২০২০ সালের মধ্যে এই বিদ্যুৎ চাহিদার ১৫ শতাংশ নিয়ে যাওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছে। তাছাড়া ব্রাজিলের যানবাহনে ২০০৯-১০ সালে ২২ মিলিয়ন লিটার ইথানল ব্যবহৃত হয়েছে। ভারতেও কৃষিনির্ভর শিল্প হিসেবে চিনি শিল্পের বিশাল বাজার রয়েছে। ভারত সারা পৃথিবীর বৃহত্তম চিনি উৎপাদনকারী দেশ। ভারতে পাঁচ লক্ষ কর্মী জড়িয়ে রয়েছে এই শিল্পের সঙ্গে। তাছাড়া ৬০০ মিল এবং মোটামুটি ২৪ মিলিয়ন টন চিনি উৎপাদন হয় প্রতি বছর। তবুও এই শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কখনও অতি উৎপাদন আবার কখনও উৎপাদনের সংকট বা শ্রমিক সংকট। সরকারি নীতি তাই এমন হওয়া উচিত যাতে এই শিল্প নতুনভাবে দেশের চাহিদা মিটিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় সামিল হতে পারে। তাছাড়া চিনির দাম নিয়ে সমস্যা ছাড়াও আখ থেকে যে সহায়ক উৎপাদন অর্থাৎ জ্বালানি বা বিদ্যুৎ তৈরি হয় তাতেও নজর দেবার প্রয়োজন রয়েছে।

ভারতে মূলত আখ উৎপাদনের প্রধান স্থান হল উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ ও গুজরাট। আর এই সমস্ত রাজ্যগুলিকে নিয়ে তিন থেকে পাঁচ বছরের একটা নীতি তৈরি করতে হবে যাতে সামগ্রিকভাবে এই শিল্পের পরিকল্পনা রূপায়ন করা যায়। যাতে এই শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণও বাড়ে।

তাছাড়া এই শিল্পের শ্রমিকদের দিকেও নজর রেখে নীতি তৈরি করা উচিত। যাতে তারাও উপকৃত হয়। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কর্ণাটকে শ্রমিকদের জন্য আরও বেশি সুবিধা দেওয়া হয়েছে। আর যে পরিমাণ উৎপাদন সারা বছর হয়ে থাকে তার কতটা সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে সে দিকেও নজর দেওয়ার দরকার। যাতে কখনও অপ্রতুলতা আবার কখনও অতিরিক্ত উৎপাদন চাহিদা যোগানের ভারসাম্য নষ্ট না করতে পারে। তাছাড়া কতটা ইথানল জ্বালানির জন্য ব্যবহৃত হবে সেদিকেও সরকারের নজর দেওয়া উচিত। ভারতের মতো দেশে যখন জ্বালানি এবং বিদ্যুতের প্রয়োজন অসীম তখন কত শতাংশ জ্বালানিতে ব্যবহৃত হতে তার জন্য সুস্পষ্ট নীতি প্রয়োজন। লক্ষ্য করে দেখা গিয়েছে দেশের ২০০ চিনি মিলের ৩৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বিক্রি করার ক্ষমতা আছে। অনেক সময় দেখা গিয়েছে সেই সুগার মিলগুলো থেকে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ অনেক কম দাম দিয়ে বিদ্যুৎ কিনছে। এমন একটি জাতীয় আইন আসা উচিত যাতে এই চিনি মিলগুলো দেশের কাছে তাদের বিদ্যুৎ সঠিক দামে বেচতে পারে। পাওয়ার ট্রেডিং করপোরেশনের মতো সংস্থাকেও কাজে লাগানো যেতে পারে এই বিদ্যুৎ কেনাবেচার জন্য।

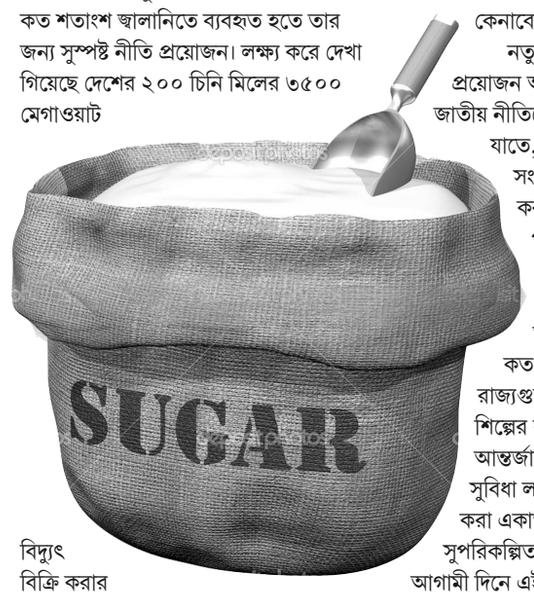

নতুন সরকার দেশে এসেছে, প্রয়োজন আরও বেশি সংস্কারের। জাতীয় নীতিকে আরও বেশি সুস্পষ্ট করা। যাতে, এই চিনি শিল্পে কতটা সংকট রয়েছে তা খুঁজে বের করা যায়। এখানে বিশাল পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে তাই সঠিক দিশা দেখানোর প্রয়োজন। যেহেতু আখ উৎপাদন হয়ে নির্দিষ্ট কতগুলি রাজ্যে, তাই সেই রাজ্যগুলির মানুষের সমস্যা এই শিল্পের বাণিজ্যিকীকরণ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যাতে বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করা যায় তার জন্য ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। তবে সুপরিকল্পিত নীতি নির্ধারিত হলে হয়ত আগামী দিনে এই শিল্পের সঙ্গে যেভাবে অন্যান্য শিল্প ছড়িয়ে রয়েছে তারাও অনেক উপকৃত হবে। যথার্থ পরিকাঠামোর অভাব দূর করতে নতুন সরকার আগামী দিনে কি পদক্ষেপ নেয় সেটাই এখন দেখার।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৮ জুন-৪ জুলাই,২০১৪

মেষ: হতাশায় ভুগতে হবে। পরিকল্পিতভাবে কার্যগুলিতে সমলতা আসবে না। নিজের জেদ বা অহঙ্কারকে দূরে রেখে কাজ করবার চেষ্টা করলে অবশ্যই শুভ ফল পাবেন। পতি-পত্নীর মধ্যে মতান্তর লঙ্ঘিত হবে।

বৃষ: মানসিক শক্তির ক্রমবিকাশ ঘটলেও শেষপর্যন্ত সাফল্য না আসায় কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। বহুবিধ ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটবে। আয় মনের মতো না হলেও ক্ষতিকারক হবে না। লেখ্য পরীক্ষায় যোগ বিদ্যমান।

মিথুন: আগের জমা আশাগুলি বর্তমানে কিছু কিছু কার্যে পরিণত হবে। স্নেহ প্রীতিলাভের বেশ দেখা যায়। অন্যের কুপরামর্শ থেকে সাবধান থাকবেন। সন্তান-মতান্তর ক্ষেত্রে অসুস্থতার যোগ রয়েছে। গৃহে কল্যাণকর অনুষ্ঠানের যোগ।

কর্কট: সপ্তাহের প্রথম দিকটা ভাল না গেলেও পরবর্তী দিনগুলি শুভফলের কারক হবে। কারণ অকারণে অনেক খরচ হয়ে যাবে। প্রোমোটারদের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শুভ যোগাযোগ লঙ্ঘিত হয়। মনের শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি পাবে।

সিংহ: অন্যের দায়িত্বভার গ্রহণ না করাই ভাল। আয়ের উৎস সন্ধানে শুভ ফল পাবেন। ভ্রমণের যোগ্য রয়েছে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। মায়ের অসুস্থতার জন্য অর্থ ক্ষতির যোগ দেখা যায়। ব্যবসায় আংশিক শুভ হবে।

কন্যা: চেষ্টা করলেন বেকারত্বের অবসান হওয়া সম্ভব। সুনাম ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রশস্ত হবে। পরীক্ষাবৃদ্ধি বিষয়ে বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে। বিরোধীয় বিষয়ে জয়লাভ করবেন। রাস্তাঘাটে প্রতারণার যোগ।

তুলা: মনের ইচ্ছা অনেক। কিন্তু সেগুলি বর্তমান কাজে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রবল বাধা সৃষ্টি হবে। অজানা ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা করতে যাবেন না। ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। বন্ধুরা ভুলপথে পরিচালিত করতে পারে।

বৃশ্চিক: নিয়ম ও শৃঙ্খলার বিষএয় একাধিক যোগাযোগ লঙ্ঘিত হবে। মনের শক্তি কোনও বাধাতে রোধ করতে পারবে না। মাথাধরা, রক্তের চাপ বৃদ্ধি এবং শুক্র তাঁর দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নতি বা এবিষয়ে কিন্তু শুভ হবে।

ধনু: আঘাত কিছু আসবে। সামলে নিয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে। দৈব-দুর্ঘটনার যোগ থাকলেও প্রাণ বেঁচে পারেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুভ ফল পাওয়া যাবে। দেশ ও দশের কাজে সুনাম অর্জন করতে পারবেন। নাতিদূর ভ্রমণের যোগ রয়েছে।

মকর: যোগাযোগ যেগুলি আসছে সেইগুলি এমনই কার্যকরী হবে না। উচ্চশিক্ষার যে আশা আছে সেগুলি সাফল্যে পরিণত হবে। কর্মে যোগাযোগ নিলেও ক্ষতি করতে পারবে না। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ দেখা যায়।

কুম্ভ: ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে বহু শুভ যোগাযোগ ঘটবে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। অবৈধ মেলামেশাকে কেন্দ্র করে ক্ষতি হওয়া সম্ভব। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ অশান্তির কারক হবে।

মীন: আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সদ্ভাব থাকবে না। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতে শুভমান পাবেন। যারা জমিজ-জমা গৃহ-ভূমি নির্মাণের কাজে ব্যস্ত তারা সফল হবেন। লেখাপড়া সম্বন্ধে শুভ ফল পাওয়া যাবে।

অশোধিত তেলের দাম কমেছে

পিআইবি: ভারতীয় বাস্কেটের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক তেলের দাম ২৪ জুন কমে হয়েছে ব্যারেলপ্রতি ১১০.৯৬ মার্কিন ডলার। আগের দিন অর্থাৎ ২৩ তারিখ ওই তেলের ব্যারেলপ্রতি দাম ছিল ১১১.৭৫ মার্কিন ডলার। টাকার হিসেবেও অশোধিত তেলের দাম কমে হয়েছে ব্যারেলপ্রতি ৬৬৬৯.৮১ টাকা। আগেরদিন, তেলের ব্যারেলপ্রতি দাম ছিল ৬৭২৬.২৩ টাকা। ডলারের হিসেবে দাম হ্রাস পাওয়ায় এবং টাকা-ডলার বিনিময় হারে টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ২৪ জুন দেশে অশোধিত তেলের দাম কমেছে। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের অধীন পেট্রোলিয়াম পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণ সেলের পক্ষ থেকে ২৫ জুন এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

আপনিই রিপোর্টার

আপনাদের অঞ্চলের বিভিন্ন খবর আমাদের জানান। প্রয়োজনে আমাদের রিপোর্টার আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই অঞ্চল বা ওই সমস্যার ওপরে আলোকপাত করবেন। যোগাযোগ করুন - আমাদের ঠিকানায় বা আমাদের এই ফোন নম্বরে ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ৯৮৩০৮৫৪০৮৯। ইমেলও করতে পারেন alipubarta1966@gmail.com আমাদের ফেসবুকেও মেসেজ পাঠাতে পারেন।

মজুত বাড়লেও সারাদেশে আলু ও পেঁয়াজের দাম বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি: সরকার যখন বারবার চেষ্টা করছে খাদ্য মূল্যবৃদ্ধির হার কমাতে তখন ইচ্ছে করেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাড়ানো হচ্ছে দাম। মূলত, আলু এবং পেঁয়াজের দাম গত কয়েকমাসের মধ্যেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়েছে। বিগত ১৪দিনের দেশের বিভিন্ন বাজারে পেঁয়াজ এবং আলুর দাম ৫৫ শতাংশের মতো বেড়েছে। লাশালগাঁওতে এক বাজারে দেখা গিয়েছে সোমবারই পেঁয়াজের কুইন্টাল প্রতি ১২৫০ টাকা। জুন মাসের ২ তারিখেই সেখানে কুইন্টাল প্রতি দাম দেখা গিয়েছে। ১০২৫ টাকা অর্থাৎ ২২ শতাংশ বেড়েছে। এছাড়া আমেদাবাদের এপিএমসি বজারে সোমবার পেঁয়াজের দাম ১৪০০ টাকা প্রতি কুইন্ট্যাল বেড়েছে। যা বিগত ১৫ দিনের তুলনায় ৫৫ শতাংশ বেশি। তাছাড়া আলুর দামও দিল্লি এবং মুম্বাই বাজারে বেড়েছে ১৬ শতাংশের বেশি।

বাজার বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে, এই মূল্যবৃদ্ধির পিছনে কিছু অসৎ ব্যবসায়ীর হাত রয়েছে। যারা নিজেরা দাম কেনাবেচার মাধ্যমে বাড়াচ্ছে। তাছাড়া নাসিকে শ্রমিক সমসা ও কিছু শষ্য নষ্ট হওয়ার দাম বাড়ার একটা কারণ হতে পারে। লক্ষ্যনীয় যে ২০১৩-১৪ সালে পেঁয়াজের উৎপাদনের পরিমাণ ১৯.২ মিলিয়ন টন। যা গতবারে ছিল ১৬ মিলিয়ন টন। অর্থাৎ ৩ থেকে সাড়ে ৩ মিলিয়ন টন পেঁয়াজ হয় মজুত রয়েছে কৃষকের কাছে অথবা ব্যবসায়ীরাই নিজেদের দাম বৃদ্ধির স্বার্থে বাজারে ছাড়তে চাইছেন না। যদিও ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসে প্রাক বর্ষার বৃষ্টিপাতের দরুণ কিছুটা হলেও শষ্যের ক্ষতি হতে পারে। লাশালগাঁও-এর বাজারে দেখা গিয়েছে ১৫৫০০ কুইন্ট্যাল পেঁয়াজ ঢুকেছে। যা বিগত বছরে এই সময় ছিল ১২,৯০০ কুইন্ট্যাল। এছাড়া আমেদাবাদের বাজারেও ৯,৭৪৭ কুইন্ট্যাল পেঁয়াজ পাওয়া গিয়েছে। যা গত বছরে এই সময় ছিল ৫,৫২০ কুইন্ট্যাল। তাছাড়া আলুর ক্ষেত্রে মুম্বাইয়ের বাজারে লক্ষ্য করা গিয়েছে ১৫,২০০ কুইন্ট্যাল আলু মজুত রয়েছে যা গত বছরে ছিল ১২,৪০০ কুইন্ট্যাল। কিন্তু লক্ষ্যনীয় আলুর দাম আগের বছরের তুলনায় ৬০ শতাংশ বেড়েছে। যে আলুর দাম সেই বাজারেই ১,১৫০ টাকা কুইন্ট্যাল ছিল তা এই বছরে গিয়ে পৌঁছিয়েছে ১,০৫০ টাকা কুইন্ট্যাল। অর্থাৎ লক্ষ্যনীয় যে আলু ও পেঁয়াজের মজুত গত বছরের তুলনায় বাড়লেও দাম কিন্তু তার তুলনায় অনেক বেড়েছে।

কর্মদ্যোগীদের জন্য গুরুসদয় সংগ্রহশালায় অভিনব কোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতার গুরুসদয় সংগ্রহশালা (কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন স্বশাসিত একটি সংস্থা) অভিনব একটি সার্টিফিকেট কোর্স চালু করেছে গত তিন বছর। কোর্সের নাম 'সার্টিফিকেট কোর্স অন ফিল্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড সোশ্যাল সার্ভে ডাটা কালেকশন অ্যান্ড প্রসেসিং টেকনিকস'। তিন মাসের এই কোর্স করলে হাতে-কলমেশেখা যাবে গবেষণা, ফিল্ডভিত্তিক সমীক্ষা, রিপোর্ট লেখা, তথ্য বিশ্লেষণ, রিসার্চ প্রোপোজাল, প্রোজেক্ট প্রোপোজাল তৈরি প্রভৃতি। সংগ্রহশালার

কেরিয়ার গাইড

কার্যনির্বাহী সম্পাদক ড. বিজনকুমার মণ্ডল জানিয়েছেন, ফিল্ডে গিয়ে একেবারে হাতে-কলমে কাজ শেখানোই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। গবেষকরা যাতে আরও ভাল কাজ করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে এবং উদ্যোগী বেকার যুবক-যুবতীদের চাকরির সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এই পাঠ্যক্রম চালু হয়েছে। এখানে পড়ান পশ্চিমবঙ্গের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি-বেসরকারি নানা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং বিশিষ্ট আধিকারিকরা।

যাঁরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা গবেষণা করছেন, কিংবা সরকারি-বেসরকারি জায়গায় সমীক্ষার চাকরি করছেন বা চাকরি খুঁজছেন তাঁদের জন্য এই সুযোগ করে দিয়েছে 'গুরুসদয় সংগ্রহশালা'। কোর্সটি পড়ানো হয় শনিবার বিকেল ৩টা থেকে ৫ টা এবং রবিবার দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা। যোগাযোগ করতে হবে এই ঠিকানায়: গুরুসদয় সংগ্রহশালা, জোকা, কলকাতা-৭০০১০৪, ফোন: ০৩৩-২৪৬৭৬০৪৮ (সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা)।

অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে ভর্তুকির পরিমাণ কমাতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি: যে কঠোর সিদ্ধান্তের কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কিছুদিন আগেই বলেছেন তা কিন্তু দেশের অর্থনীতিকে নতুন পথে পরিচালিত করবে। আর্থিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন বাজেটে নতুন সরকার অনেক ক্ষেত্রে ভর্তুকি কমাতে পারে।

জুলাইয়ের ১০ তারিখ নতুন সরকারের বাজেট পেশ হবে। দেখা গিয়েছে, ইউপিএ সরকারের আমলে সেভাবে উন্নয়নের হার বেড়ে উঠতে পারেনি। বিভিন্ন খাতের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েছিল। তাই প্রধানমন্ত্রী হবার পরই নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেছিলেন, যে কঠিন ও সঠিক সিদ্ধান্ত তিনি নিতে চলেছেন তা হয়ত সাধারণ মানুষেরর বিপক্ষেও যেতে পারে। তেল, গ্যাস, কেরোসিন, সার প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলিতে যে বিপুল ভর্তুকি রয়েছে তা হয়ত আগামী ২ থেকে ৩ বছরের মধ্যে কমে আসতে পারে। আগের সরকার যেভাবে এলপিজি গ্যাসের ক্ষেত্রে আধার কার্ডের মাধ্যমে সরাসরি গ্রাহককে টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছিলেন তা হয়ত আবার ফিরে আসতে পারে। মোদি বুঝতে পেরেছিলেন, দেশকে যদি সঠিক পথে নিয়ে যেতে হয় তবে কিন্তু এই সকল কঠিন সিদ্ধান্ত তাঁকে নিতেই হতে পারে। ইউবিএস সিকিউরিটিস-এর গবেষণা বিভাগের প্রধান গৌতম চাচুরিয়া জানিয়েছেন, মোদি যে মন্তব্য করেছেন, তা হয়ত এই বাজেটে প্রাথমিক পরিকাঠামো তৈরি করবে আর আগামী দিনে তা ফলপ্রসু করার চেষ্টা করা হবে। অ্যামবিট ক্যাপিটেলের সিইও সৌরভ মুখার্জিও মনে করেন যে নরেন্দ্র মোদি সরকার জ্বালানি, খাদ্য এবং সারের ক্ষেত্রে ভর্তুকির পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারে। মূলত যেভাবে ক্রমাগত ভর্তুকির পরিমাণ বিগত দিনগুলিতে বাড়ানো হয়েছে তাতে বাজেট ঘাটতি ক্রমাগতই বেড়েছে।

৫ শতাংশের তলায় এই ঘাটতিকে আটকে রাখার চেষ্টা করা হলেও সেভাবে সুফল পাওয়া যাচ্ছিল না সরকারি নীতির কারণে। ক্রমাগত এই ভর্তুকিকে আটকে রাখতে হলে প্রয়োজন সরকারের দৃঢ় সিদ্ধান্ত। যা হয়ত প্রাথমিকভাবে সাধারণ মানুষের উপরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিন্তু কিছুদিন পরেই এই অবস্থার বদল হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও সেই কথাই বলেছেন। আগামী দিনে হয়ত বাজেট ঘাটতি কমাতে সরকার অন্য কোনও সিদ্ধান্ত নিতেই পারে। কিন্তু তা সাময়িকভাবে সাধারণ মানুষের ওপর চাপ বাড়ালেও ভবিষ্যতে জাতীয় উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। দেখা গিয়েছে, তেল সংস্থাগুলি ক্রমাগত ভর্তুকির চাপে সেভাবে মুনাফা করতে পারেনি। জাতীয় ক্ষেত্রকে যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তবে ধীরে ধীরে যে ভর্তুকি কমানোর প্রয়োজন রয়েছে সে কথাই মোদি সরকার বলতে চাইছেন।

তবে এর প্রভাব কিন্তু জনমানসে পড়বে। যে সাধারণ মানুষগুলো তাঁদের ভোট দিয়ে সরকারে এনেছেন তাঁরা হয়ত এই মূল্যবৃদ্ধিতে কিছুটা হলেও আঘাতপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু জাতীয় উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে এই নীতি সরকার নিতে পারে।

টুকরো–টাকরা

বাঘের আক্রমণে নিখোঁজ মৎস্যজীবী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: বৃহস্পতিবার সকালে তিন জন মৎস্যজীবীর কাঁকড়া ধরার সময় বাঘের আক্রমণে নিখোঁজ হন সুশীল মাঝি নামে এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমা সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের পঞ্চমুখানি–২ নম্বর জঙ্গলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গোসাবা ব্লকের লাহিড়ীপুর গ্রামের তিন জন মৎস্যজীবী গত ২৫ জুন একটি নৌকা করে নদীতে কাঁকড়া ধরতে যায়। পরদিন সকালে কাঁকড়া ধরার সময় জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে এসে সুশীলের উপর ঝাঁপিয়ে পরে এবং এক ঝটকায় তাকে পীঠে তুলে গভীর জঙ্গলে ঢুকে যায়। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর কিশোর মানকার এই ঘটনার কথা স্বীকার করে বলেন, বন দফতরের কর্মীরা নিখোঁজ মৎস্যজীবীর খোঁজ চালাচ্ছে। তবে চলতি বছরে এপ্রিল মাস থেকে জুন মাস পর্যন্ত মাছ–কাঁকড়া ধরা নিষিদ্ধ। তারা অবৈধভাবে কাঁকড়া ধরছিল।

কুমীরের আক্রমণে মৃত্যু গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা: শুক্রবার সকালে নদীতে পাঁচ–ছয় জন গৃহবধূর মীন ধরার সময় হঠাৎই কুমীর আক্রমণ করলে মৃত্যু হয় রম্বা মণ্ডল (৪৫) নামক এক গৃহবধূর। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা ব্লকের বিদ্যানদীর কচুখালি ২ নম্বর চড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ছোট মোল্লাখালি কালিদাসপুর গ্রামের পাঁচ–ছয় জন গৃহবধূ মীন ধরছিল। তখন একটি কুমীর এসে রম্বাকে মুখে করে নিয়ে জলে ডুব মারে। প্রায় ২ কিমি. দূরে কচুখালি ২ নম্বর চড়ে দেহটি রেখে জলে নেমে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বন দফতরের কর্মী ও কোস্টাল পুলিশ। তারা দেহটি উদ্ধার করে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর কিশোর মানকার বলেন, দেহটি উদ্ধার করা হয়েছে এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সোনা–সহ গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: গত ২৩ জুন সোমবার দুপুরে পুলিশ গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ক্যানিং–এর সাতমুখী বাজার এলাকায় হানা দিয়ে সোনা–সহ হাতেনাতে ধরে ফেলে ২ জন দুষ্কৃতীকে। ধৃতদের নাম দীপক বেরা, মৌসম খান। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে সাতমুখী বাজার এলাকায় বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী অসামাজিক কার্য্যকলাপের উদ্দেশ্যে আশ্রয় নিয়েছে। খবরের সূত্র ধরে এই গ্রেফতার। কয়েকজন পালিয়ে যায়। তাদের খোঁজ চলছে। ধৃতদের কাছ থেকে প্রায় ৩৩ গ্রাম সোনা, ১টি মোটর বাইক, ১টি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

পাঁচটি কৃত্রিম উপগ্রহ উঠবে সোমবার

পিআইবি: শ্রী হরিকোটায় আগামী ৩০ জুন সোমবার সকালে পি.এস.এল.ভি.–২৩ উৎক্ষেপণের জন্য ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) প্রস্তুতি নিচ্ছে। পি.এস.এল.ভি.–এর এই ২৭তম উড়ানে একটি ফরাসি ভূ–পৃষ্ঠ পর্যবেক্ষণ উপগ্রহ স্পট–৭কে মহাকাশে পাঠানো হবে। সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্রে প্রথম উৎক্ষেপণ প্যাড থেকে পি.এস.এল.ভি. প্রেরিত হবে। সলিড মোটর ব্যতিরেকে এটাই হবে পি.এস.এল.ভি.–এর দশম উড়ান। সৌর সমলয় কক্ষপথে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর স্পট–৭কে স্পট–৬–এর ঠিক বিপরীতে স্থাপন করা হবে। উড়ানের ঠিক ১৭ মিনিট পরেই পি.এস.এল.ভি.–২৩ ফরাসি উপগ্রহ স্পট–৭কে তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করবে। এছাড়াও স্পট–৭–এর সঙ্গেই আরও চারটি সমগোত্রীয় উপগ্রহ থাকছে। পি.এস.এল.ভি.–এর দৈর্ঘ্য হল ৪৪.৪ মিটার এবং এর ওজন ২৩০ টন। এর উৎক্ষেপণে চারটি পর্যায়ে কঠিন ও তরল প্রোপালশন ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো হবে।

সুন্দরবনে বৃষ্টি ও জোয়ারের জলে প্লাবিত এলাকা, শুরু বাঁধ মেরামতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: বর্ষার শুরুতে সুন্দরবনের একাধিক নদী ও সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা প্লাবিত হল। শুক্রবার বিকেল থেকে উপকূলবর্তী এলাকায় টানা বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সেই বৃষ্টির পাশাপাশি জোয়ারের জল বেহাল বাঁধ টপকে ঢুকে পড়েছে একাধিক এলাকায়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে। মজুত রাখা হয়েছে পর্যাপ্ত ত্রাণ। তবে আয়লার পর দীর্ঘদিন ধরে বেহাল বাঁধ মেরামতি না হওয়ায় ক্ষোভ জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। জল ঢুকেছে নামখানা, সাগর, পাথরপ্রতিমা ও কাকদ্বীপ ব্লকের কয়েকটি এলাকায়। নামখানার মৌসুনি দ্বীপের বালিয়াড়ি বাজার বৃষ্টি ও বঙ্গোপসাগরেরর জলে প্লাবিত হয়েছে। এই বাজারের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ রাখা হয়েছে। সমস্যায় পড়েছেন ব্যবসায়ী থেকে বাসিন্দারা। সাগরের বেথুয়াখালি ও বোটখালিতে বঙ্গোপসাগরের বেহাল বাঁধের ফাটল দিয়ে হু হু করে জল ঢুকছে। এর ফলে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে জল ঢুকছে। তবে এখনও বাসিন্দাদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়নি। অন্যদিকে পাথরপ্রতিমা নদী বাঁধ টপকে জল ঢুকছে হেরম্ফোগোপালপুর, বনশ্যামনগর ও জি–প্লটে। এখানকার চাষ জমিতে নোনা জল ঢুকছে। পুকুরে জল ঢোকায় ভেসে গিয়েছে মাছ। ক্ষতি হয়েছে গ্রীষ্মকালীন সবজি ও আমন বীজ তলার।

দীর্ঘদিন বাঁধ মেরামতি না হওয়ায় এই দুর্দশা বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। নামখানার ফ্রেজারগঞ্জের বাসিন্দা সুনীল বারুই বলেন, ২০০৯ সালে আয়লা হয়ে যাওয়ার পর মেরামতি হয়নি বাঁধের। এরপর এতগুলো বছর কেটে গিয়েছে। প্রতিবছর এই সময় আতঙ্কে থাকতে হয় আমাদের। এই শুরু, পুজোর কোটাল পর্যন্ত চলবে জল ঢোকা। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে শনিবার কাকদ্বীপ মহকুমা শাসকের দফতরে স্থানীয় বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, বিধায়ক সমীর জানা, বঙ্কিম হাজরা, মহকুমার বিডিও সেচ দফতরের আধিকারিক ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির উপস্থিতিতে বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে বর্ষার আগে সমস্ত বেহাল বাঁধ মেরামতির কাজ দ্রুত শেষ করার সিদ্ধান্ত হয়। কয়েকটি এলাকায় সেই কাজ শুরু হয়েছে বলে দাবি প্রশাসনের। বৃষ্টির মধ্যে কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে মেরামতির কাজ। মন্ত্রী বলেন, জরুরী ভিত্তিতে বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে। প্রশাসন সতর্ক আছে। আগামী দিনে সুন্দরবনের বাসিন্দাদের ভাঙন থেকে বাঁচাতে তৎপর সরকার।

সোনারপুরে ডাকাতি, বড়বাবু অন্ধকারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর: কলকাতা লাগোয়া সোনারপুরে অবন্তিপুর এলাকায় গত ২৫ জুন দুপুরে শিবানী অ্যাপার্টমেন্টে বিধাননগর থানার অফিসার শঙ্কর ঘোষ দস্তিদারের বাড়ি থেকে ১৫ ভরি সোনার গহনা লুঠ করে পালায় ডাকাতদল। সঙ্গে খোয়া গিয়েছে মূল্যবান হাতঘড়ি, ল্যাপটপ, নগদ টাকাও। সেদিন শঙ্করবাবুর ছেলে শৃজীতের অপারেশনের জন্য গিয়েছিলেন ইএম বাইপাসে আমরী নার্সিংহোমে। সেই সুযোগে ডাকাতের দলটি ফ্ল্যাটের কোলাপসেবল গেটের তালা ভেঙ্গে অবাধে লুঠ চালায়। প্রথমে দেখতে পান ওই বহুতলের দ্বিতীয় তলের বাসিন্দা অরিন্দম পাল। শঙ্করবাবুর থাকেন তৃতীয় তলায়।

অরন্দিমবাবু সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন শঙ্করবাবুকে। শঙ্করবাবুর অভিযোগ বার বার থানায় ফোন করা সত্ত্বেও ৬ ঘণ্টা দেরি করে সোনারপুর থানার পুলিশ আসে। শঙ্করবাবু এফআইআর করেন (নম্বর ৯৫৭)। এতো বড় ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও থানায় কিছু অফিসাররা বলেন, তারা কিছু জানে না। থানার আইসি অনিল রায় বলেন, আমার সোনারপুর থানা এলাকায় এ ধরনের কিছু ঘটেনি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ফ্ল্যাটের মালিক শঙ্করবাবু বলছেন, অফিসার দীপঙ্কর সেন গিয়ে তদন্ত করে এসেছেন। সোনারপুরের বাসিন্দাদের অভিযোগ বেশ কিছু বড় ঘটনা ঘটলেই থানার অফিসাররা বলেন ও কিছু না, সামান্য ঘটনা। কিন্তু কেন এই গাছাড়া মনোভাব থানার? কিছুদিন আগে সোনারপুরের রেনিয়ায় মাটি খুড়ে কঙ্কাল বেরল। বেআইনি অস্ত্র কারখানার হদিশ মিলল। তাতেও ঘুম ভাঙছে না সোনারপুর থানার। কিছু মদের ঠেক বা সাট্টা জুয়া বন্ধ করে দিলেই থানার কাজ কি শেষ হয়ে গেল? একজন পুলিশ অফিসারের যদি এই হাল হয় তাহলে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? প্রশ্ন বাসিন্দাদের।

রায়দিঘি কাণ্ডে গ্রেফতার আরও ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, রায়দিঘি: সোমবার রাতে পুলিশ গোপনসূত্রে খবর পেয়ে রায়দিঘি কাণ্ডে বারুইপুর থেকে নিয়ামত মোল্লা এবং জেলা পুলিশের একটি টিম মহারাষ্ট্রের মুম্বাই–এ হানা দিয়ে নাসির উদ্দিন মোল্লা, হাফিজুল মোল্লাকে গ্রেফতার করে। রায়দিঘি কাণ্ডে এই নিয়ে ৯ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। এর আগে পুলিশ রায়দিঘি কাণ্ডে জাহাঙ্গীর হোসেন মোল্লা, ছাতিম পিয়াদা, মোতাজেস মোল্লা, অভিমন্যু সরদার, সিপিএমের জোনাল কমিটির সম্পাদক বিমল ভান্ডারি এবং সিপিএমের কর্মী আলমগির মোল্লাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এই ছয়জনকে পুলিশ কোর্টে তুললে বিচারক ধৃতদের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য গত ১৪ জুন রাতে রায়দিঘি মথুরাপুর –২ ব্লকের কালিনগর খাঁড়ি অঞ্চলের ঘোষেরচক গ্রামে সিপিএমের আশ্রিত ৩০–৪০ জনের দুষ্কৃতী দল ধারাল অস্ত্র দিয়ে তৃণমূল কর্মী–সমর্থকদের উপর হামলা চালালে ৪ জনের মৃত্যু হয় এবং ৫ জন গুরুতর আহত হন। এই ঘটনায় সিপিএমের কান্তি গাঙ্গুলী–সহ ২০ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়। মুম্বাই থেকে ধৃত ২ জনকে নিয়ে জেলা পুলিশের ৭ জনের দল রাজ্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে।

সিবিআই–এর দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি: রায়দীঘি কাণ্ডে অভিযুক্ত সিপিএম নেতা বিমল ভাণ্ডারীর পরিবার সিবিআই–তদন্তের দাবি জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে।

নিকাশী খালের দুর্দশা ডোবাবে পূজালীকে

প্রতিমরাহা ও সেখ নাভিদনওয়াজ

বর্ষার আগমনে যখন পরিবর্তনের রেইনকোট গায়ে চড়িয়েই ওপর–নীচ সব মহলে মাপা হচ্ছে উন্নতির লাগাম ছাড়া হিসাব, তখন শহরের ছোট এলাকাগুলি বর্ষার ভয়ে তটস্থ। এমনই এক শোচনীয় অবস্থার চিত্র বজবজ পুজালী পুরসভার অন্তর্গত বেশ কিছু ওয়ার্ডের। এলাকার ২, ১৩, ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলা নিকাশি খালের গতিপ্রকৃতি বর্তমানে যে দিকে গড়িয়েছে, তাতে আগত বর্ষায় খাল সংলগ্ন কটি বাড়িঘর বা রাস্তা সচল থাকবে, তা নিয়েই ইতিমধ্যেই কপালে চিন্তার ভাঁজ এলাকাবাসীর।

চড়িয়াল বাজার খালের সঙ্গে যুক্ত এই খাল বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের শেষ প্রান্তে পূজালী হয়ে গঙ্গায় মিশেছে। সমগ্র এলাকার ড্রেনেজ সিস্টেম ও চাষাবাদের পর্যাপ্ত জলের অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয় এর মাধ্যমে। এর দু'পারে গড়ে ওঠা জনবসতির জীবনযাত্রা অনেকাংশেই বিঘ্নিত হতে চলেছে এই বর্ষায়। দীর্ঘদিন ধরে কোনও উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়ার দরুণ এর বাঁধ আলগা হয়ে বিস্তৃত হচ্ছে খালের পরিধি। যার ফলস্বরূপ ক্রমাগত ধসে পড়ছে খালসংলগ্ন এলাকার বাড়িঘর, গোয়াল, রাস্তাসমূহ। ওই এলাকার ২ নম্বর ওয়ার্ডের স্থানীয় বাসিন্দা অশোক ঘোষ জানান, 'প্রায় রোজই বাঁধের দুপার থেকে কিছু কিছু করে মাটি ধসে যাচ্ছে। এই বর্ষায় জল আরও বাড়বে। খালসংলগ্ন বাড়ি হওয়ায় আমরা আশঙ্কার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছি।' তবে এর জন্য উদ্যোগ নেওয়ার ব্যক্তিত্বের অভাব না থাকলেও, নেই কোনও ভরসার জায়গা। তার কথায়, 'আমরা কমিশনারের কাছে চিঠি দিয়ে পৌরসভায় জানিয়েছি এই অবস্থার পরিণতি। সেখান থেকে ওপর মহলেও কথা হয়েছে। বিডিও সাহেব দলবল নিয়ে গাড়ি করে এসে দেখে গিয়েছে খালের ছবিটা, দেখে গিয়েছে আমরা কি ভাবে বাস করছি। সেও আজ চার–পাঁচ মাসের ঘটনা। বর্ষার জল পড়ে গেল, এখনও কোনও ব্যবস্থা নেই। সদুত্তর মিলল না পৌরসভাতেও। এই খাল যে যে এলাকার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, আসন্ন বর্ষায় সেখানকার পরিণতির কথা ভেবে আমরা

আতঙ্কিত। অথচ আমাদের হাতে করার সেরকম কিছুই নেই। এমনটাই বক্তব্য পুজালী পৌরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার কে. এস. রয়–এর। তিনি আরও জানালেন, ২০১২ সাল থেকেই চড়িয়াল বাজারখাল ও পূজালী খালের বহু জায়গায় ভাঙন শুরু হয়। গতবারেই রিগেশন ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে ধাঁমা চাপা দেওয়ার মতো করে বাঁধের গা বরাবর জলের ভিতর থেকে বাঁশের বেড়া দিয়ে একটা সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে বছর ঘুরতেই আবার যে কে সেই। এই খালের একটা সুনির্দিষ্ট পরিকাঠামো গড়তে এখন ১০ থেকে ১৫ কোটি টাকার ব্যাপার আছে। তবে এটা পুরোটাই ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার। মিউনিসিপালিটি চাইলেই হাত দিতে পারে না, আর হাত দেওয়ার সামর্থ্যও নেই আমাদের। চেয়ারম্যান ফজলুল হক্ জানান, এমনিতে আমাদের এলাকায় ১৫টা ওয়ার্ড রয়েছে।তার প্রাক্ বর্ষা পস্তুতি হিসেবে পৌরসভার তরফ থেকে যা যা করণীয়, তার বেশিরভাগটাই হয়েছে। তবে অনেক কাজই হচ্ছে না উপযুক্ত টাকাপয়সার অভাবে। দিন দিন ওপরমহল থেকে আগত টাকার অঙ্ক হ্রাস পাচ্ছে। ওপরমহল বলছে, এলাকাভিত্তিক পৌরসভাকেও এবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের শীর্ষস্থানীয় নেত্রীর বাড়ির উঠান সংলগ্ন খালের রূপটা কিন্তু আবার অন্য। সামান্য কিছু ত্রুটিও যেখানে অপরাধমূলক। তার বাঁধানো পারে সর্বক্ষণ মজুত রয়েছে ডিঙি। শুধুমাত্র ওই এলাকাভিত্তিক খালের পরিচর্যায় যারা সর্বদা তৎপর। দু'স্থানের এই দুই বিপরীত চিত্র স্বভাবতই প্রশ্ন তোলে পরিবর্তনের আড়ালে। তবে শহরের তুলনামূলক গরীব ও অনুন্নত বেশ কিছু এলাকার অবস্থা যে তথৈবচ আসন্ন বর্ষায়, তা বলাইবাহুল্য। দীর্ঘদিনব্যাপী এই অবহেলার পরিণতি কি হতে চলেছে, তা সময়ই বলবে।

মহানগরে

অবশেষে ডিসেম্বরে চালু হতে পারে ধাপা জলপ্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: চলতি বছরের নভেম্বর–ডিসেম্বর মাসেই ধাপা জলপ্রকল্পের ৩০ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন জল শোধনাগারের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হবে। ফলে ৫৭ নম্বর ওয়ার্ডের বেলেঘাটার কোল থেকে গড়িয়ার কোল পর্যন্ত ১২৬ কিলোমিটার পাইপলাইনে পরিস্রুত পানীয় জল যাবে। ওই সমস্ত এলাকায় পানীয় জল সমস্যা মিটবে। গত ২৪ জুন কলকাতা পুরসভার বাজেট অধিবেশনে জবাবি ভাষণে একথা জানালেন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। এর পাশাপাশি তিনি জানান, ১০০ দিনের কর্মীদের মাসিক ভাতা বৃদ্ধি এবং মাসে চার সবেতন ছুটি বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এর আগে জঞ্জাল দফতরের মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার জানান, এবার রাতেও জঞ্জাল পরিষ্কারের কাজ আরম্ভ হচ্ছে।

১২ বছর পর

জুলাইয়ে নমুনা প্রশ্নমালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নয়া পাঠ্যক্রমে অধিক সংখ্যক বিষয়ে ২০–তে এবং কিছু সংখ্যক ৩০–এ 'প্রজেক্ট পেপার' পড়ুয়াদের তৈরি করতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিকে দ্বাদশ শ্রেণির চলতি শিক্ষাবর্ষ গত এপ্রিলে শুরু হয়ে গিয়েছে। গত ২১ জুন সংসদের সচিব সুব্রত ঘোষ জানান, আগামী ১৪ দিনের মধ্যে দ্বাদশ শ্রেণির বিভিন্ন বিষয়ে প্রজেক্ট পেপারে কি কি বিষয় থাকতে পারে তার তালিকা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হবে। সেই সঙ্গে আগামী ১০ জুলাই বৃহস্পতিবার দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগের সকল বিষয়ের প্রশ্ন কাঠামো ও নমুনা প্রশ্নমালার পুস্তিকা (স্যাম্পেল কোয়েশ্চেন সেট ইনক্লুডিং কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন: ক্লাস–১২) প্রকাশ করতে চলেছে উচ্চ মাধ্যমিক সংসদ।

পরিকাঠামো তৈরি থাকলেও কলকাতা এখনও পূর্ণ জেলা হল না

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: জলপাইগুড়ি জেলাকে ভেঙে তার পূর্বদিকে রাজ্যের বিশতম জেলা হিসেবে আলিপুরদুয়ার জেলার আত্মপ্রকাশ ঘটল গত ২৫ জুন। কিন্তু পরিকাঠামো তৈরি থাকা সত্ত্বেও এবং প্রশাসনিক গুরুত্ব অপরিসীম হলেও কলকাতা এখনও পূর্ণাঙ্গ জেলার মর্যাদা পেল না। এজন্য প্রশাসনের একাংশ আমলাতন্ত্রকেই দায়ী করছেন। রাজ্যপাটে পরিবর্তনের পর ২০১১–র ৩ আগস্ট মহাকরণে সর্বদলীয় বৈঠকে গতিশীল প্রশাসনের স্বার্থে কলকাতাকে পূর্ণ জেলার মর্যাদা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কলকাতার কোনও জেলা শাসক নেই। শাসকের ক্ষমতা ন্যস্ত কলকাতার পুলিশ কমিশনারের হাতেই, ফলে তপশিলি জাতি–উপজাতির শংসাপত্র থেকে নানা শংসাপত্রের জন্য কলকাতার মানুষকে ছুটতে হয় আলিপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নব কোষাগার ভবনে। এই হয়রানি থেকে কলকাতাবাসীকে মুক্তি দিতে এবং এ শহরের প্রশাসনকে এক ছাতার তলায় আনার লক্ষ্যে পূর্ণ জেলার মর্যাদা দেওয়ার উদ্যোগ হয়েছিল। সে মতো ১ নম্বর হরিশ মুখার্জি রোডে এসএসকেএম হাসপাতালের প্রথম ফটকের বিপরীতে কলকাতা জেলার জেলা শাসকের দফতর তৈরি হয়। সেই দফতরে জেলার কাজের জন্য বেশ কয়েকটি দফতরের অফিসও স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু গত দু'বছর দশ মাস কেটে গেলেও রাজ্য সরকার নিরব দর্শক। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বরাষ্ট্র (প্রশাসনিক কর্মিবর্গ) দফতরের প্রধান সচিবের আপত্তিতে গোটা ফাইল হিম ঘরে চলে গিয়েছে। তবে এক সূত্রের খবর, পূর্ণাঙ্গ জেলা ঘোষণায় কলকাতা পুলিশের আপত্তি রয়েছে। পুলিশ কমিশনারের হাত থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে ক্ষমতা চলে যাক, এটা লালবাজার চায় না।

বোর্ড ঝুলেছে, কিন্তু শিকে ছেঁড়েনি কলকাতার ভাগ্যে। ছবি: অরুণ লোধ

প্রিয়ম গুহ: শারদীয়া উৎসবের ঠিক ১০০ দিন আগে গত ২২ জুন রবিবার মনোহর পুকুর জনমঙ্গল সংঘের মাতৃমন্দিরের ঠাকুরদালানে হয়ে গেল শারদীয়ার উৎসব। শারদীয়া একটি ফেসবুক পরিবার এদের সঙ্গে রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে হয়ে গেল একটি রক্তদান উৎসব। এই উৎসবের শুভ সূচনা করেন রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানের স্বামী অরুণাংশ মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন, বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স'র প্রফেসর এ.কে. সারফ, এনআরএস হাসপাতালের অ্যান্ডোকিনোলজি'র প্রধান ডাঃ নীলাঞ্জন সেনগুপ্ত, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার খ্যাত বিশিষ্ট সমাজসেবী তপন কুমার সিংহ, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের কোষাধ্যক্ষ বিশ্বরূপ দে, খ্যাতনামা রেডিও জকি নীল ও রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আলিপুর বার্তার সম্পাদক নেতাজী গবেষক ড. জয়ন্ত চৌধুরী। ফেসবুকের মাধ্যমে কাছাকাছি আসা এই সংস্থার সব সদস্যই উপস্থিত ছিলেন এবং রক্ত দেন। ফেসবুকের চূড়ান্ত সফলতা সেদিন চোখে পড়ে। সেদিন প্রায় ৫৮ জন রক্ত দিয়ে কিছু মানুষের প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করেন। শারদীয়া পরিবার আরও বড় হোক এটাই আমাদের একান্ত কামনা।

কলকাতার কড়চা

হাইকোর্টে হয়রানি

আমজনতার বিচারসভা কলকাতা হাইকোর্ট। গ্রাম বাংলার মানুষ বিচার চাইতে, জানতে, দেখতে দূরদুরান্ত থেকে আসেন। ইদানীং হাইকোর্টের মূল ফটক দিয়ে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছে। মাস্টারদা সূর্যসেনের মূর্তির সামনে যে মূল প্রবেশ পথ সেটি কেবলমাত্র আইনজীবী ও হাইকোর্টের স্টাফদের জন্য খোলা। বাকি বিচার প্রার্থী আমজনতাকে ডানদিকে অনেকটা ঘুরে 'ই' গেট দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। যে রাস্তাটি গাড়ি পার্কিং–এ শুধু অপরিসরই নয় যেকোনও সময়ে গাড়ির ধাক্কায় কোর্টে আগত ব্যক্তি আহত হতে পারে। যে কোনও বড়রকমের দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে, তথা সেদিকে কোনও চিন্তাভাবনাই নেই কর্তৃপক্ষের। হাইকোর্টের নিরাপত্তার জন্য আমজনতাকে ওই বিশেষ গেট দিয়ে ঢুকতে হলে 'পাশ' ইস্যু করাতে হয়। তিনজন পুলিশকর্মী হাতে লিখে প্রবেশকারীদের নামধাম মোবাইল নম্বর ইত্যাদি লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। অহেতুক লাইনদীর্ঘ হচ্ছে ও সময় নষ্ট হচ্ছে সাধারণ মানুষের। কারণ, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিচার প্রার্থীদের ছবি ও অন্যান্য তথ্য রেকর্ড রাখা খুবই সহজ যা সল্টলেকের স্কুলসার্ভিস কমিশন অফিসে নিরাপত্তার জন্য বসানো হয়েছে। অতিরিক্ত সংখ্যায় পাশ ইস্যু করা এবং তড়িঘড়ি লিখতে গিয়ে স্বাভাবিক কারণেই ব্যক্তির নাম আর মোবাইল নম্বর পাঠযোগ্য থাকছে না এবং যে কোনও ব্যক্তিই মিথ্যা পরিচয় দিয়ে হাইকোর্টের পাশ পেয়ে যেতে পারে। ছবি তোলার ব্যবস্থা থাকলে এমনটা হত না। অবশ্য আধুনিক পদ্ধতিতে মেট্রোরেলে যেভাবে ব্যাগ পরীক্ষা হয় সেভাবে হাইকোর্টের বিচার প্রার্থীরে ব্যাগ পরীক্ষা করা হচ্ছে তাতে একটু সময় লাগলেও নিশ্চয়ই সাধুবাদযোগ্য।

সেকেন্ড হ্যান্ড টেলিফোন এক্সচেঞ্জ

বেহালার বিএসএনএল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ–এ বিগত তিন বছর ধরেই নাকি নতুন টেলিফোন সেটের সাপ্লাই নেই। অগত্যা নতুন টেলিফোন ল্যান্ড লাইন দিতে এসে টেলিফোন কর্মীদের হাতে পুরনো সেট। রং ওঠা, ময়লা সেটগুলি মাঝে মাঝেই সমস্যা সৃষ্টি করে। টেলিফোন কর্মীদের লাইন দেখভালের লোকেদের ডাকাডাকির পর গ্রাহককে বলা হয় ছ'শো টাকা দিলে নতুন ভাল সেট দেওয়া হবে। ভুক্তভুগীরা বিরক্ত হলে ল্যান্ড লাইন ছেড়ে দেন অনেকেই 'সেকেন্ড হ্যান্ড'–এর দৌরাত্ম্যে।

বিচারকের অটো দাওয়াই

সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে অসৌজন্যতা অটোচালকদের অধিকাংশই অভ্যস্ত। তাই বলে হাইকোর্টের খোদ বিচারপতির গাড়িতে ধাক্কা দিয়ে চোটপাট! গত বুধবার বিজন সেতুতে বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়ের গাড়িতে ধাক্কা দিয়ে এক অটোচালক অশ্রাব্য বাক্যবান নিক্ষেপ করেন। পরিণাম ভাল হয়নি। খোদ বিচারপতিই কাজের কাজ করলেন। কয়েক ঘন্টার মধ্যে অটোচালক পুলিশের হাতে ধৃত হয়ে সটান বিচারপতির কক্ষে। ক্ষমা চেয়েও রেহাই পেলেন না। কড়া দাওয়াইয়ের নিদান দিলেন বিচারক। বেপরোয়া অটোচালানো ও দুর্ব্যবহারের জন্য পুলিশের যা যা আইন আছে সবই প্রযোজ্য হবে ওই উদ্ধত চালকের জন্য।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ২৮ জুন–৪ জুলাই, ২০১৪

নতুন সরকারের কাছে কাম্য

বাজেট এড়িয়ে হঠাৎই রেলের যাত্রী ভাড়া ও পণ্য পরিবহন খরচ বেড়ে গেল, এমনটা কাম্য ছিল না। নতুন সরকারের কাছে দেশবাসী কি চায়? চাহিদা খুবই সামান্য। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের সঙ্গে রাস্তাঘাটে আলো আর পানীয় জলের সুব্যবস্থা, খেয়ে পরে থাকার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম যাতে নাগালের মধ্যে থাকে, যাতে পথেঘাটে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে না হয় এতটুকুই নতুন সরকারের কাছে কাম্য। বৃহত্তর প্রেক্ষিতে দেশের নিরাপত্তা আর আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের গৌরব বৃদ্ধি। নতুন সরকার যেন স্থায়ী হয় পাঁচ বছরের জন্য, এটাও ভোটাররা ভেবে থাকেন যদিও ভোট দেওয়ার পর রাজনীতিকদের হাতেই থাকে সরকার ভাঙা–গড়ার যাবতীয় ক্ষমতা। দেশবাসীর ক্ষোভ আঁচ করে রেল ভাড়া কিছুটা হালকা করে রেল দফতর সতর্ক হওয়ার সুযোগ পেলেন। দিল্লির মসনদে আসা নতুন সরকার আভ্যন্তরীন নিরাপত্তার পাশাপাশি প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করুক নিজের দেশের মানসম্মান না খুঁইয়ে। পশ্চিমবাংলার সীমা সংলগ্ন বাংলাদেশে গরুপাচার, নারী পাচার আটকাবার সঙ্গে সঙ্গে ছিটমহল হস্তান্তর আর শরনার্থী কিংবা অনুপ্রবেশকারীদের সম্পর্কে মানসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ও আচার করতে হবে। বাংলার যে সমস্ত জনপ্রতিনিধি দিল্লি যাচ্ছেন তাঁরা যেন এই বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দেন। দলমতের উর্দ্ধে তাঁরা জনপ্রতিনিধি, স্বাভাবিক ভাবই রাজ্যর মানুষের চাহিদা আবেগকে মর্যাদা দিতেই হবে। বাংলার নানা দাবি কেন্দ্র বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপেক্ষা করেছে এতকাল। কোপিল সিবালের আমলে 'শিক্ষার অধিকার' আইন পাশ হয়েছিল কিন্তু সেই নিয়মের নানা ফাঁক ফোকর ভরাট করার দায়িত্ব রইল নতুন সরকারের।

রান্না ঘরের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় গ্যাস সিলিন্ডার আর শাকসবজি'র দাম নিয়ন্ত্রণের ভার নতুন সরকারের। কারণ, প্রতিটি হেঁসেলের নিয়ন্ত্রণ কর্তা ও কর্তৃরা ভোট দিয়ে নতুন সরকার গড়ার জন্য বুথে গিয়েছিলেন।

নতুন সরকার নতুন আঙ্গিকে খেয়াল রাখুন দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার যুবসমাজের দিকে। সর্বনাশা সংরক্ষণ প্রথা এতবছর একটানা চালিয়ে যাওয়া কতটা বাস্তব ? তাও ভেবে দেখা দরকার নতুন সরকারের। নানারকম সংরক্ষণ দেশবাসীকে নানাভাগে বিভক্ত করেছে সামাজিকভাবে। আর্থিক ও মেধার নিরিখ ছাড়া শুধু মাত্র জাতপাতের সংরক্ষণ ভারতকে পিছিয়ে দিয়েছে। বঞ্চনা, শোষণ আর না–পাবার কারণেই জন্ম হয় উগ্রপন্থার। মৌলবাদীদের মদতে দেশের নানা প্রান্তে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ বেড়ে যায়। ধর্ম মানুষকে সহনীয় করে তোলে কিন্তু ধর্মের মুখোশের আড়ালে জাতিদাঙ্গা কিংবা বোমা বিস্ফোরণ, অপহরণ কখনই ক্ষমার যোগ্য নয়।

স্বাধীনতার পর বহু সরকার এসেছে, কোনও কোনও ভাল কাজের পাশাপাশি বহু কেলেঙ্কারি ঘটিয়েছে তারা। মানুষের স্মৃতি থেকে বোর্ফস থেকে কফিন কেলেঙ্কারী কিংবার টুজি থেকে পশুখাদ্য কেলেঙ্কারী এমন বহু ঘোটালা বা স্ক্যাম রাজনীতিকদের ফিকে হয়ে গেছে ও গা সওয়া হয়ে গিয়েছে।

নতুন সরকার কি পারবে ব্রিটিশ পরাধীনতার কলঙ্কতিলক কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে আসতে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গীভূত অংশিদার থাকাটা চরম অগৌরবের। কালোধন বিদেশ থেকে ফেরত আনার প্রচেষ্টা চালাক নতুন সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি যাঁরা রক্ষা করেন না তাঁদের জন্য আলোকিত ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে না। পাঁচবছর পর আবার জনদরবারে হাত পাততে হবে সেটা খেয়াল রাখাটাও জরুরী।

বিদ্যাসাগর সঠিক কারণেই স্কুলের ছুটি বেশি রেখেছিলেন

ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী

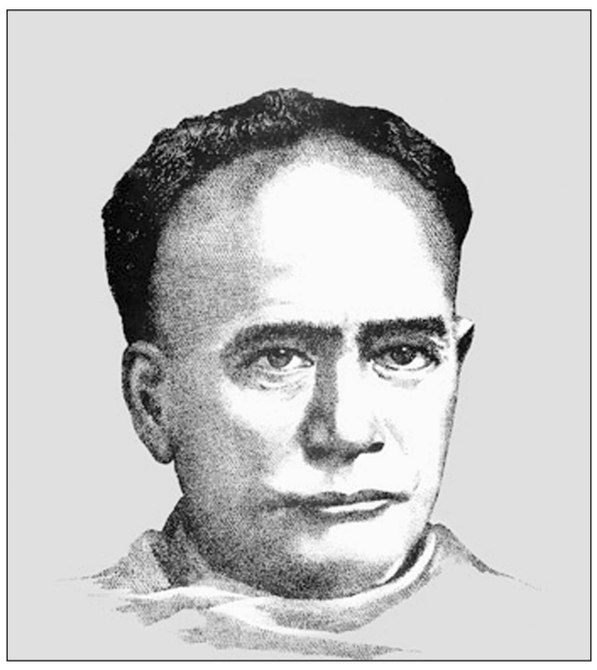

বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলার মাটির মানুষ ছিলেন, বাংলার জলবায়ু, আবহাওয়া আর গ্রাম বাংলার দুর্গমতা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসাবে তিনি টোল, পাঠশালা, বিদ্যালয়গুলিতে ছুটির সংখ্যা একশোর ওপর রেখেছিলেন। এ ব্যাপারে সেদিন সমাজের কোন স্তর থেকেই আপত্তি বা ভ্রূকুঞ্চন হয়নি। শিক্ষক সমাজকে শ্রেণীশত্রু ভাবার দিন সেদিন ছিল না।

স্বাধীন ভারতে রাজ্যে যখন কংগ্রেস রাজত্ব চলছে তখন আর্থিক কৌলিণ্য না থাকলেও বিদ্যালয়গুলিতে আশিদিনের ওপর ছাত্র–শিক্ষক–শিক্ষাকর্মীদের ছুটি থাকত।

পূজার ছুটি কিংবা গরমের ছুটি গুরুত্ব ছাত্ররা উপলব্ধি করত। কারণ সে সময়ে লাগাতার ইউনিট টেস্টের ধামাকা স্কুলগুলিতে ছিল না। যান্মাষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা নিয়ে ছাত্ররা এবং তাঁদের অভিভাবকরাও ভাবনাচিন্তা করত। বাম আমলেও প্রথমদিকে অনেকদিন এই ধারা অব্যাহত ছিল। ছাত্রছাত্রীদের মানসিকতায় পাশফেল ও নতুন ক্লাসে ওঠার একটা তাগিদ তাঁদের বাধ্য করত গরমের ছুটি কিংবা পুজোর ছুটিকে পড়াশোনার কাজে লাগাতে। আবার তারা নিজেরাই খেলাধুলো কিংবা গল্পের বইপড়ার মাধ্যমে নিজেদের 'মুক্তির আলো' খুঁজে নিত। টেলিভিশনের 'মেগা' কিংবা তিন চার রকমের কোচিং তখন অপরিহার্য ছিল না তাঁদের মানসিক 'বিকাশ–উন্নয়নের' জন্য। বিগত কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী কপিল সিব্বাল শিক্ষার অধিকার আইনের মাধ্যমে খুব ভাল ভাল সংস্কার করলেও শিশু মনস্তত্বের প্রতি সেদিন কার্যত অবিচারই করা হয়েছিল। সর্বশিক্ষা–মিড–ডে মিলের মতো খুব বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ স্বাধীনভারতে অনেক দেরিতে হলেও শুরু করা হয়েছে এবং সুফল মিলছে। স্কুলছুটদের সংখ্যা কমেছে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের ওপর নিরন্তর পরীক্ষার চাপ শিক্ষক ও অভিভাবককূলকেও সর্বদা চাপের মধ্যে রাখা হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে ছাত্রদের শিক্ষনের কার্যকারিতা বছর শেষে মূল্যায়ণ করলে দেখা যাবে অনেকটাই ভাসাভাসা। পরীক্ষাপদ্ধতির সংস্কার নিয়ে বিজ্ঞজনরা যতই ব্যাখ্যা দিন কার্যত পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীর সরকারি পাঠ্যবইগুলির বিশ্বকোষমার্কা আবেদন বেশিরভাগ ছাত্রদেরকে বই–এর বিষয় বহুমুখী নয় (এক) পরীক্ষার প্রশ্নসন্ধানী করে তুলেছে। শিক্ষাজ্ঞান সন্ধানের অনুসন্ধিৎসা হারিয়ে যাচ্ছে পরীক্ষা হলে খুচরো উত্তর 'সংগ্রহের' ধারাবাহিক 'সাফল্যে'। ছাত্রদের মতো তাদের অভিভাবকরা নম্বর আর পাশফেলের 'টেনশন' থেকে একেবারেই মুক্ত। শিক্ষকদের তাই 'ছুটি' আজ বিলাসিতা বলে মনে করেন প্রশাসনের অনেকেই। উচ্চশিক্ষিত মানুষজনগুলিকে দিয়ে সমাজসংস্কারের সব লক্ষ্য পূরণই সম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনসংখ্যা গণনা, ছাত্র খুঁজে আনা, ভোটের সময় রাজনৈতিকদলগুলির নির্বাচনী মেশিনারীর সামনে তাদের এগিয়ে দেওয়া। সবকাজেই তাদের ব্যবহার করছে রাষ্ট্র। কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সরকার প্রশাসন অনেক 'মহৎ' ও 'উদার'। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সপ্তাহে মাত্র চারদিন যেতে হয়। একদিন 'পড়াশোনা' করার জন্য অফ ডে আর শনিবার ছুটি। বিজ্ঞানসম্মতভাবেই এ নিয়ম প্রাপ্তমনস্ক ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য তেমনি বিদ্যালয় পড়ুয়াদের ক্ষেত্রেও জরুরী ছিল আরও বেশি। কপিল সিব্বাল বিদ্যাসাগর ছিলেন না। তাই তিনি পাঠ্যবই তোলা কমাবার নামে বাড়িয়েছেন ছাত্রদের পরীক্ষার বোঝা। শিক্ষক–শিক্ষিকাদের আরও বেশি সময় বিদ্যালয়ে আটকে রাখতে নানা কৌশলী নীতি নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁর পরামর্শদাতারা অধিকাংশই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের মঞ্চে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না। বাম আমলের শেষদিকে বিদ্যালয়ের শিক্ষককূলকে কিছুটা শ্রেণী শত্রু বানিয়ে দেওয়া হয়। অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদের ডি.এ. বাড়লে, আর্থিক কৌলিণ্য বাড়লে খবর না হলেও মাস্টারদের সুযোগ সুবিধা 'বড় খবর' হয়ে উঠত। এখন কী শেষ দিকে দুই বামমন্ত্রী শেষবারের মতো ক্ষমতায় আসার পরেই শিক্ষকদের 'ফাঁকিবাজ' নিয়ে অত্যন্ত অসম্মানজনক উক্তি করে তাঁর ভোটারদের চোখে 'হিরো' হতে চেয়েছিলেন। সেই আমলেই শিক্ষকদের এবং ছাত্রছাত্রীদের সারাবছর ছুটি মাত্র ৬৩ দিনে বেঁধে দেওয়া হল, নানা মহাপুরুষদের জন্মদিন কিংবা মৃত্যুদিন উদ্‌যাপন পালন করার বালাই গেল। শিক্ষককূলের একটা বড় অংশ স্বাভাবিকভাবেই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতই 'কর্পোরেট' হয়ে গেল। পরীক্ষা বৈতরণীর মাঝি হয়ে তারা জড়িয়ে পড়তে লাগলেন নানা এলিট কোচিং প্রতিষ্ঠানগুলির মঞ্চে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যেমন কেতাদূরস্ত হাবভাব আর স্মরণবরণ উৎসবের ধার না ধারার মানসিকতা ছিল। কারণ তাদের ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক স্তর আর অন্যান্য বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান ভিন্ন। রাজনীতি আর প্রশাসনের নানা ভ্রান্ত পদক্ষেপের কারণে বাংলায় শিক্ষা পণ্য হয়ে গেল আর বিপণনের জন্য অজস্র 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' এর ব্যানারে লাভজনক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্ম হতে লাগল। বিনিয়োগ বেড়ে গেল শিক্ষা–শিল্পে আর সাধারণ বেশিরভাগ বাংলার ছেলেমেয়েরা যে কোনো চাকরি জোটাতে হিমশিম খাচ্ছে আর আইএএস কিংবা আইপিএল রয়ে গেল 'এলিট' দের জন্য। ডাক্তার–ইঞ্জিনিয়ার তৈরির কলেজগুলি মেলা করে তাদের খরচের ফিরিস্তি দিয়ে দেয়, বিজ্ঞাপনের ঢেউ ওঠে সংবাদপত্রের পাতায় অথচ গ্রাম বাংলার শহর, শহরতলির মালতি, উপেন, আনসার, ফতেমাদের উচ্চশিক্ষার দরজায় পা রাখার স্বপ্ন অধরা থেকে যায়। যদিও রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক কিছু প্রকল্প হয়ত এই চিত্রটা কিছুটা হলেও আগামীদিনে বদলে দিতে পারে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী গরমের কারণে বিদ্যালয়গুলি ছুটি দিয়ে দেন। শিক্ষামন্ত্রী এক্ষেত্রে বাস্তব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শিক্ষকদের ফাইলপত্র শুধু নয়। নানাপরিবার থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ক্লাস করতে হয়। রোদ–বর্ষার প্রখরতার সঙ্গে শৈশব কৈশোরের মনস্তত্ব গভীরভাবে যুক্ত। শিক্ষাবিদদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রশাসনের নীতি নির্ধারকদের সুস্থ সমন্বয় প্রয়োজন। বিশ্রামে একটানা মানসিক পরিশ্রমকে লাঘব করে। নতুন জিনিসকে গ্রহণ করার মানসিক প্রস্তুতির পথ প্রশস্ত করে দেয়। শিক্ষাচেতনা পণ্য নয়।

পূজার ছুটি কিংবা গরমের ছুটি গুরুত্ব ছাত্ররা উপলব্ধি করত। কারণ সে সময়ে লাগাতার ইউনিট টেস্টের ধামাকা স্কুলগুলিতে ছিল না। যান্মাষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা নিয়ে ছাত্ররা এবং তাঁদের অভিভাবকরাও ভাবনাচিন্তা করত।

অমৃতকথা

২৬৮। অহঙ্কার কি রূপে দূর করতে হয়?

১) চাল কাঁড়াবার সময় মধ্যে মধ্যে দেখতে হয় ঠিক কাঁড়া হয়েছে কিনা, যদি না হয় তবে আবার কাঁড়তে হয়।

২) নিক্‌তির ওজন করবার সময় দেখতে হয় ঠিক হয়েছে কিনা, এবং যতক্ষণ ঠিক না হয় ততক্ষণ দেখতে হয়।

৩) পরমহংসদেব নিজে নিজেকে গালাগালি দিয়ে দেখতেন অহং ওঠে কিনা, এবং বিচার করতেন, এ শরীরটা কি? হাড়ের খাঁচা আর চামড়া। এতে আছে কিনা পূঁজ আর রক্ত ইত্যাদি যত খারাপ জিনিস। এর জন্যে এতো অহঙ্কার? মেথর একবার গু নিয়ে যায়, আর যে শরীরের ভেতর সেই গু দিনরাতই রয়েছে সেই শরীরের জন্য এতো অহঙ্কার কেন?

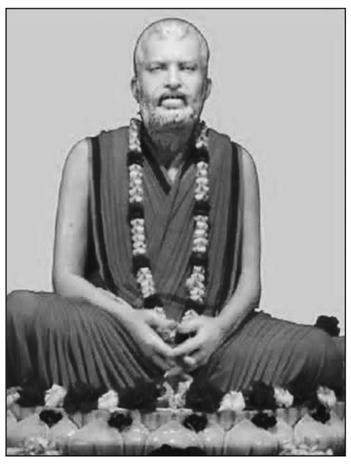

২৬৯। রাণী রাসমণির কালী বাড়িতে একসময় একটি পাগল সাধু এসেছিলেন, তিনি একদিন খেতে পাননি, কিন্তু তাই বলে কারও কাছে খাবার চাইতে যাননি। একটা কুকুরকে একখানা এঁটো পাতে খেতে দেখে তার কাণ ধরে 'তোম খাতা হামকো নেহি দেতা' বোলে তার সঙ্গে খেতে বসে গেলেন। তারপর মা কালীর মন্দিরে গিয়ে এমনি স্তব করেছিলেন যে, মন্দির যেন কেঁপে উঠেছিল। পরে যখন তিনি চলে যাচ্ছিলেন, তখন পরমহংসদেব হৃদয় মুখুয্যেকে বললেন, 'ওঁর সঙ্গে যাও।' হৃদয় তাঁর সঙ্গে খানিক দূর যেতে না যেতে সাধু বললেন, 'কেঁও আতা?' হৃদয় বললে, 'কুছ উপদেশ মাঙতা।' সাধু বললেন, 'যখন এই খালার জল আর গঙ্গার জল এক জ্ঞান হবে আর ওই সানাইয়ের শব্দ আর অন্য শব্দ এক জ্ঞান হবে, তখন ঠিক জ্ঞান হবে।' তিনি বলতেন লোকটির জ্ঞানোন্মাদ অবস্থা। সিদ্ধ পুরুষেরা সংসারে বালকবৎ, পিশাচবৎ এবং উন্মাদবৎ বিচরণ করেন।

২৭০। গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনের দয়া হল।

একের দয়া বিনে জীব ছার খারে গেল

অর্থাৎ মন চঞ্চল থাকাতে কিম্বা বিষয়াসক্ত হওয়াতে সদুপদেশ, সাধুসঙ্গ সকলই বিফল হয়।

২৭১। পরমহংসদেব 'ভক্তমাল' গ্রন্থখানির গোঁড়ামি ও একঘেয়ে ভাবটুকু বাদ দিয়ে পড়তে বলতেন। সার্ব্বভৌমিক উদারতার সাকার মূর্তি পরমহংসদেব সকল মতকেই ঈশ্বর লাভের এক এক পথ বলে মান্য করতেন। এবং যে সকল লোক বা গ্রন্থ আপনার মতকে সর্বস্ব করে অপর মতের নিন্দা করত তাদের ওপর তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হতেন।

২৭২। প্রতিমাদি সাকার মূর্তিতে ঈশ্বর ভাব থাকলে ঈশ্বর লাভ হয়ে থাকে। আর কাঠ, ঘর, মাটি বোধ থাকলে কিছুই হয় না।

২৭৩। ভগবান, ভক্ত ও ভাগবত তিনই একরূপ।

২৭৪। সকলেই আপনার জমি পাঁচিল দিয়ে ভাগ করে নেয়, কিন্তু আকাশকে কেউ ভাগ করতে পারে না। এক অখণ্ড আকাশ সকলের ওপর বিরাজ করছে। মানুষ অজ্ঞানে আপনার ধর্মকে সত্য ও শ্রেষ্ঠ বলে, জ্ঞান হলে সকল ধর্মের ওপর এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে বিরাজিত দ্যাখে।

২৭৫। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বনে যাচ্ছেন। রাম আগে, তারপর সীতা, পেছনে লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ রামকে দেখতে ব্যাকুল, লক্ষ্মণের প্রার্থনা মতো সীতা যেই একপাশে সরলেন, অমনি তাঁর রাম দর্শন হল। সেইরকম ব্রহ্ম, মায়া ও জীবন। মায়া না সরলে জীব ব্রহ্মকে দেখতে পায় না।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

যাওয়া আসার পথে–পথে

নিজেকে একটা মিথের জায়গায় নিয়ে যান

দীপককুমার বড় পণ্ডা

একদিন দক্ষিণ ২৪ পরগণার চালুয়াড়ি থেকে ফিরছি, শিরাকোলে গাড়ি এসে দাঁড়ালো। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি দীপঙ্কর বাবু – দীপঙ্কর চক্রবর্ত্তী। এখানকার একটা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। বেশ ভালো লাগল, একা একা যাওয়ার ঝক্কি নেই। আবার আমার পাশের সিটটাও ফাঁকা হল। উনি এসে বসলেন। কবি মানুষ। তাই দেখা হতে প্রথমেই বললাম, আজ কী লিখলেন? এই প্রশ্নটার জন্য তিনি যেন প্রস্তুত ছিলেন না। লাজুক হেসে বললেন, এখুনি স্কুল থেকে বেরনোর সময় কয়েকটা লাইন মনে এল। এদিক ওদিক তাকালেন। কোনো সহকর্মী বা পরিচিত নেই দেখে নিয়ে বললেন,

–বলব নাকি লাইনগুলো?

বললাম, বলুন।

পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে চলন্ত গাড়িতে দু' মিনিটের মধ্যে আঁকা বাঁকা অক্ষরে লিখে হাতে দিলেন। তাতে লেখা–

যে ফুলগুলি ঝরিয়ে দিলে
আগুন ঝরা হাওয়া দিয়ে
সে ফুলগুলি পড়ল ঝরে পথের ধারে
ধুলোর মাঝে
সে ফুলগুলি লাগল না আর
তোমার কাজে।
ওগো চৈত্রসখা আমার বেদন গানের
সুরের ধারা
বোশেখ মাসে শ্রাবণ ধারাপাতে
ফোটাও কলি
নতুন করে লাগে যদি তোমার কাজে
যে ফুলগুলি লাগবে আবার
লাগবে আবার তোমার কাজে।

ভালো লাগল। মনে হল, এগুলো যেন গানের লাইন। সেটা বললাম। দীপঙ্কর বাবু হাসলেন। গুনগুনিয়ে উঠল তাঁর গলা। নুরপুর কলকাতাগামী বাসটা জোরে চলছে। মাঝে মাঝে জোরে ব্রেক কষছে গাড়ি। এই প্রধান শিক্ষক আমার অনেক দিনের বন্ধু। ওর স্কুল পরিচালনার বিষয়ে আমার বেশ আগ্রহ। তাই শুনি ওঁর নানা সমস্যার কথা। কীভাবে তিনি সেগুলো সামলান, তা জেনে ভাবি তাঁর দক্ষতার কথা। একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল। একদিন ভিড় বাসে ওঁরই এক মহিলা সহকর্মীকে দেখে সিট ছেড়ে দাঁড়িয়েছিলাম তাঁর অসুবিধার কথা ভেবে। বসার পর সেই শিক্ষিকা আমার ব্যাগটা নেওয়ার সৌজন্য দেখাননি। আমার ব্যাগটাও বেশ বড়সড় এবং ভারি ছিল। সেটা আমার এবং অন্য যাত্রীদের অসুবিধা হচ্ছে দেখেও শিক্ষিকাটি নির্বিকার ছিলেন। বাস থেকে নেমেই রেগে স্কুলের এই হেড–মাস্টারমশাইকে ফোন করেছিলাম। তিনি বললেন, 'রাগ করবেন না। ওনার আচরণের জন্য আমি দু:খিত। তবে কী জানেন, দুটো কারণ আমার উপলব্ধিতে আসছে। হয় উনি ফেমিনিন কমপ্লেক্সিটিতে ভুগছেন, ভাবছেন আপনি আনডিউ ফেসিলিটি নেবেন, অথবা আমিতো ভালোভাবে যেতে পারছি, অন্যের কথা ভেবে লাভ কী! নিতান্ত স্বার্থপরতার নির্মম নমুনা।' এবার ফোনে হা হা করে হেসে উঠলেন।

সেই হাসি–খুশি দীপঙ্কর কবিতাটা সুর করে বলার পর কেমন বিমর্ষ হলেন। বললাম

– কী হল?

উনি বললেন,

– আসার সময় এক শিক্ষককে খানিকটা বকাবকি করতে হল।

বললাম, কেন?

বললেন, ও স্কুলের পাশে দোকানে লোকেদের সঙ্গে বসে খইনি দলতে দলতে হা হা হো হো করছিল। ওকে বললাম, এভাবে করবেন না।

ও বলল, কেন স্যার? কী অসুবিধা?

– এতটাই বিরক্তিকর যে বলার পরেও বোঝে না, অসুবিধাটা কী। বললাম, এই লোকেদের ছেলেরাইতো আমাদের স্কুলে পড়ে। ঐ অভিভাবকদের মধ্যে যদি নিজের একটা সম্ভ্রমের জায়গা তৈরি না করতে পারেন, তবে ওরা আমাদের মানবে কেন। নিজেকে অন্যদের থেকে একটু আলাদা করুন। মানুষের সঙ্গে মিশুন, সেটাতো ভালো, কিন্তু এইভাবে নয়। সবসময় তারা ডিসকভার করার চেষ্টা করুক আপনি কে, আপনি কেমন, আপনার ভেতরটা কী, আপনার রহস্যময়তা পেঁয়াজের খোসার মতো ছাড়াতে ছাড়াতে এগোক। কখনোই যেন তাঁরা না ভেবে বসেন, উনিতো ওইরকম। নিজেকে সকলের মধ্যে রেখেও লক্ষ্যের অন্তরালে একটা মিথের জায়গায় নিয়ে যাবেন – নিজেকে সস্তার পণ্য না করে, এমনভাবে চারপাশটা তৈরি করা উচিৎ, যাতে ছুটির পরেও বা ছুটির দিনে অভিভাবক ও ছাত্রকুল আপনাকে মিস করে বা আপনার সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়। আপনি ওই জায়গায় উঠুন বা না উঠুন – নিরন্তর একটা সচেতন প্রচেষ্টা থাকা উচিৎ। সে জায়গা থেকে আপনি যা ডিসচার্জ করবেন, দেখবেন তা কতটা ফলদায়ী।

গাড়িটা পৈলানে এসে দাঁড়াল। আজ হাটবার। গোটা রাস্তা জুড়ে হাট বসে। কিছুক্ষণ পর যাওয়া–আসার বিস্তর ঝামেলা শুরু হবে। তবে এখানকার হাটে সব্জি সস্তা শুনেছি। বাসটা ভিড় ঠেলতে ঠেলতে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। হাট পেরোনোর পর বললাম, ভালোইতো। তা যুবক–শিক্ষক কী বললেন?

– ও লাজুক হেসে মাথা নিচু করে রইল, বুঝতে পারলুম ভেতরে ভেতরে মুষড়ে পড়েছে। হয়তো আমার কথাটা ও মেনে চলবে।

সবাই যদি এইভাবে একটু ভাবত, তবে আমরা আরো অনেক ভালো জায়গায় থাকতাম। আমাদেরতো এইসব পিছিয়ে পড়া গ্রামের স্কুলের জন্য অনেক কাজ করতে হবে। আমরা শিক্ষক–শিক্ষিকারাই যদি না ভাবি–আমরা শিক্ষক, আমাদের কীভাবে চলা উচিৎ, কী করা উচিৎ, জীবনে ও যাপনে যদি না শিক্ষক হয়ে উঠতে পারি, তবে স্কুলের কাজ কী করে করব? কথাটা তাঁর শেষ হয় না, দীপঙ্কর বাবুর ফোন বেজে ওঠে।

পাঠকের কলমে

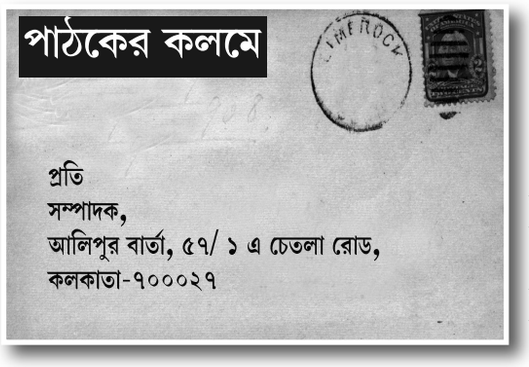

প্রতি
সম্পাদক,
আলিপুর বার্তা, ৫৭/ ১ এ চেতলা রোড,
কলকাতা-৭০০০২৭

সার্জেন্টদের দৌরাত্মে যাত্রীরা নাকাল

রাস্তায় বাস ধরবার জন্য বের হলে বাইক বাহিত সার্জেন্টদের দেখলেই বুক কেঁপে ওঠে। এরা পাবলিক বাস দেখলেই ঝাপিয়ে পড়ে তোলা আদায় করতে। অবশ্য রসিদ দেয়। কিন্তু কি কারণে এ টাকা নেয় তার উত্তর পাওয়া যায় না। কন্ডাক্টরদের জিজ্ঞাসা করলে বলে এটা পিটুনি কর। বাসে যাত্রী উঠলেই বিপদ। তোলার টাকা দিতে হয়। পুলিশ বলে ওরা স্টপেজে না থেমে অন্য জায়গা থেকে যাত্রী তোলে বলেই জরিমানা নেওয়া হয়। অবশ্য এটা শুধুমাত্র পাবলিক বাসের জন্য। স্টেট বাস বা অটোর ক্ষেত্রে এটা করা হয় না।

আবার দেখেছি বাস স্টপ থেকেও যাত্রী তুললে জরিমানা নেওয়া হয়। তখন সার্জেন্টরা বলে – দাও কিছু। আমাদের নির্দিষ্ট কোটায় টাকা তুলতে হয় নইলে চাকরি রাখা দায়। এর কারণে সার্জেন্টকে দেখলে বাস ড্রাইভাররা পরিমরি করে ছোটে। এতে না যায় নামা, না যায় ওঠা। তাই সার্জেন্ট দেখলে বুকে কাঁপুনি ধরে। এরা কিন্তু চোর–ডাকাত বা পকেটমারদের ধরে না। বাসের মধ্যে অনেক সিট ফাঁকা করে মালের গাড়ি বানানো হয় তার জন্য শাস্তি দেয় না। বাসের কালো ধোঁয়া বের হলে তার জন্য কিছু বলে না। শুধু যাত্রী ওঠা–নামা করলেই রেগে যায়। এতে বাস মালিকদের বিপুল ক্ষতি হয়। বাস মালিকরা বলে, পুলিশকে মাসকাবারী বাবদ মোটা অঙ্কের টাকা নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে দেওয়া হয়। তাতেও ওদের পেট ভরে না – এর উপর চলে পুলিশী জুলুম।

দুর্গাদাস সরকার, কলকাতা –২৬।

রাজ্য রাজনীতি

তিন হাজার তৃণমূল সমর্থক বিজেপিতে

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার, সোনারপুর

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভার কালীকাপুরে বিজেপি ট্রেড ইউনিয়নের নেতা শ্যামল নস্করের নেতৃত্বে প্রায় তিন হাজার তৃণমূল সমর্থক ও কর্মী যোগদান করল বিজেপিতে। কালীকাপুর রামকমল বিদ্যাপীঠে এই যোগদান অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বারুইপুরের মণ্ডল সভাপতি তাপস নস্কর, রাজ্য কমিটির সদস্য ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা সভাপতি ও পর্যবেক্ষক সত্যপ্রিয় চক্রবর্তী, চম্পাহাটির বিজেপির সদস্য শান্তনু কর। শ্যামল নস্কর বলেন, বহুদিন ধরে দেখে আসছি এখানকার তৃণমূলের নেতারা যে অন্যায়ভাবে কাজকর্ম চালিয়ে আসছে, সিন্ডিকেট ব্যবসা, জমির দালালি সব কিছু দেখে মনে হল এ পার্টিতে স্বচ্ছতার বড়ই অভাব। পার্টির কাছে শুধু সম্মান চেয়েছিলাম, কিন্তু পাইনি। এরাও ধীরে ধীরে সিপিএমের মতো দাম্ভীক, অহংকারী, দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে উঠছে। আমাদের মতো কর্মীদের নজরের বাইরে করে রেখেছে। আজ ঘৃনায় তৃণমূল পার্টি ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলাম ও সঙ্গে নিলাম আমার তিন হাজার সহকর্মী ভাই ও বোনদের।

এরপর সত্যপ্রিয়বাবু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুবই প্রশংসা করলেও আর যাঁরা আছেন পার্টিতে তাদের উচুতলা থেকে নিচুতলা পর্যন্ত সিন্ডিকেট ব্যবসা, সারদা কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছেন। এইসব মানুষের জন্য পার্টি বেশি দিন চলবে না। তৃণমূল রাজ্যের উন্নয়ন করেছে বটে কিন্তু বড় ধরনের শিল্প আনতে পারল না। তাহলে যুবকদের চাকরি হবে কি করে? সিপিএমের বিরোধী হাওয়ায় মানুষ যেভাবে তৃণমূলে যোগ দিয়েছে ঠিক সেই রকম রাজ্যে তৃণমূলের বিরোধী হাওয়ায় বিজেপিতে যোগদান শুরু হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন হার্মাদ বাহিনীরা আমাদের উপরে অত্যাচার চালাচ্ছে সর্বত্রই আমরা প্রতিরোধ করবই। আমরা অনুরোধ করেছিলাম যে বিজেপির উপর আক্রমণ করবেন না। তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি সরে যাবার ভয়েই বারবার আমাদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। নতুন সদস্যদের মন চাঙ্গা করে সাহসী হওয়ার কথা বলেন। সত্যপ্রিয়বাবু বলেন কংগ্রেস তৃণমূল দেশটাকে শেষ করে দিয়েছে। ভারতবর্ষে নারী অত্যাচারে দ্বিতীয় স্থানে পশ্চিমবঙ্গ। তৃণমূল এখন বিজেপিকে ভয় পেয়েছে এই কারণে বিজেপি সমর্থকদের উপর বেশি করে হামলা চালাচ্ছে। তাপস নস্কর নতুন সদস্যদের বলেন, আমরা এক পরিবারের সদস্য। যদি দেখা যায় তৃণমূল বিজেপির উপর আক্রমণ করে বিনা কারণে তাহলে আমরা একসঙ্গে ঝাপিয়ে পড়ব। নিজের মনে বিপ্লব আনবেন, ভয় কিসের মরতে একদিন হবেই। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদি তিনি পশ্চিমবাংলাকে গুজরাট মডেলের দিকে নিয়ে যেতে চান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যত খারাপ কথা বলুন না কেন মোদি কিন্তু গুরুত্ব দেননি। মোদি সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের ডেকেছেন খুটিনাটি বিষয়ে আলোচনা করার জন্য। উন্নয়নের সঙ্গে রাজনৈতিক কাদা ছোটানো যাবে না। আগে ছি ভোট ভিক্ষা এখন জনগণ রক্ষা। ২০ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনার সমস্ত নেতা থেকে কর্মী আলিপুরে জেলাশাসকের কাছে তাদের দাবী নিয়ে ডেপুটেশন দিতে যাবেন এবং সেই সঙ্গে নতুন সদস্যদের বলেন, ৬ জুলাই বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস সেই দিন প্রত্যেকটা বিজেপির সদস্যদের বাড়িতে বিজেপির পতাকা উত্তোলন করবেন।

কয়েক হাজার সিপিএম কর্মী'র তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি: রবিবার বিকেলে সিপিএমের ২ জন পঞ্চায়েত সদস্য সঞ্জয় কুমার শ্যামল ও নমিতা বাগ–সহ এক হাজার কর্মী সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সভার ব্লকের ধসপাড়া এলাকায়। এক পথসভায় যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন সভার কেন্দ্রের তৃণমূলের বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা। সঞ্জয় ও নমিতা বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের ধারা দেখে তৃণমূলে যোগদান। তার আদর্শকে সামনে রেখে দলের একজন সৈনিক হয়ে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ করতে চাই।

অন্যদিকে বুধবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের জীবনতলা বাসস্ট্যান্ডে তৃমমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ সভায় সিপিএমের সাত হাজার কর্মী–সমর্থক তৃণমূলে যোগদান করেন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জয়নগর (তপঃ) কেন্দ্রের তৃণমূলের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল (নস্কর), তৃণমূলের জেলা সহ–সভাধিপতি শক্তি মণ্ডল। যোগদানকারী মোকবুল হোসেন মোল্লা, প্রশান্ত জানা, বাপী মাহাতো–রা জানান মুখ্যমন্ত্রী'র আদর্শে প্রেরণা পেয়ে এবং পিছিয়ে পড়া ক্যানিং–২ ব্লকের আর্থিক উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের এই যোগদান।

সংখ্যালঘু সেলের বর্ধিত রাজনৈতিক কর্মীসভা

সত্যজিৎ ব্যানার্জি, বারুইপুর: রবিবার বিকেলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থানার রবীন্দ্রভবনে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের আয়োজনে এক রাজনৈতিক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্বোধন করেন জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। এদিন তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সারা রাজ্য জুড়ে সংগঠন বৃদ্ধির কাজ চলছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে। তিনি রায়দিঘি কাণ্ড প্রসঙ্গে বলেন ৪ তৃণমূল কর্মীর হত্যার পিছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সিপিএমের জেলা কমিটি ও রায়দিঘি জোনাল কমিটি যুক্ত। আগামী ১ জুলাই নেত্রীসহ সবাই রায়দিঘি চলো অভিযান হবে। মেয়র আরও বলেন কেন্দ্রের রেল ভাড়া প্রতিবাদে সোমবার দুপুরে ২টোয় কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে গান্ধীমূর্তি পাদদেশ পর্যন্ত এক প্রতিবাদ মিছিল হবে। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ৩৪ বছরে উপেক্ষিত ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ।

বর্তমানে সরকারের উদ্যোগে উন্নয়ন চলছে সংখ্যালঘুদের। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর কেন্দ্রের সাংসদ সুগত বসু, প্রতিমা নস্কর (মণ্ডল), চৌধুরী মোহন জাটুয়া, রাজ্যের সুন্দরবন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, সংখ্যালঘু মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা প্রমুখ। এদিনের সভায় সাংসদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের পক্ষ থেকে। এদিন উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৫ হাজার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন।

কুলপিতে বিজেপি–তে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলপি: বৃহস্পতিবার বিকেলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানার বাসস্ট্যাণ্ডে বিজেপি'র এক পথসভায় প্রকাশ্যে সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূলের ৫০০ জন কর্মী–সমর্থক বিজেপিতে যোগদান করেন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিজেপি'র জেলা সভাপতি বিকাশ ঘোষ। এছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন, রাজ্য কমিটির সদস্য গৌতম চৌধূরী, সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন, জেলার সহ–সভাপতি সুফল ঘাটুই প্রমুখ।

আহত বিজেপি কর্মীদের দেখতে হাসপাতালে বিজেপির রাজ্য প্রতিনিধি দল

তাপস ঘোষ, ডায়মন্ড হারবার: বিজেপি'র রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক রবিন চ্যাটার্জির নেতৃত্বে শুক্রবার সকালে আহত বিজেপি কর্মীদের দেখতে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা হাসপাতালে গেলেন বিজেপির ৫ সদস্যের রাজ্য প্রতিনিধি দল। রবিন চ্যাটার্জি ছাড়াও এই দলে ছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় মহিলা সমিতির সম্পাদক মৌসুমি বিশ্বাস, জেলার সাধারণ সম্পাদক পিন্টু দাস ও জেলার প্রাক্তন সভাপতি কার্তিক ঘোষ প্রমুখ। উল্লেখ্য গত ১৮ জুন রাতে পাথরপ্রতিমার হেরম্বগোপালপুরে দলীয় কর্মীসভা থেকে বাড়ি ফেরার পথে বিজেপি কর্মীদের ওপর আক্রমণ করে দুষ্কৃতীরা। আহত হয় পাথর প্রতিমার বিজেপির ব্লক সভাপতি নন্দলাল বারুই, বিজেপি কর্মী মদন দুয়ারি, সুশীল নস্কর, নন্দলাল সাউ ও সুশীল প্রধান। এদের মধ্যে পাথরপ্রতিমার বিজেপির ব্লক সভাপতি নন্দলাল বারুই–এর অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহত বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রবিন চ্যাটার্জি বলেন জেলা জুড়ে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বিজেপি কর্মীদের ওপর আক্রমণ করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পায়ের তলা থেকে মাটিও সরে যাচ্ছে বিজেপিকে আটকাতে ততই তারা বিজেপি কর্মীদের ওপর আক্রমণ করছে। পাশাপাশি দোষীদের শাস্তির দাবিও জানান তিনি। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ৫ সদস্যের দলটি আহত বিজেপি কর্মীদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে চলে যান পাথরপ্রতিমায়।

বাখরাহাটে স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিষ্ঠাদিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: দক্ষিণ শহরতলীর বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত বাখরাহাট একটি বর্ধিষ্ণু এলাকা। ব্যবসা–বাণিজ্যে–শিক্ষায় এই এলাকা ক্রমশই উন্নতি করছে। এই অঞ্চলের স্বর্ণশিল্পের নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। আজ থেকে ৩০ বছর আগে ১৯৮৪ সালের ২৫ জুন এলাকার স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা মিলে বাখরাহাটে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বর্ণ মনিকার এবং মহাজনী ব্যবসায়ী সমিতি গঠন করে। তৎকালীন সময়ে পুলিশী জুলুম, প্রশাসনের হেনস্তার প্রতিবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা এক ছাতার তলায় এসে প্রতিবাদে সরব হয়। সে সময় তাদের নেতৃত্ব দেন অধ্যাপক গোপীনাথ দত্ত ও লক্ষণ সিংহ। সেই সময় কিছু বিক্ষুব্ধ ব্যবসায়ী পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ার চেষ্টা করেও স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের ঐক্য ভাঙতে ব্যর্থ হয়। এবছর ২৫ জুন সমিতির প্রতিষ্ঠাদিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করল স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। প্রয়াত স্বর্ণকারদের প্রতি শোক জ্ঞাপন করে, বুড়ীরপোল থেকে বাখরাহাট পর্যন্ত এক পদযাত্রায় সামিল হল ব্যবসায়ীরা। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কাজল দত্ত ও সহ–সম্পাদক কাশীনাথ সিংহ ও সেখ আবুলের যোগ্য নেতৃত্বে সংগঠন মজবুত হচ্ছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কাজল দত্ত জানালেন, বর্তমানে বাখরাহাটে প্রায় ৬০ জনের বেশি স্বর্ণ ব্যবসায়ী আছেন। স্বর্ণ শিল্পের কারিগরী দক্ষতায় এই অঞ্চলে স্বর্ণ শিল্পে জোয়ার এসেছে। আমরা চাই ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে। কোনও ক্রেতাই যাতে প্রতারিত না হন সেদিকে সংগঠন কঠোরভাবে লক্ষ্য রাখে। আগামী দিনে সমিতির ব্যবসার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কাজও করবে।

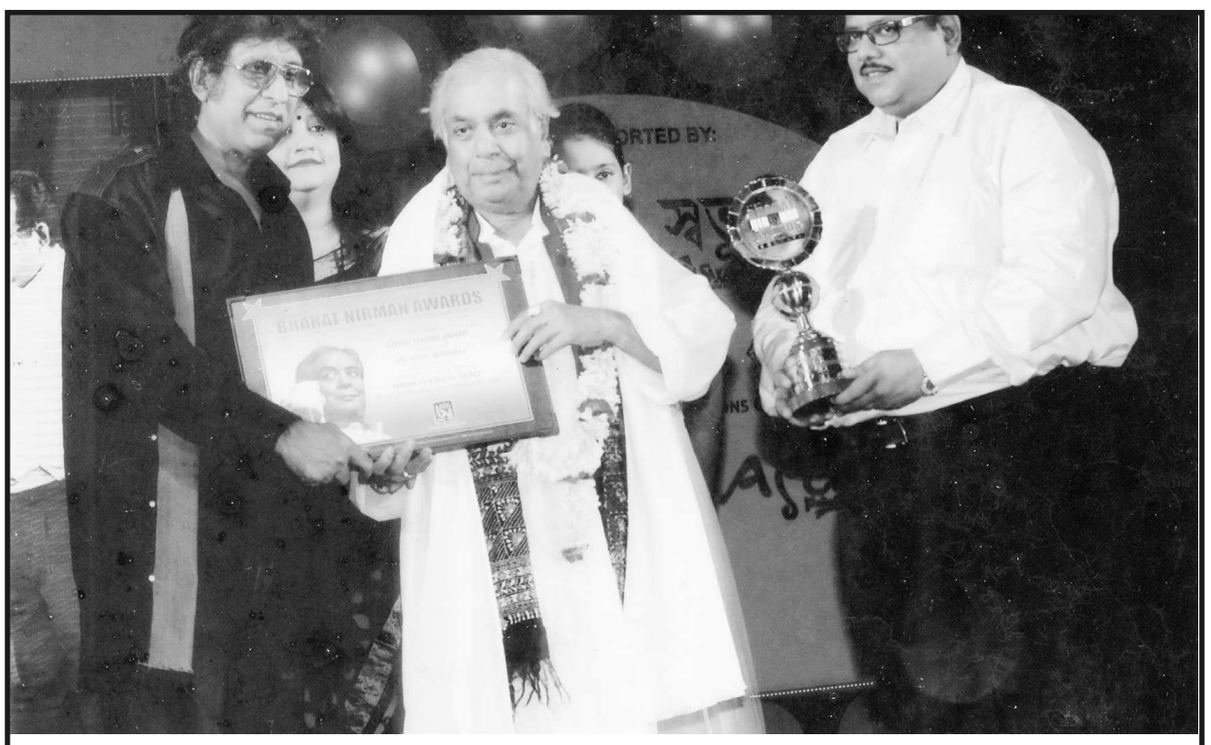

১৪ জুন কলামন্দিরে অনুষ্ঠিত হল ২১তম ভারত নির্মাণ পুরস্কার। এই পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে রয়েছেন বিরজু মহারাজ (ছবির মাঝখানে) (লিভিং লেজেন্ট অ্যাওয়ার্ড), বুদ্ধ দেব গুহ (লিভিং অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড)। কাপেল অ্যাওয়ার্ড প্রাপকরা হলেন গৌতম ঘোষ ও নীলাঞ্জন ঘোষ। এছাড়াও অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন পল্লবী চ্যাটার্জি, গনেশ হালুই, ড. অরূপ মিত্র ও আরও অনেকে। হেল্পেজ ইন্ডিয়া, লা মার্টিনিয়ার ফর বয়েজ, ফিকি লেডিস অর্গানাইজেশন, অ্যাড লাইফ কেয়ারিং মাইন্ডস ইন্সটিটিউশন অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছে।

ছবি: বিজয় শেঠ

রথযাত্রা ২৯৬ বছরে পড়ল

একের পাতার পর

রায়চৌধুরী পরিবারের সদস্য প্রবাল রায়চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরেই রথযাত্রার দায়িত্বে আছেন। গত বৃহস্পতিবার তিনি জানালেন, রথ যাওয়ার জন্য নানা পুলিশী অনুমতি, অতিথিদের নিমন্ত্রণ ও নানা কাজ নিয়ে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন। তার ফাঁকেই কিছুটা সময় প্রতিবেদককে দিলেন। তিনি জানালেন, এবার আমাদের রথযাত্রা ২৯৬ বছরে পড়তে চলেছে। ১৭১৯ সালে রামকৃষ্ণদেব মজুমদার চৌধুরী রথযাত্রার প্রচলন করেছিলেন। তখন নবাবী আমল। তখন বেহালায় ছিল গ্রামীন পরিবেশ। প্রজাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও আনন্দ অনুষ্ঠান ছড়িয়ে দেবার জন্যই রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে সে সময় মেলা বসত। সেই মেলায় লাঠি খেলা, নানা বিচিত্র সব অনুষ্ঠান, খাওয়া–দাওয়া হত। তখন রথে জগন্নাথ–বলরাম–সুভদ্রার মূর্তি ছিল না, ছিল নারায়ন শিলা। ১৯১১ সালে সন্তোষ রায় রোডে লালকুমার রায়চৌধুরী জগন্নাথ মন্দির ও মূর্তি নির্মাণ করেন। রথের দিন জগন্নাথ মন্দিরে সকাল ৭টা থেকে বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়। বিকাল ৪টেয় রথ বের হয়, ম্যান্টন পর্যন্ত ঘুরে সখেরবাজারে স্বর্গীয় হীরালাল বসুর বাড়িতে জগন্নাথ–বলরাম–সুভদ্রাকে রাখা হয়। সেটাকে মাসীর বাড়ি বলা হয়। উল্টোরথের দিন আবার জগন্নাথ মন্দিরে মূর্তিদের স্থাপন করা হয়।

মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র
স্থান ঃ বিবেক নিকেতন, সামালী
পোঃ ন'হাজারি,
থানা ঃ বিষ্ণুপুর,
জেলা ঃ দঃ ২৪ পরগনা।
ফোন ঃ
৮০১৩৫২৩০৯৫

মাটি খুড়ে মদনের কঙ্কাল উদ্ধার, এলাকায় উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গড়িয়া ও বাঁশদ্রোনী লাগোয়া সোনারপুর থানার রেনিয়ায় বহুদিন ধরে জমির দালালি প্রমোটারির ব্যবসা ও নিজের বাড়ির নিচে বে–আইনি অস্ত্র কারখানা এবং দু'জনকে খুন করে মাটিতে পুঁতে দিয়েছিল কুখ্যাত খুনি জ্ঞানসাগর শর্মা। প্রায় আঠারো মাস আগে সোনারপুর থানা খবর পায় রেনিয়ায় অস্ত্র কারখানার আইসি প্রসেনজিৎ ব্যানার্জির নেতৃত্বে ক্রাইম টিমের হাতে গ্রেফতার হয় জ্ঞানসাগর শর্মাসহ চার জন। জেরায় জ্ঞানসাগর জানায় বাড়ির নীচে লেদের কারখানায় গোপনে অস্ত্র তৈরি হয়। অস্ত্র তৈরি করার জন্য বিহারের মুঙ্গের থেকে নিয়ে আসা অভিজ্ঞ কর্মচারীদের নিজের কারখানায় নিয়োগ করে। এই অস্ত্র বিহার, বাংলাদেশে ও বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করত। এরপর সেই কুখ্যাত জ্ঞানসাগর প্রচুর পরিমানে টাকা দিয়ে জামিনে ছাড়া পেয়ে যায়।

এলাকাবাসীরা এই জ্ঞানসাগরের বিরুদ্ধে কোনওরকম কথা বলার সাহস পেত না। অন্যদিকে সুর্যদেব পান্ডার বাড়ির লোকেরা থানায় অভিযোগ করলে তাঁকে মদ খাইয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে হোগলা বনে মাটিতে পুতে দেয় জ্ঞানসাগরের বিরোধী দল প্রতাপ বাঘ ও কাঞ্ছা। এই ঘটনার তদন্তকারী অফিসার দীপঙ্কর সেন জানান, জ্ঞানসাগর, বাবলু ও সুর্যদেবের একটি দল ও বিপরীত দলে প্রতাপ বাঘ ও কাঞ্ছা।

জমির দালালির রেষারেষিতে এই খুন। রেনিয়ার বাসিন্দাদের অভিযোগ পুলিশের এই গা ছাড়া মনোভাব নিয়ে। পুলিশের সঙ্গে পয়সার ব্যাপারে সাট ছিল বলেই বাসিন্দাদের দাবী। এতদিন ধরে জ্ঞানসাগরের অত্যাচারে এলাকার মানুষ ভয়ে মুখে কুলুপ এটে ছিলেন কিন্তু পুলিশ একবারের জন্যে জ্ঞানসাগরকে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতার করেনি কেন?

বাসিন্দাদের মনে সন্দেহের এই প্রশ্ন উঠছে বার বার। সোনারপুর থানা নতুন আইসি অনিল রায় বলেন, তিনি সারে চার মাস হল এসেছেন। কিন্তু ক্রাইমের ঘাটিগুলো জানেননি কেন? প্রথমে যে সব অফিসারেরা জ্ঞানসাগরকে ধরে ছিল সেই সব ক্রাইম অফিসারদের ডেকে ক্রিমিন্যালদের খোঁজ খবর নেননি কেন? অনিলবাবু হাবড়া থানা থেকে বদলি হয়ে সোনারপুর থানায় এসে প্রথমেই রাজপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ও বিধায়কদের সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিচয় দিয়ে চাটুকদারি কর্তব্য পালন করেছেন বলে অভিযোগ। এই অভিযোগ অবশ্য অস্বীকার করেছেন অনিলবাবু। কিন্তু ১.৬৯ স্কোয়ার মাইল বিশাল এলাকা নিয়ে সোনারপুর থানার ক্রাইম প্রোফাইল–এ কোনও পরিবর্তন হবে কিনা সেটাই এখন দেখার। নতুন এসেছি বলে সব দায় এড়ানো যায় কিনা, সেই আইনী প্রশ্ন এখন উঠতে শুরু করেছে।

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
লোকশিল্পীদের পরিচয়পত্র

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্যের লোকশিল্পীদের পরিচয়পত্র প্রদান করার কর্মসূচী চলছে। যে লোকশিল্পীরা দীর্ঘসময় ধরে বিভিন্ন পরম্পরাগত লোক–আঙ্গিকচর্চায় নিবেদিত আছেন তাঁদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর অথবা মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর থেকে আবেদনপত্রের নমুনা সংগ্রহ করতে হবে। দু–কপি সাম্প্রতিক তোলা (পাসপোর্ট) ছবিসহ পূরণ করা আবেদনপত্র আগামী ৩১/০৮/২০১৪–র মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা অথবা মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরে জমা দিতে হবে।

৮০৩/২৩/জে.ত.স.দ./২৪ পরঃ(দঃ)/২৫/০৬/১৪

সীমানা ছাড়িয়ে

কোচবিহারের মদনমোহনদেবের রাসমেলা

মদনমোহন বিগ্রহ

স্বাধীনতার প্রাক্কালে কোচবিহার ছিল একদেশিয় রাজ্য। সেই মহারাজদের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে গোটা উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম পূর্ণাঙ্গ মেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় শ্রী শ্রী মদনমোহন ঠাকুরের পূজো উপলক্ষ্যে রাসপূর্ণিমা তিথিতে কোচবিহার শহরে প্রতিবছর বসে কোচবিহারের 'রাসমেলা।' কোচরাজাদের কুলদেব তা হল শ্রী শ্রী মদনমোহন ঠাকুর। এক মহা মিলনোৎসবের মিষ্টিমধুর সুর বেজে ওঠে এই মেলাকে ঘিরে। দেখা যায় উত্তরবঙ্গে ছয়টি জেলায় প্রায় ৫৭২টি মেলা হয়। এইসব মেলার সঙ্গে মিশে যায় একটি ঐতিহ্যের ফল্গুধারা। মেলাগুলিতে ফুটে ওঠে নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতি, ও আভিজাত্যের প্রতিচ্ছবি। মেলা চলে প্রায় এক কিংবা দুইমাস পক্ষকালব্যাপী ধরে। পর্যটকদের কাছেও এই মেলা দারুণ আকর্ষণীয়। উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক সুবাস পেতে সকলকেই আসতে হবে এই মেলায়।

মেলার সূচনাপর্ব সম্বন্ধে তৎকালীন বা বর্তমান পণ্ডিত মহলে প্রচুর মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতমহলের অভিমত, কোচবিহারের ১৭তম মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের (১৭৮৩–১৮৩৯ খ্রীঃ) আমলেই এই মেলার সূচনা হয়েছিল। বিশ্বনাথ দাস সম্পাদিত জয়নাথ মুন্সী রচিত গ্রন্থখানিতে 'রাজোপাখ্যান'–এ কোচবিহার এর রাসমেলার সূচনাপর্ব সম্পর্কে যে অভিমত বা লেখনি দ্বারা বলা হয় যে, ''৩০১ রাজসকে রাঙ্গালা ১২১৯ (ইং ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ) সালে রাজবাড়ীতে অত্যন্ত প্রচুর পরিমাণে ভৌতিক কার্যকলাপ উপদ্রব শুরু হয়। তাই শ্রী শ্রী মহারাজ (হরেন্দ্রনারায়ণ) তখন সিঙ্গাজানী মওয়ামারী দুই তালুকের মাঝখানে ভেটাগুড়ি নামে একটি নদীর চড়ার মধ্যে নতুন করে রাজধানী ও অতীব সুন্দর এক রাজবাড়ী নির্মাণ করেন।

অগ্রহায়ন মাসে কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রার দিবসে সন্ধ্যাকালে ভূপতি স্বজন সহযোগে নতুন বাসস্থানে যাত্রা করেন। সেইস্থানেই রাসযাত্রা চলতে লাগল। শত ২ সওয়াড়ি সহ অশ্ব ও গজের আরোহন করে এই চলা। সুতরাং ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমানের কোচবিহার শহর থেকে ১৭ কিমি দূরে ভেটাগুড়ি গ্রামে কোচবিহারের রাজধানীর প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই কোচবিহারের রাসমেলার সূচনা হয়েছিল।

১৮৮৯ সালে ৮ জুলাই এক অসাধারণ রাজকীয় সমারোহের মধ্যে দিয়ে বর্তমানে কোচবিহারের মদনমোহন বাড়ির গায়ে মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই মন্দিরটির নির্মাণের কাজ শেষ হয়। ১৮৯০ সালের ২১ মার্চ এক অনাবিল আনন্দ উৎসবের মধ্যে দিয়ে কোচবিহার রাজপরিবারের কুলদেবতা মদনমোহনকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এরপর থেকেই শুরু হয় নিত্যপুজো। চিরাচরিত প্রথা মেনেই রাস পূর্ণিমার দিন এখানে মেলার উদ্বোধন করতেন মহারাজা। পূজা–অর্চনা শেষ হয়ে যাওয়ার পর মহরাজা রাসমঞ্চটি (রাসচক্র) ঘোরাতেন। আর তারপরই জনসাধারণের জন্যে খুলে দেওয়া হত মন্দিরের প্রবেশপথ। হিন্দু–মুসলমান সমস্ত সম্প্রদায়, ধর্ম ভিন্ন সব সম্প্রদায়ের অবাধ প্রবেশ এই মদনমোহন বাড়ির মন্দির চত্বরে। কোচবিহার অ্যাডমিনসট্রেটিভ রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, কৃষ্ণনগরের দক্ষ শিল্পীদের দ্বারা তৈরি নানান ধরনের দেবদেবীর মাটির মূর্তি দিয়ে সাজানো হত মদনমোহন বাড়ির এই ঠাকুর বাড়িকে।

স্বাধীনতার পর কোচবিহারের রাজশাসনের অবসান হয়। কোচবিহার তখন ভারত ভুক্ত এক রাজ্যে পরিণত হয়ে পরে পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় পরিণত হয়। আর তারপর থেকেই এমেলার সূচনা বা উদ্বোধন করে থাকেন রাজ্যের কোনও মন্ত্রী বা জেলা শাসক।

আর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, নবদ্বীপে অনুষ্ঠিত রাসমেলার সঙ্গে কোচবিহারের রাস উৎসবের বেশ কিছু পার্থক্য আছে। যেমন নবদ্বীপে যে রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তা রাধা–কৃষ্ণের যুগল মূর্তিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু কোচবিহারে যাকে কেন্দ্র করে এই মেলা বসে তিনি হলেন কোচ–রাজবংশের কুলদেবতা শ্রী কৃষ্ণেরই একরূপ শ্রী শ্রী মদনমোহন। এখানে তিনি রাধা বিহীন। তবে পরবর্তীকালে কোচ রাজাদের রাজধানী ক্রমশ স্থানান্তর লাভ করে এবং দেখা যায় যে বর্তমানে যে জায়গায় কোচবিহার শহর এখানেই বর্তমান রাজধানী স্থাপন করেন। ফলে রাজন্যবর্গের দ্বারা আয়োজিত রাসমেলারও স্থানের পরিবর্তন ঘটে।

১৮৯০ সালে ৪ মে সেই সময়ের রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ন বেরাগী দীঘির পাড়ে বর্তমানে মদনমোহন ঠাকুর বাড়ির উদ্বোধন করেন। আর সেই থেকে এই বৈরাগী দীঘির পাড়ে শ্রী শ্রী মদনমোহন ঠাকুরের মন্দির সংলগ্ন স্থানেই মেলা বসে আসছে। পরে অবশ্য মেলার জনসংখ্যা, কলেবর বেড়ে যাওয়ায় ১৯১৬ সাল থেকে এই মেলা বসে প্যারেট গ্রাউন্ডের স্থানে। আজও ধারাবাহিকভাবে ওই মাঠেই রাসমেলা প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তাই আজ মাঠটি রাসমেলার মাঠে নামে পরিচিতি অর্জন করে ফেলেছে। অতীতে এই মেলা ঘিরে যে এক অদ্ভুত উন্মাদনা ছিল আজ হয়ত তার জৌলুষ অনেকটাই ম্লান হয়ে গিয়েছে কাল প্রবাহের আবর্তে।

আজও সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, এই মেলা সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করলে ফুটে ওঠে এক সরল, অনাড়ম্বর, সহজ সাধারণ জীবনযাপনের দিকে অভ্যস্থ এখানকার মানুষের নিরলস আনন্দ ও সাদামাঠা গতানুগতিক জীবন যাত্রার প্রবাহের বাইরে এক নতুন বৈচিত্রের আস্বাদ।

রাসচক্র

এই মেলায় দেখার মতো অবিস্মরণীয় দৃশ্য যেমন, সারাদিন মেলা ঘুরে দোকানে বসে দৈ–চিঁড়ে দিয়ে খাওয়া, গরুর গাড়িতে চড়ে রাসমেলায় আসা–যাওয়া, এখানেই রাত্রিযাপন, কীর্তন, কবিগান, যাত্রা শুনে সে প্যান্ডেলেই রাত্রি কাটিয়ে পরদিন ঘরে ফেরা। আসলে হারিয়ে যেতে নেই মানা মনে মনে। তাই তো ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথম এই কোচবিহারে রেলপথ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে এ মেলায় জন সমাগমও ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এমনকী নেপাল, ভূটান ও বাইরের রাজ্য থেকেও মানুষ আসতে থাকেন। যদিও তাদের মানসিক চিন্তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন কেউ আসে এই মিলন উৎসবে নিজেদের মেলাতে আবার কেউবা আসেন পন্যের পসরা নিয়ে নিজের বাণিজ্যের উদ্দেশে।

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ

দুঃখজনক ব্যাপার হল যে ১৯৯৪ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রী শ্রী মদনমোহন ঠাকুরের বিগ্রহটি চুরি হয়ে যায়। সঙ্গে চুরি হয় সোনার ছাতাটিও। তথাপি সেই বছরও এই মেলাটি বন্ধ হয়ে যায়নি তার একটাই কারণ, দুষ্কৃতকারীরা মদনমোহন ঠাকুরকে চুরির করলেও মানুষের মনের মাঝে বসে থাকা মদনমোহনের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা, বিশ্বাসকে চুরি করতে পারেনি। পরের বছরই পূর্বের মূর্তির আদলে একটি অষ্ট ধাতুর বিগ্রহ ও সোনার ছাতা মান্দিরে পুনরায় আবার স্থাপন করা হয়।

যে বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট্যের জন্য কোচবিহারের রাসমেলা সার্বজনীন মাত্রা লাভ করেছে তা হল এখানে হিন্দু–মুসলমান–খ্রীস্টান–শিখসহ সব ধর্ম সম্বন্বয় জাতির মেলবন্ধন। এ এক যেন বৈচিত্রের মাঝে ঐক্য। প্রায় ৩০ ফুট উঁচু এই রাসচক্রটি দেখতে অনেকটা মিনারের ন্যায়। এই রাসচক্রটি দেখতে বেশ সুসদৃশ্য ও সুন্দর এক অস্তিত্বের প্রতীক হিসেবে বর্তমান।

বাঁশ আর কাগজের অতি সূক্ষ্ম কারুকার্যে নির্মিত এই চক্রটি। প্রথা মেনে অর্থাৎ অতীতের সূত্র অনুযায়ী, অনুসরণ করে প্রতিবছর এই রাসচক্রটি নির্মাণ করেন এক মুসলিম পরিবার। যা এক অদ্ভুত সংহতির মিলনের প্রকৃত অর্থটাকেই বাস্তবের সঙ্গে মেলে ধরে। যার টানেই কোচবিহারের এই শ্রী শ্রী মদনমোহন মন্দিরটি আজ এক অন্য মাত্রায় নিজেকে তুলে ধরেছে। সেই সঙ্গে এই রাসমেলার মিলন উৎসটিও এক সর্বধর্মের সমন্বয়ের মহোৎসবে পরিণত হয়েছে অতীত থেকে আজও।

সুজিত চক্রবর্তী

কোচবিহার রাজবাড়ী

শরীর নিয়ে কথা

বর্ষায় কৃমির উৎপাত সামলান সহজে

দিলীপ কুমার মুখার্জি

কৃমি যে নানা রকমের হতে পারে সে ধারণা আমাদের আছে। আমাদের এ ধারণাও আছে যে কৃমি পেটে, বিশেষ করে অন্ত্রে বাস করে। সাধারণভাবে কৃমি আমাদের পরিচিত বলে কৃমিকে গুরুত্ব দিই না, যতটা দেওয়া উচিত। কিন্তু এই বর্ষায় কৃমিকে গুরুত্ব দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন। কারণ এখন তাদের বাড়–বৃদ্ধির সময়।

কৃমি হওয়া যেমন সহজ, তার তৈরি সমস্যা কিন্তু তা নয়। পেট ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরাময়, কাশি, বমি, ক্ষিদে না পাওয়া, অরুচি, জ্বর, বুকের কষ্ট, দুর্বলতা, শরীরের ফ্যাকাসে ভাব, রক্তশূন্যতা–এমনি নানা লক্ষণ দেখা যায় কৃমির প্রভাবে।

কারণ হিসেবে দেখা যায় বর্ষার দূষিত জলের সংস্পর্শ পাওয়া শাক–সবজি–ফল খুব ভাল করে না ধুয়ে খাওয়া, পায়ের ফাটা, হাজা, পাকুই ইত্যাদি ঘায়ের মধ্যে দিয়ে 'হুক ওয়ার্ম' দেহে প্রবেশ করা, হাত না ধুয়ে খাওয়া, খাবার হজম হওয়ার আগেই আবার খাওয়া, বেশি পরিমাণ টক বা মিষ্টি খাওয়া, খুব বেশি পাতলা খাবার খাওয়া, ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম না কার, দিনে ঘুমানো, বিরুদ্ধ আহার গ্রহণ করা যেমন–গরম জিনিস খেয়েই ঠাণ্ডা জিনিস খাওয়া ইত্যাদি।

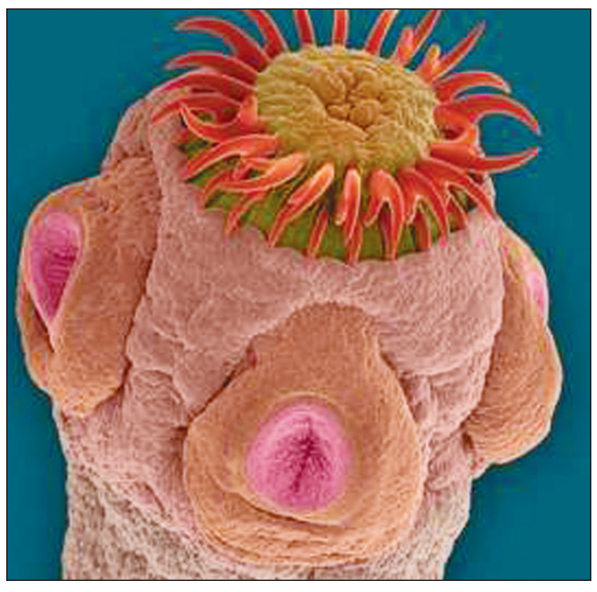

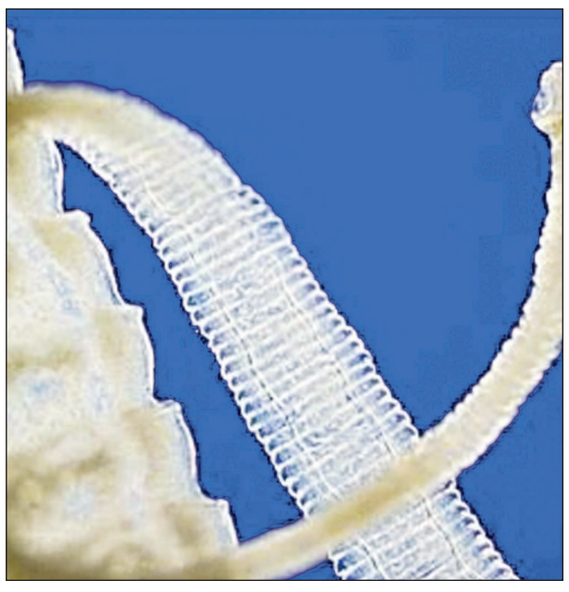

কৃমি থেকে মুক্তির উপায়:

১) সকালে ৫ গ্রাম আখের গুড় ও ১ গ্রাম জোয়ান খেয়ে আগের রাতে রাখা ১ গ্লাস জল খান কয়েকদিন। এতে কৃমি মরে যায়।

২) বিড়ঙ্গ ৪ গ্রাম চূর্ণ মধুর সঙ্গে সকালে প্রতিদিন খান। এতে কৃমি এবং কৃমি থেকে উৎপন্ন রোগ বিনষ্ট হয়।

৩) ১ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো ১ কাপ (১৫০ গ্রাম) দুধে মিশিয়ে দিনে ৩ বার করে খান।

৪) ১০০ গ্রাম নারকেলের দুধ ১ সপ্তাহ ধরে খেলে কৃমি নষ্ট হবে।

৫) কাঁচা সুপারি (গুঁড়ো) ২ গ্রাম লেবুর রসের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে কৃমি নষ্ট হয়।

৬) নরম নিম পাতা ৩টে করে কয়েকদিন খেলে উপকার পাবেন।

৭) নিম তেল মলদ্বারে লাগালে কুঁচো বা ছোট কৃমি বিনষ্ট হয়।

৮) মুলোর রস সামান্য সৈন্ধব লবণ মিশিয়ে দু'বেলা খাওয়া খুব ভাল।

৯) পেঁয়াজের রস ২ চা চামচ একটু গরম করে সকাল সন্ধ্যে খাওয়ালে দারুণ উপকার হবে।

১০) দু'ভাগ দই এবং ১ ভাগ মধু মিশিয়ে খেলে কৃমি মরে যায়।

এছাড়া নিমের এনিমা দেওয়া খুব উপকারী। হজমশক্তি বাড়ানোর জন্য পেটের পটি, গরম–ঠান্ডা সেঁক দেওয়া, পেটের অতিরিক্ত উত্তাপ কমানোর জন্য মাটির প্রলেপ ম্যাজিকের মতো কাজ করতে পারে। হাঁটুর নীচে থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত চাপ দিয়ে মর্দন, অন্ত্রের সচলতা স্বাভাবিক রাখার জন্য অত্যন্ত উপকারী। বজ্রাসন, সহজ অগ্নিসার ইত্যাদি সবাইকে নিশ্চিত ভাল রাখবে।

সৌজন্যে বৈদিক চেতনা

আবহাওয়াবিদরা ক্রমশঃ সরকারের বোঝা হয়ে উঠছেন

শক্তিভূষণ সরকার

হাওয়া বাবুরা বড় মুখ করে দেশবাসীকে সান্ত্বনার শান্তির জলে স্নান করিয়ে বড় আশা দিয়ে কিছুদিন আগেই বলেছিলেন – মা ভৈঃ! মৌসুমী বায়ু কেরলে ঢুকছে বাংলায় আছড়ে পড়ল বলে। ওদের ঢাকে বাজনা বাজে কিন্তু খাজনা আসে না। আকাশ জুড়ে রয়েছে মেঘ কিন্তা তা থেকে বারি ঝড়ে না!

আগে বলা হত আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে। অর্থাৎ ১ আষাঢ় থেকেই পশলা বৃষ্টির সূচনা হত। চাষী নিশ্চিন্ত মনে মাঠে নেমে চাষ করত। এখন আর তা হয় না, আর হবেও না। সাধারণতঃ দেখা যায়, কালবৈশাখীর সূচনার কাল থেকে ২ মাস বাদে বর্ষার বৃষ্টি শুর হয়। চৈত্রে কালবৈশাখীর সূচনা হয়। মাঝে বৈশাখ–জৈষ্ঠ্য বাদ দিয়ে আষাঢ়ে তাই পশলার সূচনা হয়। বৈশাখে কালবৈশাখীর দাপট জোরালো হয় তার ছ'মাস বাদে শ্রাবণে জোরালো ধারা বৃষ্টি নামে। এবার চৈত্র–বৈশাখে কালবৈশাখী হয়নি। তাই আষাঢ়ে মেঘ থাকলেও বৃষ্টি নেই। জৈষ্ঠ্যে কাল জৈষ্ঠ্য সামান্য হয়েছে। তাই শ্রাবণে ধারা বৃষ্টির বদলে হবে নতুন ধরণের পাড়াতুতো বৃষ্টি অথবা হঠাৎ বৃষ্টির প্লাবন।

শ্রাবণে বৃষ্টি হওয়ার মূল কথা — রাজস্থানের মরু বক্ষে ৯৯৬ থেকে ৯৯৮ মিলিবার বায়ুর চাপ হলে তবেই শ্রাবণে ধারা বৃষ্টি হবে নতুবা নয়। আষাঢ়ে পশলা বৃষ্টি হবে মরু বক্ষের উপর ওই মিলিবার বায়ুর চাপের সূচনা হলে। এখন মরু চাষের জন্য মরু বক্ষে আর আগের মতো উত্তাপ নেই। তাই বায়ুর চাপ কমার বদলে উচ্চ চাপ (H) গড়ে উঠছে। মরুকেন্দ্রীক অঞ্চলের পূর্বাংশ থেকে পশ্চিমে শীতল হওয়ায় আসার প্রবণতায় ভুগছে। তাই সমুদ্রে যথেষ্ট জলীয় বাষ্প থাকা সত্ত্বেও সে স্থলভাগে ঢুকছে না। আকাশ জুড়ে পাতলা স্তর মেঘ ঘষা কাচের

মৌসুমীর গতি–পথের ঢাল পাল্টে গিয়েছে। তাই মরুর আকর্ষণে ছুটে যাওয়ার প্রবণতার বদলে উত্তর পশ্চিমের বায়ু পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্তে ছুটে মতো আচ্ছন্ন হয়ে আছে। খালি চোখে বোঝা না গেলেও ওই ঘষা কাচের মেঘেরা গুটি গুটি পায়ে উত্তরে এগিয়ে উত্তরবঙ্গে হিমালয় অঞ্চলে ধাক্কা খেয়ে বৃষ্টি ঘটাচ্ছে। তাই দক্ষিণ জ্বলছে, উত্তর ভাসছে।

বর্তমানে মরু চাষের জন্য নিম্নচাপের কেন্দ্রবিন্দু (L) ছড়িয়ে পড়ছে ভারত মহাখণ্ডের বিক্ষিপ্ত স্থানে। তাই দেখা দিয়েছে বহুমুখী টান। তাই বাতাস নির্দিষ্ট গতিতে আর চলছে না। দম মেরে যেন দাঁড়িয়েই আছে। বৃষ্টিপাতের জন্য চাই জলদ বা নিম্বস মেঘের আনাগোণা। এই মেঘে জলকণার ভাগ বেশি। তাই ওজনেও বেশি হয়। তাই এরা আকাশের নীচ দিয়ে চলে। ঘনত্ব বেশি হওয়ায় সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে না। তাই তাকে কালো মেঘ হিসেবেই দেখা যায়। এই মেঘে যদি উঁচু স্থানে থাকা পাতলা বরফে আচ্ছন্ন অলক মেঘের করমর্দন করতে নীচে নেমে আসে তবে জলদ মেঘের জলকণা জমাট বেঁধে বড় কণায় পরিণত হয়। ওই বড় কণা পৃথিবীর অভিকর্ষের টানে বৃষ্টির আকারে নীচে আছড়ে পড়ে।

তাছাড়া উত্তরের শীতল বাতাসের সঙ্গে সংঘাত হলেও বৃষ্টির সূচনা হয়। এখন মরু চাষের জন্য এক মুখী তীব্র টান নেই, বদলে আছে অসংখ্য বহুমুখী টানের ছোট খাট (L)–এর টান। তাই মেঘেরা কেবল ঝিম মেরে দাঁড়িয়েই থাকে। জমাট বাঁধা বৃষ্টি আর হতে চায় না। যা হয় তা শুধুই শান্তির জল। সরকার মৌসুমীকে হত্যা করেছে। প্রকৃতি তাই কাঁদছে। যে বৃষ্টি হয় তাকে আর বর্ষার বৃষ্টি বলা চলে না, এ শুধু প্রকৃতির বুক ফাঁটা কান্নার জল! হাওয়া বাবুদের সান্ত্বনার গানই ভরসা — বর্ষাকালে বর্ষার বৃষ্টি আর হবে না!

শিক্ষা নিতে বলছেন ধোনি

(আটের পাতার পর)

শচিন তেন্ডুলকর, রাহুল দ্রাবিড়, ভিভিএস লক্ষণরা অবসর নেওয়ার পর এই প্রথম ইংল্যান্ড সফরে যাচ্ছে ভারতীয় দল। দলে বিরাট, চেতেশ্বর পূজারা, রোহিত শর্মার মতো প্রতিভাবান ব্যাটসম্যানরা থাকলেও অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট। কারণ, এত বড় সফরে টেমপারমেন্ট ধরে রাখাটা খুব কঠিন। তাছাড়া ইংল্যান্ড সফর সবসময় কঠিন। প্রতিবারই সেখানকার পরিবেশ–পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে সমস্যায় পড়েন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। তার উপরে শষ ইংল্যান্ড সফরের ফল বেশ চাপে রাখবে ধোনিবাহিনীকে। অধিনায়ক ধোনিও খুব ভালরকম ভাবে বোঝেন, এই সিরিজের গুরুত্ব কতটা। এবারও ব্যর্থতা ভাগ্যে জুটলে অধিনায়কত্ব হয়ত ছাড়তে হবে তাঁকে। তাই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে বেশ সচেতন ভারত অধিনায়ক। বলছেন, 'অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড সফরের ব্যর্থতাকে ভুললে চলবে না। এই হতাশাজনক পারফরম্যান্স থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে।' একইসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড সফরের কথা মনে করিয়ে দেন তিনি। বলেন, সিরিজ জিততে না পারলেও, ওই সফরগুলোই দলকে লড়াই করার অনুপ্রেরণা জোগাবে।

ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড বিগত চারটি বিদেশ সফরেই লজ্জাজনক হারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল ধোনিবাহিনীকে। ২০১১ শেষ ইংল্যান্ড সফরের অবস্থা তো সবচেয়ে শোচনীয়। এ বিষয়ে ধোনি বলেন, 'সে সময় অনেক কিছুই আমাদের বিরুদ্ধে ছিল। দলে অনেকের চোট ছিল। প্রথম টেস্টেই চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছিলেন দলের প্রধান পেসার জাহির খান। যা দলের অন্যান্য পেসারদের উপর চাপ অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছিল। দলে বোলারও সেরকম কেউ ছিল না। আমরা অনেকগুলো ভুল করেছিলাম। আমরা পজিশনে গিয়েও সেটা হাত ছাড়া করেছি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিপক্ষের উপর চাপ তৈরি করা এবং তা বজায় রাখা। কিন্তু তা করা সম্ভব হয়নি।'

এবার পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য ১৮ জনের দল পাঠিয়েছেন ভারতীয় নির্বাচকরা। দলে বেশ কয়েকজন তরুণ ক্রিকেটারও রয়েছেন। এবিষয়ে ধোনির বক্তব্য, 'পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ তরুণদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। দেখে মনে হচ্ছে, বড় দল। কিন্তু চোট সমস্যা তৈরি হলেও আমাদের হাতে পরিবর্তনের সুযোগ থাকবে।' পুরনো স্মৃতিকে ভুলে নতুন করে এই সিরিজ শুরু করতে চান তিনি। পাশাপাশি দলের গায়ে লেগে যাওয়া 'ঘরের মাটিতে বাঘ' তকমাটা মুছতে চান ধোনি। ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজ খেলার সুযোগ পেয়ে নিজেদের প্রমাণ করতে চান বিরাট থেকে রোহিত, পূজারা থেকে সামি প্রত্যেকেই। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামার আগে তাই ২৬ জুন থেকে শুরু হতে চলা প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচেই নিজেদের ঝালিয়ে নিতে চাইছেন তাঁরা। এখন দেখার ইংল্যান্ডের বুকে নতুন কোনও ইতিহাস তৈরি হয় কিনা।

উঠে আসছেন অনামীরাও

(আটের পাতার পর)

কোষ্টারিকা, বেলজিয়ামের মতই মেক্সিকো, চিলি, কলোম্বিয়ার মতো দলগুলিও পরের রাউন্ডে সহজে পৌঁছে গিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে দর্শকদের। বড় দলগুলির ব্যর্থতার পাশে অনামী দলগুলির এইভাবে উঠে আসা এবারে এক নতুন স্বাদ এনে দিয়েছে ফুটবলপ্রেমীদের এবং বলাবাহুল্য তারা সেই স্বাদ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন। এবার বিশ্বকাপের আগে ফুটবলপ্রেমীরা ধন্দে ছিলেন তারকাদের পারফরম্যান্স নিয়ে। কিন্তু প্রথম সপ্তাহ থেকেই বেশিরভাগ তারকা নিজেদের নামের প্রতি সুবিচার করছেন। নেইমার, অস্কার থেকে মেসি মুলার–রবেন, ভান পার্সি থেকে সুয়ারেজ, সব তারকাই গোল করছেন, করাচ্ছেন। তবে সেরা গোলের লড়াই এ এগিয়ে আছেন নেদারল্যান্ডের ফান পার্সি। তার উড়ন্ত হেডের গোলকেই এখনও পর্যন্ত সেরা বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। শুধু অসাধারণ গোলই নয়, বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিকও হয়ে গিয়েছে এরমধ্যেই। জার্মানির টমাস মুলার পর্তুগালের বিরুদ্ধে এবারের প্রথম হ্যাটট্রিকটি করেন। ব্রাজিলের নয়নের মনি নেইমারও খুব ভাল ফর্মে রয়েছেন। প্রথম ম্যাচেই জোড়া গোল করে রেকর্ড করেছেন তিনি। বিশ্বকাপ অভিষেকে জোড়া গোলের কৃতিত্ব আর কোনও ব্রাজিলিওর নেই। স্বয়ং ফুটবলসম্রাট পেলেরও এই কৃতিত্ব নেই। ক্যামেরুন ম্যাচে আবার জোড়া গোল করে এইমুহূর্তে সর্বোচ্চ স্কোরারও হয়ে রয়েছেন নেইমার। স্বভাবতই নেইমারকে ঘিরেই দেশের মাঠে কাপ হাতে তোলার স্বপ্ন দৃঢ় হচ্ছে ব্রাজিলীয়দের। নেইমারের মতই আরেক তারকা আর্জেন্টাইন অধিনায়ক লিওনেল মেসিও পায়ের জাদুতে কাঁপিয়ে দিচ্ছেন বিশ্ববাসীকে। প্রায় একক প্রয়াসে তিনি পরের রাউন্ডে তুলে দিয়েছেন আর্জেনটিনাকে। তবে কাপ জিততে গেলে বাকি দলকেও মেসির সাথে যোগ্য সঙ্গত করতে হবে। উরুগুয়ের সুয়ারেজ ও এই তালিকায় আসতে পারতেন। কিন্তু ইতালির চেলেনিকে কামড়ে দিয়ে তিনি নিজেতো বিপদে পড়েছেনই সঙ্গে সঙ্গে দলকেও বিপদে ফেলেছেন।

শুধু নামিরাই নন, অনেক অনামিরাও উঠে আসছেন এবারে। বেলজিয়ামের ফেলানি, হ্যাজার্ড, কোস্টোরিকার ক্যাম্পবেল, মেক্সিকোর গোলকিপার ওচোয়া প্রমুখরা এর মধ্যেই বড় দলগুলির ঘুম কাড়তে শুরু করে দিয়েছেন। ওচোয়া ব্রাজিলের বিরুদ্ধে গোলের নিচে এমন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিলেন যে নেইমাররা শত চেষ্টা করেও গোলে বল ঢোকাতে পারেননি।

চোট আঘাত কাটিয়ে প্রায় সব তারকারাই নিজেদের প্রতিভার প্রতি সুবিচার করা শুরু করলেও চূড়ান্ত ব্যর্থ হচ্ছেন পর্তুগালের অধিনায়ক তথা 'ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার' ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তার জঘন্য ফর্মই পর্তুগালের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে অনেকাংশে দায়ী।

ঘাত–প্রতিঘাত, আক্রমণ–প্রতিআক্রমণের খেলায় এবারের বিশ্বকাপের প্রতিটা ম্যাচই জমজমাট রূপ নিয়েছে। ১৯৭০–এর মেক্সিকো বিশ্বকাপকে এখনও পর্যন্ত সেরা বিশ্বকাপ বলেন বিশেষজ্ঞরা। জার্মানির গার্ড মুলার, ইংল্যান্ডের ববি মুর, ব্যাঙ্কসদের টপকে ব্রাজিলের পেলে, কার্লোস আলবার্তোরা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন সেবারের বিশ্বকাপ। প্রথম সপ্তহেই অসাধারণ বিনোদন দেওয়ার পর ২০১৪–র ব্রাজিল কি পারবে ১৯৭০ এর মেক্সিকোকে ছুঁতে? এর উত্তর হয়ত সময় হলে পাওয়া যাবে, তবে সাম্বার দেশ যে ইতিমধ্যেই সবাইকে মাতিয়ে দিয়েছে সে বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই।

জেলায় বৃষ্টির ঘাটতি ২০ শতাংশ

খামখেয়ালি বৃষ্টি ভাবাচ্ছে কৃষি আধিকারিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ২৯টি ব্লকে এখনও আমন ধান চাষের বীজ রোপন সে অর্থে শুরু করা যায়নি। কারণ, এখনও জেলায় প্রায় ২০ শতাংশ বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে। এবার বৃষ্টির খামখেয়ালীপনায় জেলার কৃষি অধিকর্তা থেকে শুরু করে অন্যান্য আধিকারিকরাও যথেষ্ট চিন্তিত। কারণ, এবারজেলায় সর্বত্র সমানভাবে বৃষ্টি হচ্ছে না। কোনও ব্লকে হয়ত ভাল বৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু এক একটা ব্লক এখনও শুখা। জেলার কৃষি অধিকর্তা আশীষ লাহিড়ী জানালেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় প্রতিটি ব্লকেই কাঁকড়ী–বীজতলা তৈরি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বৃষ্টির খামখেয়ালীপনায় আমরা চিন্তিত। তবে এখনও যথেষ্ট সময় আছে, তাই আমরা লক্ষ রাখছি। ক্যানিং–২, ভাঙ্গড়, জয়নগর, বারুইপুর ব্লকের বৃষ্টির পরিমাণ কম। তাই বীজতলা রোপনের জন্য কাজ করা যাচ্ছে না। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ৩ লক্ষ ২১ হাজার ২১৮ হেক্টর জমিতে আমন ধান চাষ হয়। চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা আছে জেলা প্রতি ২৫৩৪ কেজি। আশা করা যায় এবার এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা যাবে। আশীষবাবু বলেন, এবার জেলার ২৯টি ব্লকে ৬০টি জায়গায় ১০০ হেক্টর জমিতে বিশেষ ধান চাষের প্রদর্শণী ক্ষেত্র করা হয়েছে। কৃষকদের বিনামূল্যে বিশেষ বীজধান প্রতি ব্লক থেকে বন্টন করা হয়েছে। আগামী দিনে কৃষকদের নানা আর্থিক সহযোগিতার বিষয়ে কৃষি দফতর চিন্তাভাবনা করছে। তবে কৃষকদের অবশ্যই কিষান ক্রেডিট কার্ড করা উচিৎ।

মূল্য বৃদ্ধিতে রাজ্যবাসী চরম বিপদে

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার রেল ভাড়া বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করায় সারা রাজ্য জুড়ে ডান–বাম রাজনৈতিক দলগুলি রাস্তায় নেমে আন্দোলন, অবরোধ, প্রতিবাদের ভাষা তীব্র থেকে তীব্রতর করেছে। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরেই সারা রাজ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে শাকসবজি, মাছ, মাংস, ডিমের দাম যেভাবে ঊর্ধ্বমূখী হচ্ছে, মধ্যবিত্ত–দরিদ্র শ্রেণির মানুষরা তাতে চরম বিপদের মুখে পড়েছে।

সে ব্যাপারে শাসক তৃণমূল সরকার কোনও সদর্থক ভূমিকা নিয়ে সমস্যার সমাধান করতে পারছে না। রেল ভাড়া বৃদ্ধির সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টিকে কোনও কোনও রাজনৈতিক দল আজেন্ডা হিসেবে পাশে রাখলেও তা লোক দেখানো বলেই মনে করছে আমআদমি। রেল ভাড়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকার দূর পাল্লা ও পন্য মাশুলের ভাড়া বর্দ্ধিত করার বিষয়ে অনড় থাকলেও শেষমেশ লোকাল ট্রেনের ভাড়া এবং মাসিক ভাড়ার ক্ষেত্রে নমনীয়ভাব দেখানোও জনগণ খুশি। কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি যেহারে হচ্ছে তাতে মানুষ রীতিমতো অতিষ্টিত।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আলুর দাম ১৪ টাকায় বেঁধে দিলেও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে আলু ১৮ টাকা কেজি করে বিক্রি হচ্ছে। পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৩০ টাকা কেজি করে। এছাড়া মুরগী ১৫০ টাকা, চারাপোনা ১৩০ টাকা, ডিম ৫ টাকা পিস। চাল ন্যূনতম ২৭ টাকা কেজি, সরসের দেল ১০০ টাকা কেজি করে বিক্রি হচ্ছে।

সাধারণ মানুষের বক্তব্য দূরপাল্লার ট্রেনের ভাড়া বাড়ল কি কমল তাতে তাদের কিছু যায় আসে না। প্রতিদিন সংসার চালাতে সাধারণ মানুষকে যে নাজেহাল হতে হচ্ছে সে ব্যাপারে সরকার সত্যিকারের সদর্থক ভূমিকা নিক। মুখ্যমন্ত্রী নামকা ওয়াস্তে মূল্যবৃদ্ধি রোধে টাকফোর্স গঠন করে, শহর অঞ্চলে কিছু কেন্দ্র থেকে কম দামে আলু, পেঁয়াজ বিক্রি করলেও গ্রামের মানুষের দুঃখ দুর্দশা ঘুচছে না। এখনি যদি সর্বত্র মূল্যবৃদ্ধি রোধে লাগাম টানা না হয়, তাহলে রাজ্যবাসী চরম বিড়ম্বনার মধ্যে পড়বে। মানুষের দাবী মূল্যবৃদ্ধি রোধে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এক যোগে কাজ করুক।।

মাটি ও মানুষ

মাঙ্গলিকী

বড়িষার জাদু আড্ডা

আড্ডায় ৫ জনও যোগদান করতে পারেন, আবার সংখ্যাটা ৫০–ও ছাপিয়ে যেতে পারে। অতীতে যেমন বড়িষার জাদু আড্ডায় ৫০ ছাপিয়ে অনেক বেশি সংখ্যক জাদুকর যোগদান করেছেন, তেমনি সম্প্রতি এক আড্ডায় ৪ জন জাদুকরই আড্ডা জমিয়ে তুললেন নানান আলোচনায়। এই আড্ডাতেই সমীর গুহঠাকুরতা ও সতীপ্রসাদ সরকার প্রদর্শন করলেন ইংল্যাণ্ডের বরিষ্ট জাদুকর রণ চ্যাটবার্ণের কাছ থেকে পাওয়া অতি উষ্ণ ভালবাসা মাখা চিঠি, ডোভারের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সমৃদ্ধ পিকচার পোস্টকার্ড। রণ সম্প্রতি কলকাতা ঘুরে গিয়েছেন, বড়িষার জাদু আড্ডাতেও যোগদান করেছিলেন। তাঁর চিঠির ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে সমীর গুহঠাকুরতা ও সতীপ্রসাদ সরকারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার ফলে রণের মানসিক আনন্দের কথা। সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন জাদুকর সোনালি কর্মকারও রণের কাছ থেকে ঠিক একইরকম পিতৃ স্নেহমাখা চিঠি ও পিকচার কার্ড পেয়েছেন। এদিন অরুণবাবু প্রদর্শণ করলেন আলিপুর বার্তা পত্রিকার নতুন আঙ্গিকে প্রকাশিত সংখ্যাটি। যুবা জাদুকর অনুপ চক্রবর্তী প্রদশণ করলেন তাঁর সম্প্রতি কেনা কয়েকটি পুরাতন বাংলা জাদু গ্রন্থ। এই ধরণের সংগ্রহ থেকে বাংলায় বহু যুগ ধরে জাদুকলা চর্চার একটা ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়।

সবশেষে এদিন ৪ বরিষ্ট জাদুকরের সামনে ৬ বছরের ক্ষুদে জাদুকর বিশ্বক মল্লিক (নিজেকে সে সুর্য বলে) তাস ও দড়ি নিয়ে কিছু জাদু দেখল – এই প্রতিবেদকের আবারও মনে পড়ে গেল বিশ্বকবির সেই বিখ্যাত কবিতার কয়েক পংক্তি, 'জগৎ পারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলা...'।

এদিন অনুপ চক্রবর্তী যে বাংলা জাদু গ্রন্থগুলি দেখালেন, সেগুলির লেখকেরা হলেন জাদুকর অমুল্য কর, সুরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য ও বরদা প্রসন্ন মজুমদার।

সম্প্রতি অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক সাহিত্য সভায় জনৈক সঙ্গীত শিল্পীর কাছ থেকে একটি সুদৃশ্য বাংলা ক্যালেন্ডার উপহার পান। সেটি তিনি এদিন জাদু আড্ডার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সমীর গুহঠাকুরতার হাতে সকলের তরফে বিশেষ উপহার হিসেবে তুলে দেন।

এ্যামেন্ড–এর চতুর্থ কনভেনশন

'একাদেমি অফ সোসিও–কালচারাল এনভাইরোনমেন্টাল নর্মাটিভ ডেভলপমেন্টে'র (এস্যানেড) চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৫ মে উত্তরপাড়া রাজাপিয়ারী মোহন কলেজের শতবার্ষিকী সভা গৃহে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ময়না কলেজের অধ্যক্ষ, জনসমুদ্র পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন। সারা পশ্চিমবাংলায় প্রথম থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ইংরাজী ভাষার বিষয়ে ব্যাকরণ সমৃদ্ধ চেতনা ও ইংরাজি ভাষায় দখল, এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বহু বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। বিভিন্ন বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারী ছাত্রছাত্রীদের হাতে উদ্যোক্তাদের তরফে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় সংস্থার সম্পাদক মধুসূদন আচার্য, সভাপতি যশোবন্ত মহাপাত্র, সংস্থার পরীক্ষা নিয়ামক আশীষ কুমার গাজি প্রমুখ।

ভারতবর্ষে ইংরাজি শিক্ষার প্রচলন, বিস্তার ও তাঁর গুরুত্বের বিষয়ে মূল্যবান ভাষণ দেন ডঃ বর্ধন। এই অনুষ্ঠানে শিক্ষাজগতের ৫০০ জন যোগদান করে অনুষ্ঠানটিকে সমৃদ্ধ করেন।

বৃষ্টি ভেজা মন

সুমন্ত ভৌমিক

ভাল লাগা যা মন কে ছুঁয়ে যায় বারবার। বৃষ্টি এলে মনে যেন এক অদ্ভুত অনুভূতি লক্ষ্য করা যায়। আর সেই বৃষ্টি যদি নিজের মন কে ছুঁয়ে দিয়ে যায় তবে তো কোনও কথাই নেই। এমনি এক বৃষ্টি ছুঁয়ে আমাদের জীবনের সুখ–দুঃখের, মনের ভালবাসা আর ফেলে আসা ছেলেবেলার জলছবি। যা কবি বলেছেন তাঁর এই কাব্যগ্রন্থে। অন্তহীন, অনন্ত জীবনপ্রবাহের কথা, তার অভিঘাতের কথা, প্রকৃতির বৃষ্টি মানুষের মনকে ছুঁয়ে মিলেমিশে একাকার হবার কথা, তা

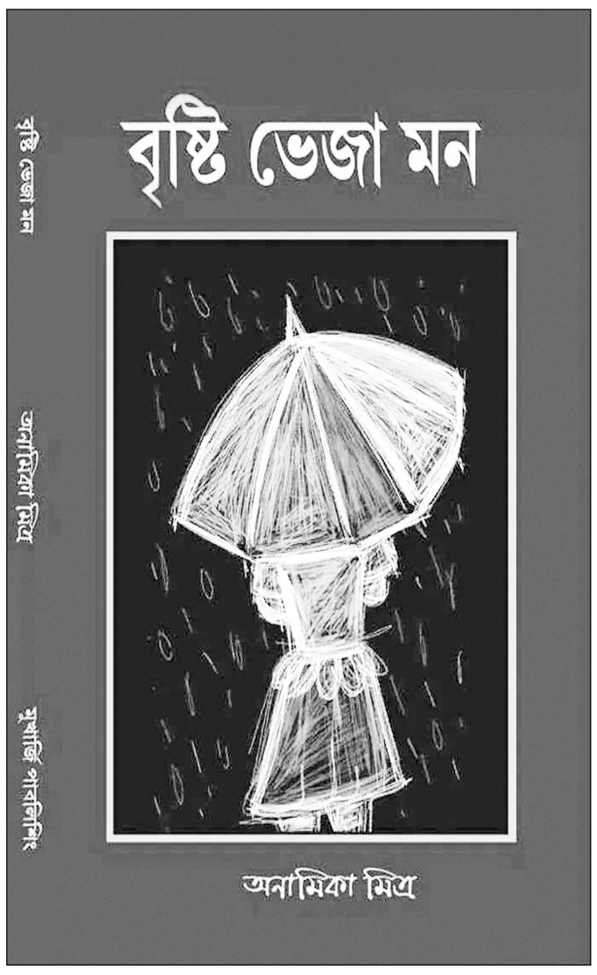

গিয়েছে আমাদের কবির মন কে আর তাঁর একটু একটু করে লিখে ফেলা তাঁর কবিতাকে। অনামিকার নতুন কবিতার বই 'বৃষ্টি ভেজা মন' বড় রোম্যান্টিক ও নস্ট্যালজিয়া। তাই কবি আবার বললেন, – 'সময় চলে যায়... / না জানিয়া বিদায়... / রেখে যায় পথে–/শুধু নস্ট্যালজিয়া...।' কবির জীবনে প্রথম পাঠক ছিলেন তাঁর দাদু তাই কবি বললেন – 'খুব মিস করছি দাদু তোমায়.. অভিযোগ/শুধু আর দশটা মিনিট যদি দিতে।' কবি তার হারানো ছেলেবেলাকে বারে বারে ফিরে পেতে চায়, তাই বলেছে – 'তবু যদি প্রশ্ন কর – সময় যন্ত্রে চড়ে, / কোথায় যেতে চাও?' / তবে বলব আমি, নিয়ে চল আমাকে–/ আমার হারানো ছেলেবেলায়। কবিতাগুলো নিজের গুনেই পড়িয়ে নেয় পাঠককে। পাশাপাশি খুব ভাল লাগার মধ্যে প্রেমের দেবতা, যদি কখনও, শেষ ইচ্ছে, তোমার আমার মাঝে, জীবন বনাম খেলা কবিতাগুলি।

অরূপ রতন

বইটি মোট ৭৬ পৃষ্ঠার। তাতে আছে ছোট ও বড় মিলিয়ে ৩৪টি কবিতা। চমৎকার ছাপা ও রঙিন অলংকরন, সুন্দর সংকলন যা পাঠে সুখ ও স্বস্তি আছে। ভাল কবিতার পাশাপাশি বই–এর নানা পৃষ্ঠায় সুন্দর নানা অলংকরন যা অনন্য প্রাপ্তি।

কাব্যগ্রন্থ: বৃষ্টি ভেজা মন
কবি: অনামিকা মিত্র
প্রকাশিকা: মৌসুমী মুখোপাধ্যায়
মুখার্জি পাবলিশিং
৮বি/২ টেমার লেন,
কলকাতা–৭০০০০৯
দাম: ১৫০ টাকা

প্রেরণা প্রকাশনী'র প্রথম প্রয়াস 'শুধু তোমারই জন্য'

নিজস্ব সংবাদদাতা: সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত 'উত্তর বাওয়ালী' গ্রামের নবীন কবি অভিজিৎ প্রামাণিকের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শুধু তোমারই জন্য' বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হল উক্ত গ্রামেরই বিশিষ্ট খ্যাতিমান সঙ্গীতশিল্পী ও সুরকার প্রণব দাস মহাশয়ের রথতলায় অবস্থিত নিজ বাসভবনে। ঘরোয়া পরিবেশে অনাড়ম্বর এই অনুষ্ঠানে আলাপ–আলোচনা পর্বের পর শ্রী দাসের উদ্বোধন সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির শুভ সূচনা হয়। এরপর বাখরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনার নিবাসী জনপ্রিয় গল্পকার ও বিশিষ্ট খ্যাতিমান সাহিত্যিক জগদীশ প্রসাদ সাঁতরা মহাশয় আবরণ উন্মোচনের মাধ্যমে এই বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন।

এই অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রণব দাস এবং প্রধান অতিথি যথাক্রমে জগদীশ সাঁতরা ও অরবিন্দ পাঁজা মহাশয় ছাড়াও উপস্থিত প্রায় সকলেই তাঁদের সাহিত্যচর্চা সম্পর্কিত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

সদ্য প্রকাশিত এই গ্রন্থটি থেকে কবি অভিজিৎ প্রামাণিক একটি কবিতা পাঠ করেন। এরপর স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন জগদীশ প্রসাদ সাঁতরা, অরবিন্দ পাঁজা, প্রণব দাস, বসন্ত পরামানিক এবং উক্ত গ্রন্থটির প্রকাশক মানস চক্রবর্তী। অন্যান্য আমন্ত্রিত যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এদিন উপস্থিত হতে পারেননি তাঁরা তাঁদের শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছেন।

উপস্থিত সকলেই প্রেরণা পত্রিকা তথা প্রেরণা প্রকাশনী'র এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এই সংস্থার আগামী দিনের পথচলা যাতে সুন্দর ও সাবলীল হয় সে সম্পর্কে শ্রী সাঁতরা তাঁর অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ সুপরামর্শ যেমন দিয়েছেন তেমনই অভিজিৎ প্রামাণিকসহ উপস্থিত সকল নবীন লেখকদেরই তিনি আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। অন্যান্য সাহিত্য সাথীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সৌমেন দাস, সুজিত মণ্ডল, তাপস চক্রবর্তী, ভাস্কর মণ্ডল প্রমুখ। শ্রী দাসের সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির শুভ সমাপ্তি ঘোষিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি নিপুণতার সঙ্গে পরিচালনা করেন প্রণব দাস ও বসন্ত পরামানিক।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা

যুগ সাগ্নিক
সম্পাদক – প্রদীপ গুপ্ত
২/৫৬–এ, নেতাজী নগর,
কলকাতা – ৭০০০৯২
মোবাইল – ৯০৫১৪৭১০৭৫

**প্রথম বছরেই পাঠককূলের সমাদর পেয়েছে।
লেখক–পাঠক হিসেবে যুক্ত হন।**

একটি ঘোষণা

যুগসাগ্নিকের বিশেষ অনুষ্ঠান

আগামী ৪ জুলাই, বিকাল ৫ টায় জীবনানন্দ সভাগৃহে ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা যুগসাগ্নিকের শ্রাবণ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ। সভায় উপস্থিত থাকবেন কবি কৃষ্ণা বসু, রত্নেশ্বর হাজরা, দীপক লাহিড়ী, ব্রত চক্রবর্তী। পত্রিকার লেখক–লেখিকারা তাঁদের রচনা পাঠের মাধ্যমে সাহিত্য কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাকে সমৃদ্ধ করবেন।

অঘটনে,উত্তেজনায় জমে উঠেছে এবারের বিশ্বকাপ

মেসি নেইমারদের সাথে উঠে আসছেন অনামীরাও

অর্পন মন্ডল

দেখতে দেখতে দ্বিতীয় সপ্তাহ কেটে গেল এবারের বিশ্বকাপের। গ্রুপ লিগের প্রায় ৮০ শতাংশ খেলা শেষ হবার পর প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের ছবিটা মোটামুটিভাবে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। স্কিলের ঝলকানি, ব্যক্তিগত নৈপুন্য সার্থক করে তুলেছেন এবারের ব্রাজিল বিশ্বকাপে। ব্রাজিলের বেশ কিছু জায়গায় এইসময় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, সে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও ফুটবল মাঠে গোলের বন্যা রুখতে ডিফেন্ডারদের কালঘাম ছুটছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

দুটো ইউরো কাপ, একটা বিশ্বকাপ জেতা স্পেন এবারে প্রথম ম্যাচেই নেদারল্যান্ডের কাছে ৫-১ গোলে বিধস্ত হয়। ফান পার্সি, রবেনদের দাপটে ছারখার হয়ে যায় জাভি, ইনিয়েস্তাদের তিকিতাকা ফুটবল। আর দ্বিতীয় ম্যাচে চিলির কাছে ২-০ হারটাই এবারের অভিযান সাঙ্গ করে দিল স্প্যানিশ আর্মাডার। স্পেনের মতই হাল যথেষ্ট পরিমানেই হতাশ করেছে সকলকে।

তবে বেশ কিছু নামী দলগুলি বিদায় নিলেও এবারের বিশ্বকাপে উঠে এসেছে অনেক নতুন দল। কোষ্টারিকা, বেলজিয়াম, মেক্সিকো, কলম্বিয়ার মতো দলগুলি বড় দল ছোটো দলের মধ্যেকার 'লাইন অফ কনট্রোল' মুছে দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কোষ্টারিকা এর আগে

আর দলগত সংহতির ওপর ভর করে ব্রাজিল বিশ্বকাপকে অন্যতম উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন ফুটবলাররা।

এখনও পর্যন্ত প্রায় সমস্ত খেলাই উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গড়িয়েছে। চূড়ান্ত রক্ষনাত্মক ফুটবল খেলতে এবারে কোনও দলকেই দেখা যায়নি, তা সে খাতায়-কলমে যতই দুর্বল দল হোক না কেন। যার ফলস্বরূপ, প্রথম ৩৫টি ম্যাচেই মোট গোল সংখ্যা ১০০র গন্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। এবারে ম্যাচপিছু গোলের গড় সবসময়েই ৩ অথবা তার আশেপাশেই থেকেছে। শেষ ১৩টি বিশ্বকাপের তুলনায় এই গড় অনেকটাই ভাল জায়গায়। ফুটবলাররা ফিফার 'গো ফর গোলস' স্লোগানকে

তবে স্কিলফুল ফুটবল যেমন ফুটবলপ্রেমীদের মুগ্ধ করছে, তেমনই প্রিয় দলদের বিদায় হতাশ করছে সবাইকে। এবারে গ্রুপ লিগেই অভিযানের ইতি ঘটেছে বেশ কিছু নামী দলের। তবে সবথেকে যে ব্যপারটা ফুটবলপ্রেমীদের হতাশ করেছে সেটা হল গতবারের চ্যাম্পিয়ান স্পেনের প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নেওয়া। ২০০২ সালের ফ্রান্সের পর এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এমন ঘটনা ঘটল, যখন চ্যাম্পিয়ানদেরই প্রথম রাউন্ডের পর বিদায় নিতে হচ্ছে। ক্যাসিয়াস, ভিয়া, র‍্যামোস, ইনিয়েস্তার মতো বিরাট ম্যাপের ফুটবলার থাকা সত্ত্বেও স্পেনের প্রথমেই বিদায় নেওয়াটা ফুটবলপ্রেমীদের কাছে বেশ হতাশার। পরপর

হয়েছে চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ইতালির। প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডকে হারালেও 'গ্রুপ অফ ডেথে'র অপর দুই দল কোষ্টারিকা ও উরুগুয়ের কাছে হেরে বিদায় নিতে হল আজ্জুরিদের। যথেষ্ট ভাল দল থাকা সত্ত্বেও কোচ সিজার প্রান্দোলির অতিরিক্ত পরীক্ষা-নিরিক্ষাই যে ইতালিকে ডুবিয়েছে তা মেনে নিয়েছেন সব বিশেষজ্ঞরাই। স্পেন, ইতালির মতো ওয়েন রুনির ইংল্যান্ড, মদরিচ, ওলিচদের ক্রোয়েশিয়ারও গ্রুপ লিগেই দৌড় শেষ হয়ে গিয়েছে। ফিফার বর্ষসেরা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগাল প্রায় ছিটকে যাওয়ার পথেই রয়েছে তবে খাতায়-কলমে ক্ষীন সুযোগ তাদের এখনও রয়েছে। ব্রাজিলে বড় দলগুলির এভাবে প্রথমেই ছিটকে যাওয়াটা

একবার মাত্র দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছিল। এবারে কিন্তু কোষ্টারিকা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সমীহ আদায় করে নিয়েছে। গ্রুপ-ডি, যে গ্রুপকে এবারের বিশ্বকাপের সবথেকে কঠিন গ্রুপ বা 'গ্রুপ অফ ডেথ' বলা হচ্ছিল, সেই গ্রুপের দুই হেভিওয়েট দল উরুগুয়ে ও ইতালিকে হারিয়ে পরের রাউন্ডে পৌঁছে গিয়েছে কোষ্টারিকা। বিশ্বকাপ শুরুর আগে থেকেই বেলজিয়ামকে এবারের 'ডার্ক হর্স' বলা হচ্ছিল। খুব সহজেই নক-আউট পর্বে পৌঁছে বিশেষজ্ঞদের থেকে পাওয়া তকমাকে যোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন বেলজিয়ামের শিফো, কোম্পানি, হ্যাজার্ড, ফেলানিরা।

এরপর সাতের পাতায়

অতীত থেকে শিক্ষা নিতে বলছেন ধোনি

ঋক দাস

বিদেশের মাটিতে রেকর্ডটা খুব একটা ভাল নয় ভারতের। অধিনায়ক সৌরভের সময় উপমহাদেশের বাইরে ভারতীয় দলের যে লড়াকু ইমেজটা ছিল ভারতীয় দলের, সেটাও অনেকটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে। তাঁর আমলেই বিদেশের মাটিতে সবচেয়ে বড় বিপর্যয়টা ঘটেছে ভারতীয় দলের। ২০১১ সালে অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ড সফর মিলিয়ে মোট আটটি টেস্টে মুখ থুবড়ে পড়েছিল ভারতীয় দল। ফলে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল দেশ জুড়ে। এবার সেই হারের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ এসেছে ভারতীয় দলের কাছে। ইতিমধ্যেই ইংল্যান্ডের মাটিতে পা রেখেছেন ভারতীয় দলের সদস্যরা। প্রায় দু'মাসের লম্বা সফরে পাঁচটি টেস্ট, পাঁচটি একদিনের ম্যাচ ও একটি টি-২০ ম্যাচে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে ভারত। ৯ জুলাই থেকে শুরু হতে চলেছে প্রথম টেস্ট। তার আগে অবশ্য দু'টি তিন দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ধোনি বাহিনী। *এরপর সাতের পাতায়*

বিশ্বকাপের কড়চা

অদ্ভুত প্রেম

তিলক দাস: ফুটবলই তাঁর ধ্যান, ফুটবলই তাঁর জ্ঞান। ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত সব কিছুতেই তাঁর ফুটবল। এ এক অদ্ভুত ফুটবল অনুরাগীর গল্প। তাঁর জীবনের প্রতিটি কোণায় লেগে রয়েছে ফুটবলের রং। নেলসন প্যাভেত্তি। ব্রাজিলের এই অনুরাগীর আবেগই হার মানাবে যে কোনও বিখ্যাত রূপকথাকে। সাও পাওলো নিবাসী প্যাভেত্তি পেশায় একজন আইনজীবী। কিন্তু পেশা নয়, তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে তাঁর ফুটবলপ্রেম, ফুটবল নিয়ে আবেগ। তাঁগে দেখার পর মনে হতে বাধ্য এটাও কি সম্ভব।

দেশ এবং ফুটবলের প্রতি তাঁর আবেগ এতটাই যে, বিগত ২০ বছর ধরে ব্রাজিলের পতাকার রং-এর জামা-কাপড় পরে আসছেন তিনি। এই ২০ বছরে তাঁর গায়ে হলুদ-সবুজ রং ছাড়া অন্য কোনও রং-এর জামা কাপড় চোখে পড়েনি কারও। শুধু তাই নয়, নিজের অন্তর্বাসটার ক্ষেত্রেও কোনওরকম ব্যতিক্রম হয়নি। এই ক্ষেত্রেও একই নিয়ম মেনে চলেন তিনি। ১৯৯৪ বিশ্বকাপের সময় প্যাভেত্তি শপথ নিয়েছিলেন, তাঁর দেশ ব্রাজিল যদি চ্যাম্পিয়ন হয়, তাহলে সারা জীবন দেশের পতাকার রং-এর জামা-কাপড় পরবেন তিনি।

আর ঘটলও তাই। চতুর্থবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হল ব্রাজিল।

সেই থেকে শুরু। এখনও নিজের কথা রেখে চলেছেন প্যাভেত্তি। তবে তাঁর এই দেশপ্রেম এবং ফুটবল আবেগের ছোঁয়া শুধুই জামা-কাপড়েই সীমাবদ্ধ নেই। তাঁর ব্যবহার করা দুটি ভক্সওয়াগন গাড়িতেও হলুদ রংয়ের ছোঁয়া। বাড়ির সমস্ত অংশেই ব্রাজিলের হলুদ-সবুজ পতাকা রং-য়ের সাজ।

তার ব্যবহারের সমস্ত আসবাবপত্র, জুতোতেও লেগেছে হলুদ-সবুজ রং। প্যাভেত্তি বলেন, 'ব্রাজিলিয়ান হিসেবে আমি গর্বিত। দেশকে আমি ভালবাসি। আমার এই কাজ দেশ এবং ফুটবলরে প্রতি আমার আবেগেরই প্রমাণ।

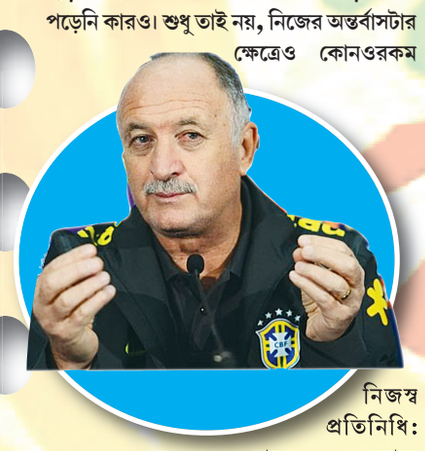

অখুশি স্কোলারি

নিজস্ব প্রতিনিধি: শেষ ম্যাচে ক্যামেরুনকে হারিয়ে গ্রুপ শীর্ষে থেকেই প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছে আয়োজক দেশ ব্রাজিল। শেষ ষোলোয় তাদের প্রতিপক্ষ তুলনামূলক ভাবে চিলি। গ্রুপ শীর্ষে থেকে যাওয়ার ফলে কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন ব্রাজিলের সমর্থকরা। কারণ গ্রুপ শীর্ষে থাকতে না পারলে প্রি-কোয়ার্টারে দারুণ ছন্দে থাকা নেদারল্যান্ডের মুখোমুখি হতে হত নেইমারদের। যা স্বাভাবিকভাবেই এড়িয়ে যেতে চাইছিলেন ব্রাজিল সমর্থকরা। কিন্তু এ বিষয়ে ব্রাজিল কোচ লুইস ফিলিপ স্কোলারির মত আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রি-কোয়ার্টারে চিলিকে সামনে পেয়ে বেশ অখুশি তিনি। বলেন, 'পরের রাউন্ডেই চিলির সঙ্গে দেখা না হলে ভাল হত। দু'বার আমি চিলির বিরুদ্ধে খেলেছি। আমি জানি, ওদেরকে হারানো কতটা কঠিন। অনেকেই ভাবছে, খুব সহজে আমরা ওদের হারিয়ে দেব। কিন্তু চিলি শক্তিশালী দল। প্রচণ্ড ব্যালেন্সড। নিজের বিপক্ষ বাছার সুযোগ পেলে আমি আগে চিলিকে বাদ দিতাম।'

অতীতের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে স্কোলারি কেন একথা বলেছেন। স্কোলারি দ্বিতীয়বার দলের কোচ হিসেবে পর পর দু'বার চিলির মুখোমুখি হয়েছে ব্রাজিল। একবার গত বছরের এপ্রিলে। বেলো হরাইজন্তেতে সেই ম্যাচে চিলির সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করেছিল ব্রাজিল। আর এক বার গত নভেম্বরে। কানাডাতে খেলা ওই ফ্রেন্ডলি ম্যাচে ২-১ গোলে জয় পেয়েছিল ব্রাজিল। এই ফলগুলোই বলে দিচ্ছে কেন চিলিকে ভয় পাচ্ছেন স্কোলারি। দলের পারফম্যান্স নিয়ে স্কোলারি বলেন, 'পরের রাউন্ডে গিয়ে ভাল লাগছে। এখন শুধু নিজের দল নিয়ে ভাবছি। দলের ফুটবলারদের আরও উন্নতি করতে হবে। ২৮ জুন প্রি-কোয়ার্টারে মুখোমুখি হবে ব্রাজিল এবং চিলি।

নেশাই ডোবাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফুটবল দেখার নেশায় ব্রাজিল পুলিশের ফাঁদে পা দিলেন এক মেক্সিকান মাদক ব্যবসায়ী। নিজের দেশ মেক্সিকোর খেলা দেখতে এসে গ্রেফতার হলেন মাদক ব্যবসায়ী ডিয়ান বারাজাস। ব্রাজিলের রিও দে জেনেইরো বিমানবন্দর থেকে তাকে গ্রেফতার করে সেখানকার পুলিশ। পুলিশের সন্দেহের তালিকায় বেশ কয়েকবছর ধরেই ছিলেন ৪৯ বছর বয়সী হোসে ডিয়াজ বারাজাস নামের এই মেক্সিকান মাদক ব্যবসায়ী। খেলা দেখতে আসার জন্য নিজের আসল নামেই বিমানের টিকিট কেটেছিল সে। গ্রেফতারের সময় তার স্ত্রী এবং দুই ছেলেমেয়েও সঙ্গে ছিল। এই খবরের সত্যতা স্বীকার করেছেন ব্রাজিলের ফেডারেল পুলিশ লুইস ক্রাভো ডোরেয়া। তিনি বলেন, 'আমেরিকা এবং মেক্সিকোর মধ্যে অনেক বছর ধরেই মাদক চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ডিয়াজ।'

দু'টি হলুদেও রেহাই

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফিফার সিদ্ধান্ত শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন অনেক ফুটবলারই। ২০১০ সালের মতো, এ বারও পর পর দু'টি ম্যাচে হলুদ কার্ড দেখার জন্য ফাইনাল খেলা বন্ধ হচ্ছে না কোনও ফুটবলারের। ফিফার নিয়ম অনুসারে পর পর দু'টি ম্যাচে কোনও ফুটবলার হলুদ কার্ড দেখলে, পরের ম্যাচে তিনি আর খেলতে পারেন না। কিন্তু ব্রাজিল বিশ্বকাপ ফাইনালের ক্ষেত্রে সেই বাধা আর থাকছে না। ফিফার তরফে জানান হয়েছে, কোয়ার্টার ফাইনালের পর আগের ম্যাচগুলোতে দেখা একটি হলুদ কার্ড আর বিবেচনায় আনা হবে না। এর ফলে সেমিফাইনালে কেউ হলুদ কার্ড দেখলেও তাঁর ফাইনাল খেলার ক্ষেত্রে কোনও বাধা থাকছে না। ২০০২ বিশ্বকাপে পর পর দু'টি ম্যাচে হলুদ কার্ড দেখার জন্য আর ফাইনলে খেলা হয়নি জার্মানির তারকা স্ট্রাইকার বালাকের। এরপর ২০১০ বিশ্বকাপে এই নিয়মের পরিবর্তন করা হয়। যা এই বিশ্বকাপেও ধরে রাখা হল।

মনের খেয়াল

সোহম বড়পণ্ডা, বয়স: সাড়ে ৬ বছর, শ্রেণি: দ্বিতীয়, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় দমদম

*ক্ষুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা **JPEG** ফরম্যাটে*

2 আর M দিয়ে হাঁস আঁকো হাসতে হাসতে

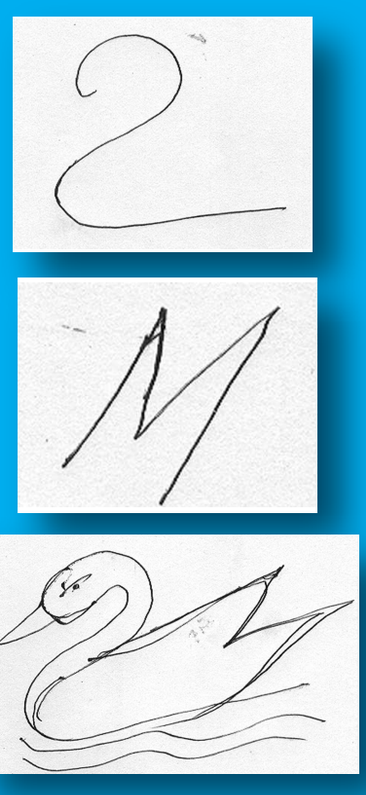

আঁকা শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

ম্যাজিক মোমেন্ট

জাদুর গল্প হলেও সত্যি

শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায় (জাদুকর)

গুজরাটের ফকির জাদুকর শক্তিমান মহম্মদ চেল সম্বন্ধে নানা অত্যাশ্চর্য কথা শোনা যায়। সেই সময় ব্রিটিশ রাজত্ব। ফকির বাবা মাঝে মাঝেই সৌরাষ্ট্র ও গুজরাটের মধ্যে ট্রেনে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর দৈবশক্তির জন্য আমজনতা বিশেষ করে গরিবদের মধ্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশীল। ট্রেন ভ্রমণে তিনি টিকিট কিনতেন না। রেলের ব্রিটিশ কর্মচারীরাও এই নিয়ে ফকির বাবাকে জোর করতেন না তাঁর অদ্ভুত ঐশ্বরিক ক্ষমতা আর প্রভাবের জন্য।

একবার রেলের এক বিশেষ চেকিং-এ অন্যদের সঙ্গে তাঁকেও বিনা টিকিটের যাত্রী হিসেবে ট্রেন থেকে নামিয়ে স্টেশন মাস্টারের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। বিনা টিকিটের যাত্রীদের বিচার সাপেক্ষে স্টেশনে নামিয়ে ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু ড্রাইভার বহু চেষ্টা করেও ইঞ্জিন চালু করতে পারল না। ফকির বাবার সুন্দর স্বাস্থ্য। পরণে সিল্কের লুঙ্গি। ঢিলে সিল্কের পাঞ্জাবী আর মাথায় সিল্কের পাগড়ী। নিশ্চিন্তে স্টেশনে বসে ধূমপান করেই চলেছেন। এদিকে ট্রেনের গার্ড-ড্রাইভারস ইঞ্জিন চালু না হওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। খবর গেল, ফকির বাবাকে ট্রেন থেকে জোর করে নামাবার ফলেই নাকি ইঞ্জিন চালু হচ্ছে না। রেলের কর্মচারীরা আর বহু যাত্রীরা ফকির বাবাকে চিনত। তারা ফকির বাবার কৃপা প্রার্থনা করে ট্রেন ছাড়ার জন্য অনুরোধ জানাতে লাগল। রেলের এক বিশেষ অফিসার জিজ্ঞাসা করল – ফকির বাবা, আপনার এত সুন্দর স্বাস্থ্য-পোশাক, কিন্তু আপনি ট্রেনের টিকিট করেননি কেন? ফকির বাবা বললেন, তোমার কোথাকার টিকিট চাই? এই নাও, বলে বেশ কয়েকটি জয়গার টিকিট তাকে এগিয়ে দিলেন। হতচকিত ব্রিটিশ কর্মচারী তাঁকে সসম্ভ্রমে ট্রেনে উটতে অনুরোধ জানাল।

ফকিরবাবা শান্তভাবে ট্রেনে উঠে বললেন – ট্রেন এবার চলরে। দেখা গেল ইঞ্জিনের সমস্যা দূর হয়েছে। শুরু হল স্বাভাবিক যাত্রা। ঘটনাটি এখন সৌরাষ্ট্র ও গুজরাটের লোকেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে ফকিরবাবা মহম্মদ চেল সম্বন্ধে স্মরণ করে।

তোমরাও এরকম ছোটো ছোটো গল্প বা অভিজ্ঞতা আমাদের লিখে পাঠাও তাড়াতাড়ি।

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রকঃ** সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।